SANGIT RATNAKAR,

OR

THE ART AND SCIENCE OF HINDU MUSIC.

BY

NAVINA CHANDRA DATTA,

Compiler of "Khagola Bibaran" and "Khetra Byabahar."

সংগীত রত্নাকর।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

"গানাৎ পরতরং নহি।"
"একং সংগীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলং প্রদম্।"

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SUCHARU PRESS, FOR THE PROPRIETOR, BY LALLCHAND BISWAS.
NO. 336, CHITPORE ROAD. GARANHATTA.

1872.

বিজ্ঞাপন।

অধুনা এদেশে সঙ্গীত-শাস্ত্রের যেরূপ আলোচনা হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত শিক্ষার সহজ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বরলিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই, হিন্দু আধিপত্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত ধনসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যবনঅধিকার কালে যদিও বৈজু খাঁ, নায়ক গোপাল ও খসরু এবং মিঞা তান্‌সেন প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞেরা রাজঅন্নে প্রতিপালিত হইয়া সঙ্গীতের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল, কিন্তু সেটী নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় অচির জ্যোতিঃ হইয়াছিল। এইক্ষণে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির চিহ্ন মাত্র আছে আর কিছু নাই। সঙ্গীত গ্রন্থসকল লোপ হইয়া গিয়াছে, যে কয়েক খানি আছে, দেখা দূরে থাকুক, তাহার নাম শুনিতেও পাওয়া যায় না। ইউরোপে সঙ্গীতের আদর আছে, ও লিপিবদ্ধ থাকিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তদ্দেশীয় সঙ্গীতের যে কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে, বোধ হয়, কোন কালে ও কোন ক্রমে উহার লোপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া "রাগ বিবোধ" "দামোদর" "নারায়ণ" "রত্নাকর" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও নানা ইংরাজী গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া বঙ্গভাষায় "সঙ্গীত রত্নাকর" নামে এই পুস্তক খানি মুদ্রিত করিলাম।

ইহাতে ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ তৌর্য্যত্রিক বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। ক্রিয়াসিদ্ধাংশটী আমার পিতা ঠাকুর শ্রীযুক্ত দিননাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে। তিঁনি যৌবন কাল হইতে বহু অর্থ ব্যয় এবং বিস্তর আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে, সাহাম্ বক্স, কাণাচকু, রাজনারায়ণ বসাক, কৃষ্ণমোহন সেট প্রভৃতি ওস্তাদ মহাশয়দিগের নিকট যে সকল স্বরলিবদ্ধনী প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, তাহা একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, ও পাছে ভবিষ্যতে তাঁহার এই চিরসঞ্চিত ও আদরের ধনটী লোপ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি উহা মুদ্রিত করিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমি এই দুরূহ বিষয়ে হস্তার্পণ করি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মহানুভব রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা সঙ্গীতসার নামে যে অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করাইয়াছেন তাহা হইতে সঙ্গীত রত্নাকর প্রণয়নে আমি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে নানা দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণ স্বরূপ অতি সুন্দর উপযোগী বচন সকল উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কয়েকটী সঙ্গীত রত্নাকরেও উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। স্বর লিপিবদ্ধ প্রকরণেও সঙ্গীতসারের প্রণালী অবলম্বন করা গিয়াছে, কিন্তু স্বর লিপিবদ্ধ করিবার একই প্রণালী আছে এমন নহে, পাঠকবর্গ তাহার প্রমাণ সঙ্গীত রত্নাকরের বাদ্যাদি অধ্যায়ে প্রাপ্ত হইবেন।

এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে, বেঙ্গল একাউণ্টেণ্ট আফিসের অন্যতর এসিষ্টাণ্ট [illegible] বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার [illegible] দেখিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ রহিলাম।

এই গ্রন্থখানি দ্বারা যদি আমাদের নির্ব্বাণোন্মুখ সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন কিছু পরিমাণেও উত্তেজিত হয়, তাহা হইলেই আমি পূর্ণ মনোরথ হইব।

কলিকাতা।
[illegible], নং ৯।
২২এ ভাদ্র ১২৭৯ সাল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

উৎসর্গ পত্র।

—— মুকুন্দ দেব

বিবিধ গুণালঙ্কৃত

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়

মহাশয়েষু।

আর্য্য!

এই গ্রন্থের শিরোভূষণস্বরূপ আপনার নাম ইহার প্রারম্ভে প্রকটন না করিয়া ইহাকে প্রকাশ করিতে পারি না। সঙ্গীতশাস্ত্রের উদ্ধার সাধনকল্পে আপনি যে প্রকার অনুরাগ, আয়াস ও উৎসাহপ্রদর্শন করিতেছেন, বোধ হয়, তাদৃশ উৎসাহ ও আয়াস ভিন্ন, এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গীততরু, পুনঃমঞ্জরিত হইত কি না সন্দেহ। অতএব আপনার উৎসাহবারিসিঞ্চনে সঙ্গীতলতা অঙ্কুরিত হইয়া প্রথম এই সঙ্গীত রত্নাকরস্বরূপ যে কুসুমটী প্রসব করিয়াছে, তাহা আপনাকেই উপহার দেওয়া বিধেয় এ উপহার আপনার যোগ্য নহে। কিন্তু আপনার মহানুভাবতা ও উদারতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার কাছে ইহার অনাদরের সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতা।
যোড়াবাগান, নং ৯
২২এ ভাদ্র ১২৭৯ সাল।

একান্ত বশম্বদস্য
শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ।

পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংগীত বিদ্যা মানব জাতির চিত্তবিনোদন করিতে যেমন সমর্থ এমন আর কোন বিদ্যাই নয়। কোন্ মহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে, প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অপূর্ব্ব বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে পুরাকালে কি সভ্য কি অসভ্য কোন জাতিই সঙ্গীতরসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল না। যখন লিখন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যখন অক্ষর বিদ্যা কি অপর চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক কোন বিদ্যার উদয় হয় নাই, তখনও সঙ্গীতশাস্ত্র মানবকুলকে সমুজ্জল করিয়াছে। অধিক কি, যখন ইতিহাসের জন্ম হয় নাই, এবং প্রাচীন রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ রূপে লোপ হইয়া যাইবার কথা, তখন সঙ্গীতই ইতিহাসের স্থানীয় হইয়া, এই সমস্তের কতক কতক রক্ষা করিয়া আধুনিকদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। বুঝি প্রকৃতি তাঁহার সন্তানদিগকে শৈশব হইতেই সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত, গভীর ঘন নিনাদ, নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার, এবং বিহগকুলের কলধ্বনি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিয়াছেন।

সংগীত পবিত্রাবস্থায়, অর্থাৎ যখন ইহা লোকের অসাধু রুচির প্রভাবে কদর্য্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হয়, সমাজের যে কতদূর উন্নতিসাধন করে তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নয়নগোচর হয় না। যখন রণক্ষেত্রে অশ্বগজব্যূহের বেগযুক্ত পদসঞ্চালন, মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের অশনিপাতসম শব্দ, সৈনিকবর্গের কোলাহল, রণশায়ী আহত যোদ্ধৃগণের ভয়ানক আর্ত্তনাদ একত্রিত হইয়া মৃত্যুকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে, তখন কে তথায় তিষ্ঠিতে পারিত, কি তিষ্ঠিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইত, যদি সংগীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে বীররস সিঞ্চন না করিত। বাস্তবিক, সংগীত যে

বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, রৌদ্র ও আদ্য রস উদ্দীপন করিয়া উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ভয়, হাস, ঘৃণা, ক্রোধ ও অনুরাগ উত্তেজিত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পবিত্রাবস্থায় সংগীত সংসারের যেমন হিতসাধন করিয়াছে, তেমনি অপবিত্রাবস্থায় ইহার দ্বারা অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর আদিম নিবাসিদের ক্রমশঃ যত জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভোগাভিলাষ, বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতির সঞ্চার হইতে লাগিল; এবং অর্থলোলুপ গায়কেরা, বিলাসাসক্ত ধনিগণের চিত্তবিনোদন মানসে, প্রবৃত্তির অনুরূপ সংগীত রচনা করিয়া গান করিত, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তিও উত্তেজিত হইত। সুতরাং, এই অর্থলোভী গায়কদিগের দোষেই, সংগীতের পবিত্রভাব তিরোহিত হইয়া, ক্রমশঃ অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইল। সংগীত এইরূপে জঘন্য হইয়া আসিলে, সাধু ও পণ্ডিত লোক ইহার উৎসাহ প্রদান করা নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা ইহার আলোচনা করিতেন ও ইহার অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন; কিন্তু সংগীত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে গায়কদিগের দোষ গুণেই সংগীত অপকারী ও উপকারী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সংগীত যে মহোপকারী তাহার সন্দেহ নাই। সংগীত, কি উৎকৃষ্টাবস্থা কি নিকৃষ্টাবস্থা, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা দ্বারা প্রবৃত্তিনিচয় উত্তেজিত হয়, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। সংগীতের এবম্বিধ উচ্চ সাধকতা আছে বলিয়া, ও রিপুকুলকে বশীভূত করিবার বিশেষ উপযোগীতা ইহাতে থাকাতেই, ঈশ্বর আমাদিগকে, অপর দুরূহ বিদ্যা গ্রহণে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে, সংগীত রসাস্বাদনে সমর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ণের সহিত শব্দের এমনি অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, যে কোন প্রকার সুস্বর শ্রবণ করিলে আমরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; সুস্বরের উৎপত্তি হইলে আমাদিগের মন স্বতই তদভিমুখে ধাবমান হয়। শব্দেতে ও শ্রবণেন্দ্রিয়েতে এই প্রকার চমৎকার সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন লোকে কত প্রকার অদ্ভুত কথারই কল্পনা করিয়াছিল। এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে

এক ব্যক্তি, সমুদ্রে পোত হইতে বংশিধ্বনি করিয়া, তাহার সুমধুর স্বর দ্বারা নানা প্রকার জলজন্তুকে আকর্ষণ করিত; কেহবা স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুধাময় সংগীত দ্বারা নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতীকার করিত; এবং কোন সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তি আপন অলৌকিক গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবলে সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিতে পারিত। সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তিপ্রভাবে পাষাণ দ্রবীভূত হওয়া, মৃত জীবিত হওয়া, অকস্মাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি এবং বৃষ্টির আবির্ভাব হওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া শ্রুতি আছে, এবং অদ্যাপি অনেকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গান দ্বারা পাষাণ দ্রবীভূত হইবার কথা, এদেশে অপর সাধারণ সকল লোকের নিকট প্রচার আছে। দীপক রাগ আলাপ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং মল্লার আলাপ দ্বারা বৃষ্টির আবির্ভাব হয়, ইহা এদেশীয় অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ এই সমস্ত উৎকট বর্ণন কোন প্রকারে সত্য ও সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু যদিও এই সমস্ত বর্ণনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না, তথাপি সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিপ্রভাবে বাস্তবিক যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে সকলকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং তাহা অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবৎ প্রতীত হয়। প্রান্তর মধ্যে বেণুস্বর শ্রবণ করিয়া, গো অশ্ব প্রভৃতি ঐ স্বরাভিমুখে ধাবিত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতপ্রিয় কুরঙ্গজাতি যে সুমধুর বংশিস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপি, এদেশে তুবড়ির বাদ্য করিয়া মানুষে বিবরস্থ ভুজঙ্গকে ধরিয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। বিষধর ভুজঙ্গ জাতিকেও জগদীশ্বর সুধাময় সঙ্গীত রসপানের অধিকারী করিয়াছেন! আরব দেশীয় বণিকেরা, যখন, আফ্রিকার প্রশস্ত প্রশস্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করে, তৎকালে তাহাদিগের পণ্য-ভারবাহী উষ্ট্র সকল ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত হইলে, উষ্ট্রপালকেরা এক প্রকার গান করিয়া ঐ সকল পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত উষ্ট্রের পথশ্রান্তি দূর করে।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অনেক জাতির সঙ্গীতরসাস্বাদনে অধিকার আছে, কিন্তু তন্মধ্যে পক্ষী জাতিরই কেবল নিজে গান করিবার শক্তি আছে। বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতে এত অনুরাগ, যে যখন মানুষে গান বাদ্য করে, তখন তাহারা নিকটে

থাকিলে সেই মানুষের সঙ্গীতে যোগ দেয়। অপর, যে স্থলে তাহাদিগের সুস্বরের আদর হইবে, সেই স্থল ভিন্ন তাহারা সর্ব্বত্র গান করে না। অরণ্যমধ্যে যে স্থলে কোন মনুষ্যের বাস থাকে, সুরব বিহগকুল আপনা হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া গান করে। অনেক ভ্রমণকারী লোক, অপরিচিত প্রদেশে, কেবল পক্ষী বিশেষকে সন্দর্শন করিয়া, নিকটে লোকালয় আছে বুঝিয়া লন।

ডেনমার্কের নৃপতি চতুর্থ হেনরি একদা, সঙ্গীতের শক্তি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, এক গায়ককে আদেশ করিলেন, যে তুমি স্বকীয় সঙ্গীতালাপ দ্বারা সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিবার যে গর্ব্ব কর, তাহা অদ্য আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাও। গায়ক, রাজার এই আদেশানুসারে, এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিল, যে তচ্ছ্রবণে ঐ রাজা স্বয়ং উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং নিকটস্থ চারি পাঁচ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কালিফ ওমার, এক বার এক বিদ্রোহ দমন করিয়া, বন্দীদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন। এক জন পারসী গায়ক তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, তাঁহার একটী গান গাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, যদি রাজা অনুমতি করেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়। রাজার অনুমতি হইল। তিনি এমনি মধুর স্বরে গান করিলেন, যে ওমার তাঁহার ও তাঁহার অনুরোধে অপর বন্দীদিগকে প্রাণ দান করিলেন। নির্দ্দয় তৈমুরও সংগীতের অবমাননা করিতেন না। ভারতবর্ষে যখন তিনি মনুষ্যমস্তকচ্ছেদন করিয়া, পর্ব্বতাকার করেন, তখন দৌলত নামক এক জন অন্ধ গায়ক তাঁহার নিকটে গান করিয়াছিল। দৌলত দরিদ্র ভিক্ষুক ছিল, এবং তৈমুর বোধ হয় রহস্য করিবার মানসে তাহাকে দেখিয়া, "দৌলত (ভাগ্য) অন্ধ" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে গায়ক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে "দৌলত" কখন এক জন খঞ্জের বাটিতে আসিতেন না। তৈমুর খঞ্জ ছিলেন। অন্য সময় হইলে দৌলতের মস্তক থাকিত না, কিন্তু তাহার সংঙ্গীতে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই কথায় তিনি আমোদ করিলেন। ফ্রান্স রাজ্যে, একবার এক ব্যক্তি উন্মাদ, কোন লোকের মনোহর বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকালের উন্মাদরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। একদা নবাব সেরাজুদ্দৌলা জল বিহারে নির্গত হইয়া, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেনের শক্তিবিষয়ক সংঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং শুনিয়া একপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে স্বীয় তরণীতে আনাইয়া

পুনশ্চ গাইতে আদেশ করিলেন। নবাবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, কবিরঞ্জন তাঁহার মনোরঞ্জন কারণ খেয়াল গজলাদি গীতারম্ভ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাতে বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কালীকালী" শব্দে যে গান গাইতেছিলে কেবল তাহাই গান কর। অনন্তর, কবিবর এরূপ চমৎকার শক্তির গুণ গান করিয়াছিলেন যে নবাবের পাষাণান্তকরণও তদ্দ্বারা দ্রবীভূত হইয়াছিল। ফলতঃ, রামপ্রসাদি পদ এরূপ মনোহর ভাবে বিভূষিত ও চমৎকার সুর সংযুক্ত, যে তাহা গাইলে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ হয়, অতএব বিজাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোক তচ্ছ্রবণে যে বিমুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফরাশি বিপ্লবের সময়ে মার্সেলিস হিম নামক গীত বাঁধা হয়। এই গান যেখানে হইতে লাগিল, সেখানে লোকে আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ধারণ পূর্ব্বক অষ্ট্রীয়া ও প্রসিয়ার সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এই সকল সৈন্য শেষে নেপোলিয়ানের অধীনে প্রায় তাবৎ ইউরোপ জয় করিয়াছিল। সঙ্গীতের অদ্ভুত মোহিনী শক্তির এইরূপ অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। করুণানিধান বিশ্বপিতা শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া কি অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন!

কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া, মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রমোদ দ্বারা শ্রান্তিদূর করা, মনুষ্য জাতির নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিশ্রাম কালে অনর্থক ও নিষ্ফল কার্য্যে আমোদ করিয়া কাল হরণ করা অপেক্ষা, সুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপ করাই উৎকৃষ্টতর দোষ সম্পর্ক শূন্য আমোদ। সংসার মধ্যে যত প্রকার সুখবিধায়ক ব্যাপার আছে, বোধ হয়, মনোমত মিত্রের কণ্ঠ বিনির্গত সুধাময় সঙ্গীত আলাপের তুল্য আর কিছুই নাই। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সুস্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে অপরাপর দশ ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে সুখী হইতে পারেন। অতএব, যৎকালে কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে বাসনা হয়, তখন সুললিত সঙ্গীত আলাপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধ করা বিধেয়। সঙ্গীতের সুধাময় রস ভোগের তুল্য নির্দ্দোষ আমোদ অতি দুর্লভ। সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা শ্রোতা ও গায়ক উভয়েই অপার সুখলাভ করিতে পারেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন মধুময় সঙ্গীতরস মধ্যে মধ্যে পাপময় পঙ্কিল স্থানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রাহ্য

হইয়াছে। যাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রের পীযুষ পান করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে উহাকে অস্পৃশ্য কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

করুণানিধান বিশ্বকর্ত্তা, আমরা তৃপ্তি লাভ করিব বলিয়া, নানা প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই সঙ্গীতের শক্তিটী দিয়া অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল সময়ে তাহা মনকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু সেগুলি যদি সুমধুর স্বরে গীত হয়, তবে তদ্দ্বারা অত্যন্ত কঠিন মনও দ্রবীভূত হইয়া থাকে। গানের তুল্য উত্তেজক আর কিছুই নাই। একাদিক্রমে দুই ঘণ্টা কাল ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে যে ভক্তি উদ্রেক না হয়, একটী উত্তম গীত শুনিলে তাহা হইয়া থাকে। ভক্তি উদ্দীপক সুরে ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন ও খেদের সুরে অনুতাপ ইত্যাদি বর্ণিত হইলে, পাষাণতুল্য হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া যায়। ফলতঃ, যে সঙ্গীতের এমন চমৎকার মনোহারিণী শক্তি, নিমেষমাত্র যাহা সন্তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারে, বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন করিতে পারে, নীরস মন সরস করিতে পারে; তাহা যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রসাদে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান, অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অপার করুণা কীর্ত্তনে প্রয়োগ করিলে, যেমন পরম পবিত্র প্রীতি ও অনুপম আনন্দ লাভ হয় এমন আর কোন গানে হয় না।

সঙ্গীত অপরাপর বিদ্যার ন্যায় কেবল বর্ণাত্মক নয়, এবং শুদ্ধ পাঠ করিলেই তাহাতে কৃতবিদ্য হওয়া যায় না। ইহা বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক, এবং এই বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইলে যুগপৎ শাস্ত্রাভ্যাস ও স্বর আয়ত্ত ও সাধন করিতে হয়। যিনি সংগীত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শুদ্ধ ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিকে ব্যুৎপন্ন হন, তাঁহাকে বর্ণাত্মক সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; পক্ষান্তরে, যিনি কেবল তার যন্ত্রের সহিত স্বরযোগে সাধন করিয়া তারের সহিত স্বরের ঐক্য করেন, অর্থাৎ ব্যবহারানুযায়িক তৌর্য্যত্রিকে ব্যুৎপন্ন হন, তিনি স্বরাত্মক সাধক বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন। এই উভয় বিষয়ে ব্যুৎপন্ন না হইলে সংগীত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া কেহই গণ্য হইতে পারে না। পরন্তু উক্ত দুই বিষয়ে ব্যুৎপন্ন তাহাকেই বলা যায়, যে ব্যক্তি স্বরযোগে রাগরাগিণীর রূপ সকল শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন। রাগরাগিণী যে এই রূপ প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে, তাহা যাঁহারা সুশিক্ষিত সাধকের গান শুনিয়া-

ছেন, তাহারা অবগত আছেন। ফলতঃ, যে সকল ব্যক্তি বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক উভয়বিধ সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই সঙ্গীত শাস্ত্রের রসাস্বাদে অধিকারী হইয়াছেন।

সঙ্গীত বিদ্যা এত দুরূহ যে যাহারা বলেন, যে ইহা দেবপ্রসাদ ভিন্ন আয়ত্ত হইবার নহে, তাহাদিগের কথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেবল কতকগুলি গত অভ্যাস করিলেই বা কতকগুলি প্রণালী শিখিলেই সংগীত শিক্ষা হয় এমত নহে; তাহা হইলে সকলেই মনে করিলে ইহা শিখিতে পারিত। ইউরোপে সংগীতের এত অনুশীলন হইতেছে, কিন্তু ইউরোপিয়েরা, যন্ত্রপ্রভব সংগীতে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কণ্ঠসংগীতে সেরূপ নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হন নাই।

সঙ্গীত শাস্ত্রের এত শাখা প্রশাখা যে যাবজ্জীবন অভ্যাস করিলেও পারাবগতি হয় না; কিন্তু অর্ব্বাচীন লোকে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শিখিয়া অসম্ভব অভিমানের অধীন হইয়া অনবরত কতই শ্লাঘা করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ সংগীত নৈপুণ্যের গৌরব করেন,তাহাদিগের উপদেশের নিমিত্ত নিম্নে একটী আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইতেছে। কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ মহাশয় মনে মনে অভিমান করিয়াছিলেন, যে সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদায় তিনি অভ্যাস করিয়াছেন। অন্তর্যামী ভগবান বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া, নারদকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণচ্ছলে সুরলোকে গমনপূর্ব্বক এক বিস্তৃত গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া, দেখাইলেন, বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক হস্তপদাদি ভগ্ন গতিশক্তি রহিত, রোদন করিতেছে। তাহাদের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা কহিল, আমরা দেবাদিদেব মহাদেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট রাগরাগিনী, সঙ্গীত বিদ্যা অনভিজ্ঞ নারদ নামে একজন ঋষি, অসময়ে অশাস্ত্র মতে রাগরাগিণীর আলাপ করাতে, আমাদের অঙ্গ ভগ্ন হইয়া আমরা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। পুনরায়, মহাদেব স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মহাপুরুষ, যথাশাস্ত্রানুসারে রাগ রাগিণীর আলাপ না করিলে, আর আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে পুষ্ট ও আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিব না, অথবা স্বস্থানে প্রস্থান করিতে শক্ত হইব না। নারদ ঋষি জ্ঞানী. আপন মনের ভাব এবং ভগবানের ছলনা বুঝিতে পারিয়া, বহুবিধ স্তব করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রাচীন কালের ইতিহাস অতি দুর্জ্ঞের। পূর্ব্বকালের কবিগণ সকল বিষয়ের বর্ণনাতেই বাস্তবিক ঘটনা ও স্বকপোলকল্পিত রচনা একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ণনার মনোহারিত্ব সাধন করিয়াছেন। কিন্তু অলঙ্কার ভাগ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, মূল বিষয়ের যাথার্থ্য বিষয়ে সংশয়ারূঢ় হইবার আবশ্যক নাই। অস্মদ্দেশে অতি প্রাচীন বর্ণনাতে গীত বাদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শুম্ভ নিশুম্ভের ও রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন কালেও বাদ্যের উল্লেখ আছে। রাজা যুধিষ্ঠির যখন রাজত্ব করেন, তৎকালে রাজকন্যাগণ ও সম্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও গান; বাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা করিয়াছেন। ট্রয়ের যুদ্ধ ইউরোপের মধ্যে অতি প্রাচীন ঘটনা, এ সময়েও গান-বাদ্য প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয়দিগের ও পুরাতন গ্রীকদিগের এই সংস্কার ছিল, দেবতারা এই বিদ্যার সৃষ্টি করেন। গ্রীকদিগের এই একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে, একবার নীলনদ প্লাবিত হওয়াতে বিস্তর মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। একটী কচ্ছপের মাংস ক্রমশঃ গলিত হইয়া স্খলিত হইলে, কেবল খোলার মধ্যে শিরাগুলি শুষ্ক হইয়া পতিত থাকে। এক দিন মরকিউরি নদী-তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই শিরার উপরে তাহার পদাঘাৎ হয়। তাহাতে সেই শিরা হইতে সুস্বর বিনির্গত হওয়াতে তিনি তাহা বাজাইতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রথমতঃ লায়র নামক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। লায়র আদর্শ করিয়া, প্রাচীন কালের হার্প ও ইদানী নানাবিধ তার সংযুক্ত যন্ত্র সকল সৃষ্ট হইয়াছে। শিঙ্গা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। মহিষ অথবা গরুর শৃঙ্গ শূন্যগর্ভ করিয়া বাজাইবার রীতি প্রায় সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিব শিঙ্গা ও তানপুরা বাজাইতেন। প্রাচীন কালে মিসর দেশে এই যন্ত্র ও এক প্রকার ঢাক ব্যবহৃত হইত। মিসরের লোকেরা এতদ্ভিন্ন লায়র ও এক প্রকার বাঁশী বাজাইত। ক্লিওপেট্রার সময়ে মিসরে গীত বাদ্য ঘটিত আমোদের অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দেশ রোমক-দিগের হস্তগত হইবার পর তাহা এককালে রাজপুরুষদিগের আজ্ঞা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আসিরিয়া ও বাবিলনেও গীত বাদ্যের উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন য়িহুদিরা যখন মুসার অধীনে মিসর হইতে পলায়ন করে, তখনও সংগীত তাহাদিগের মধ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল না। পারস্যে অতি প্রাচীন কালেই বিলাসের সহিত গান বাদ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্র সকল সুস্বর ছিল না। সমাজ তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়াতে, সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ

উপস্থিত হইত, এবং তদানীন্তন সংগীতও সাংগ্রামিক প্রবৃত্তির উত্তেজক ছিল। যোদ্ধারা যেরূপ ভয়ঙ্কর বেশভূষা দ্বারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহাদিগের বাদ্যযন্ত্রগুলিও সেইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ প্রসব করিত। জামার যুদ্ধের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, যখন হানিবল আশীটী হস্তী লইয়া রোমকদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, রোমকেরা ভেরীর এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়াছিল যে হস্তীরা ভয়ে পলায়ন করে। আলেকজাণ্ডারের সময়ে গ্রীসে গীত ও বাদ্য উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। পারস্য জয় করিয়া যখন আলেকজাণ্ডার পার্সিপোলিসে সস্ত্রীক হইয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গীত শ্রবণ করেন, তখন গায়কগণ আপনাদিগের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নানা প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দেয়।

মুসলমান ধর্ম্ম যখন প্রথমতঃ প্রচলিত হয়, তখন মুসলমানেরা ধর্ম্মগৌরবে এমনি অন্ধ হইয়াছিল, যে কোরাণে নাই বলিয়া সিরিয়া ও পারস্যের পূর্ব্বতন সংগীত নষ্টকরে; কিন্তু কালিফ হারু আলরসিদ অতি বিদ্যানুরাগী নৃপতি ছিলেন, তাঁহার সময়ে গান বাদ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। নানা দেশ হইতে কবিগণ তাঁহার নিকটে আসিতেন, এবং সায়ংকালে কালিফ নিজে অন্তঃপুরে সংগীতের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কালিফেরা যত বিলাসপ্রিয় হইতে লাগিলেন, ততঃ সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। আকবর অনেক বিষয়ে পৃথিবীর এক জন প্রধান শ্রেণীর রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ক্রমাগত যুদ্ধ, রাজ্যশাসন, ব্যবস্থাপ্রণয়ন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি সঙ্গীতের অনুশীলন ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গোপালনায়ক, তানসেন প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কেরা জন্ম গ্রহণ করেন।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, যে আসিয়া খণ্ডে গানের সৃষ্টি প্রথমতঃ ভারতবর্ষে হয়। ইউরোপীয়দিগের ও আমাদিগের সুর এক প্রকার। আমাদিগের যেরূপ ষড়জাদি সপ্তস্বর ও তাহার ব্যঞ্জক সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই কয়েকটী শব্দ আছে, ইউরোপীয়দিগের সেই প্রকার ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি সাতটী স্বর আছে। যন্ত্রসংগীতে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা অনেক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু কণ্ঠসংগীতে তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সকল ইউরোপীয়েরা আমাদিগের গীত শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন। পূর্ব্বে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-

স্থিত অনেক ইউরোপীয় রমণী এতদ্দেশীয় সংগীত শিক্ষা করিতেন, কিন্তু কয়েক বৎসরাবধি জাতিবৈর হওয়াতে তাঁহারা ইহা ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা বিশেষ প্রমাণ পাইয়া কহিতেছি, উত্তর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতিপয় স্ত্রীলোক, এক জন ভারতবর্ষীয় ভ্রমণকারীর মুখে আমাদিগের চতুরঙ্গ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহার সহিত ইউরোপীয় গানের তুলনা হয় না।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের ঋষিবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মারা সংগীত অনুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সংসারের শ্রেয় অবলম্বন যে ঈশ্বর উপাসনা, তাঁহারা সংগীতকে তাহার এক প্রধান অঙ্গ করিয়া নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্য ও স্বরযোগে স্তবপাঠাদির প্রথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়নের যে অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা ছিল, তাহার প্রমাণ ভারতাদি পুরাণে লক্ষিত হয়। বিরাট রাজ্যে যখন পাণ্ডবেরা এক বৎসর কাল অজ্ঞাত বাস করেন, তখন অর্জুন বৃহন্নলারূপে রাজপ্রতিষ্ঠিত সংগীতবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। নারদ, ভরত, হনুমন্ত, কল্লীনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রণীত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ সকল যাঁহাদের নয়নগোচর হইয়াছে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রাচীন হিন্দুদিগের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের প্রসংশা করেন; ফলতঃ, ঐ উর্ব্বর ভূমিতে যে বিদ্যার বীজ পতিত হইত, তাহাই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে অঙ্কুরিত ও শাখাপল্লবসমন্বিত হইয়া অপূর্ব্ব ও অজস্র ফল প্রসব করিত।

এ দেশের সঙ্গীত শাস্ত্র যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা যায় না। অতি প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক যে বেদ, তাহা প্রায় সংগীতেই পরিপূর্ণ। কোন্ কালে কে সংগীত শাস্ত্রের সুত্রপাত করিয়া যান, তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। ফলতঃ, এই শাস্ত্র এত পুরাতন যে লোকে বলিয়া থাকে ইহার উৎপত্তি দেবতা হইতে। পুরাণে কথিত আছে, যে মহাদেব ও নারদ উভয়ে সঙ্গীতনায়ক ছিলেন, সঙ্গীতের সাত সুরের এক একটীর এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলিয়া উক্ত হয়, যথা- ষড়জ অগ্নির, ঋষভ ব্রহ্মার, গান্ধার সরস্বতীর, মধ্যম মহাদেবের, পঞ্চম লক্ষ্মীর, ধৈবত গণেশের, নিষাদ সুর্য্যের অধিকৃত।

নারদ পুরাণে সংগীত শাস্ত্র অতি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে; ঐ গ্রন্থে চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ আছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, যে সংগীত

বিদ্যাটী গন্ধর্ব্বদিগের, এই জন্য ইহার আর একটী নাম গান্ধর্ব্ব বিদ্যা ; কিন্তু কোন্ জাতি গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা এক্ষণে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সংগীত গ্রন্থ এ দেশে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং তৎপাঠে এই প্রতীতি হয়, যে এত প্রাচীন কালেও এখানে উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। সামবেদ, ঋগেবদ, নাদপুরাণ প্রভৃতির রচনার বহুকাল পূর্ব্বে, সংগীত একটী শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ও অভ্যস্ত হইত, তাহা না হইলে, উল্লিখিত বেদ ও পুরাণের সময় সঙ্গীতে যে উন্নতি দেখা যায়, তাহা কোন ক্রমেই ঘটিত না।

যে সকল ইউরোপীয় সংগীতবিৎপণ্ডিতেরা, কালওয়াতী গানের গমক শুনিয়াই, ভারতবর্ষীয় সংগীতের নিন্দা করিয়া থাকেন ; তাঁহারা যদি উহা কিছু দিন অভ্যাস করেন, তবে উহাকে নিন্দা না করিয়া প্রত্যুত উহার সুরের পরিবর্ত্তনীয়তা ও চমৎকার মাধুরী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সংগীতবিদেরা যে প্রণালীতে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, সুদীর্ঘকাল এরূপ করিলেও যে তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের তুল্য হইবেন তাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এদেশীয় সংগীতের চমৎকারিত্ব যিনি অনুভব করিতে বাসনা করেন, তিনি এক বার রাগরাগিণী অভ্যাস করিয়া দেখুন। রাগরাগিণীর সৃষ্টিতে নায়কেরা যে প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অন্যান্য দেশের সংগীতে রাগিণী অতি বিরল, কিন্তু অস্মদ্দেশে সহস্র সহস্র রাগিণী প্রস্তুত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদেরা কেবল অহং রাগিণী ও অহংখাম্বাজ দুইটী মাত্র ব্যাবহার করিয়া থাকেন। "ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী" এটী এ দেশের প্রসিদ্ধ কথা। আসিয়ার যাবতীয় দেশে ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষ ইহার জন্মস্থান।

শাস্ত্রের বর্ণন এইরূপ, যে পৃথিবীর সৃষ্টিকালে, সকল সিদ্ধবিদ্যার পারদর্শী সংসারের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান দেবাদিদেব ভবানীপতির পঞ্চ মুখ হইতে পাঁচ এবং ভবানীর মুখ হইতে এক, এই ছয় রাগ প্রথমে সৃষ্টি হয়। দেবাদিদেব মহাদেব সংগীত বিদ্যার প্রথম প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর এতাধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, যে করুণানিধান প্রেমানন্দে আর্দ্র হইয়া

কয়েকটী রাগ প্রথম শিক্ষা করিয়া, ইহাদিগকে গান করিবার জন্য ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন ঋতু নির্দ্দিষ্ট করিলেন। যথা—শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালব বা মালকোষ, শিশিরে নটনারায়ণ বা শ্রী, বসন্তে হিন্দোল বা বসন্ত, গ্রীষ্মে দীপক বা পঞ্চম, এবং বর্ষায় মেঘ। এই ছয়টী রাগ, ব্রহ্মা যথার্থ ছয় ঋতুতে গান করিবার জন্য, শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক রাগের অনুগত আর ছয়টী রাগিণীর সৃষ্টি করেন; ঐ রাগিণীগুলি যে যে রাগের অনুগত সেই সেই রাগের ভার্য্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মা এই কয়েকটী রাগরাগিণী নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু, হুহু এবং ভরত এই পাঁচটী শিষ্যকে শিখাইলেন। কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থের মতে সোমেশ্বর সংগীত বিদ্যা সৃষ্টি করিয়া অষ্টাদশ শিষ্যকে শিখান, যথা-দেবতাদিগের মধ্যে দুর্গা ও সরস্বতী; নাগলোকের মধ্যে শেষ; ঋষিদিগের মধ্যে নারদ, ভরত, কশ্যপ, শাখামৃগ ও হনুমান; এবং গন্ধর্ব্ব দিগের মধ্যে কলানাথ, সারদল, তুম্বুরু, আসোয়, দেশা, হোহাই, কোহল, হাহা, হুহু, রাবণ ও অর্জ্জুন। নারদ ও ভরতঋষিদ্বয় সংগীত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। হুহু এবং তুম্বুরু গন্ধর্ব্বদ্বয় কণ্ঠে ও যন্ত্রে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ শিখাইতেন। রম্ভা নৃত্য বিদ্যার শিক্ষা দিতেন। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক খানি সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভরত প্রণীত গ্রন্থই ভূতলে প্রচারিত হয়, এবং ভদ্রনামক জনৈক নট ঐ গ্রন্থ সর্ব্বত্র অধ্যাপনা করিতেন। মহর্ষি ভরত, উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী হইতে আবার আটচল্লিশটী উপরাগের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে, দিবা রাত্রি অষ্ট প্রহরে বিভক্ত থাকা প্রযুক্ত, প্রত্যেক প্রহরে গান করিবার জন্য এক এক রাগের আট আটটী করিয়া পুত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সংগীতে আটটী মাত্র রস পরিগৃহীত হয় বলিয়া, ঐ আট রসের অনুগত এক একটী গান করিতে হইবে বলিয়া, এক এক রাগের আট আটটী পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। মহর্ষি ভরতের মত ক্রমশঃ বহুল বিস্তার হইয়া আসিলে, ঋষিরা ও গন্ধর্ব্বেরা ইহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে গন্ধর্ব্বেরা সংগীত বিদ্যায় এত পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, যে সঙ্গীত বিদ্যাকে সেই জন্য এখন পর্য্যন্ত গান্ধর্ব্ব বিদ্যা বলিয়া থাকে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে শুদ্ধ চৌরাশিটী রাগিণীর প্রসঙ্গ আছে। উক্ত গ্রন্থ সকলের মতে দিবা পাঁচ ভাগে, অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় বিভক্ত। এই পাঁচটী কালের

শোভা বর্ণনচ্ছলে ছয়রাগের পাঁচ পাঁচটী রাগিণীর সৃষ্টি হয়। এবং পুর্ব্বার দিবারাত্রিকে অষ্ট প্রহরে ভাগ করিয়া এক এক রাগের আট আট পুত্র বলিয়া আটচল্লিশটী উপরাগের উৎপত্তি হয়।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সংগীত-রাজ্যে অসংখ্য রাগরাগিণী বিদ্যমান ছিল। এমন কি, দ্বাপর যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সুচারু নয়না গোপাঙ্গনা মণ্ডলীকে প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিতেন, তখন তাঁহাকে সেই প্রেমাভিলাষিণী ষোড়শশত গোপিনী প্রত্যেকে এক এক বিশেষ বিশেষ রাগরাগিণীতে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ানুরাগের পরিচয় দিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

অস্মদ্দেশে সংগীত বিষয়ক চারিটী মত প্রচলিত আছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মা, ভরত, হনুমান বা পবন, এবং কল্লিনাথ। কেহ কেহ ব্রহ্মার মত উল্লেখ না করিয়া সোমেশ্বরের মতকে ঐ চারি মতের সহিত গণনা করিয়া থাকেন। রাগাদির কাল এবং ঋতু নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত চারিটী মতের মধ্যে পরস্পরের স্থানে স্থানে অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ঔপপত্তিক অংশ হনুমন্ত মত ব্যতীত প্রায় অপর তিনটীতেই একরূপ। এদেশে যাবতীয় সংগীত গ্রন্থে ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী লিখিত আছে, কিন্তু হনুমন্ত মতে ছয় রাগ এবং ত্রিশটী রাগিণী মাত্র লেখা আছে। কল্লিনাথের মতে এক এক রাগের ছয় ছয় ভার্য্যা ও আট আট পুত্র, সর্ব্বশুদ্ধ নব্বইটী রাগরাগিণী; এবং ভরতের মতে আটচল্লিশ-টী রাগপুত্রদের এক এক পত্নী আছে, তাহাতে রাগপরিবারেরা সংখ্যায় এ শত আটত্রিশটী হয়। কল্লিনাথ ও ভরতের মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্ট হয় তাহা কেবল রাগরাগিণী বিষয়েই, অন্যান্য বিষয়ে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; কিন্তু হনু-মন্তের সহিত ইহাদের কাহারও ঐক্য নাই। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে অস্মদ্দেশে হনুমন্ত মতই প্রচলিত, অন্য কোন মতের প্রচলন নাই। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ হনুমন্ত মত প্রচলিত থাকিলে তদনুমত ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর প্রসঙ্গই প্রচলন থাকিত।

সংগীত শব্দটী গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রিবিধ বিদ্যার উপাধি। এক্ষণে অস্মদ্দেশে ঐ ত্রিবিধ বিদ্যার কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে যথাসাধ্য বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ গীত। কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর যুক্ত নানা রসে পরিপূরিত ও ছন্দোবন্ধে বিন্যস্ত কবিতা সকল, যাহা রাগরাগিণীতে প্রকাশ হয়, তাহাকে গান অথবা গীত কহে।

দ্বিতীয় বাদ্য। নানা প্রকার যন্ত্র, অঙ্গুলির ভঙ্গিঘাতে অথবা ফুৎকারদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শব্দ উৎপাদন করিয়া গীতের সহায়তা এবং কাল বিধান করে, সেই শব্দকে বাদ্য কহে।

তৃতীয় নৃত্য। বাদ্যদ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ করা হয়, সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তালে তালে পদ নিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গ চালন করিয়া মনোগত উল্লাস প্রকাশ করাকে নৃত্য কহে।

সঙ্গীতবৃক্ষের যে প্রথম অথবা প্রধান শাখা গীতবিদ্যা, তাহা স্বরযোগে নানা প্রকার রাগ রাগিণীতে প্রকাশ হয়। রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়, অথবা যে ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্ত-রঞ্জন হয় তাহাকেও রাগ কহে। রাগ বিবোধের গ্রন্থকর্ত্তা সুবিখ্যাত সোমেশ্বর বলেন, যে যেরূপ সমুদ্র জল, বায়ু সংযোগে অনন্ত তরঙ্গরাশী বিস্তার করে, সেইরূপ শব্দতন্ত্রের প্রধান সপ্ত স্বর ও তাহাদের পরস্পরের অন্তর্গত দ্বাবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ডস্বর বা স্বরকামিনী সকল পর্য্যায় ক্রমে উদারা, মুদারা, তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তৃত হইয়া, বিশেষ বিশেষ স্বরের পরস্পর সংযোগে ও বিয়োগে, ক্রমশঃ যে অসংখ্য রাগতরঙ্গের উদ্ভব করিতে পারে, তাহা অসম্ভাবিত নহে। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত চৌরাশিটীর অতি-রিক্ত রাগরাগিণীর আলোচনা করা সুকঠিন ও আয়াসসাধ্য বিবেচনায়, সচরাচর সংগীত গ্রন্থে তদতিরিক্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। ঐ সপ্ত স্বর সকলের অন্তর্গত যে ২২ টী শ্রুতি আছে, তাহাদিগের ৪টী ষড়জ ও ঋষবের মধ্যে, ৩টী ঋষব ও গান্ধারের মধ্যে, ২ টী গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে, ৪টী মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে, ৪ টী পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে, ৩টী ধৈবত ও নিষাদের মধ্যে এবং ২টী নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে আছে। তাহাদিগকে কোমলতর ও কোমলতম এবং তীব্রতর ও তীব্রতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু সঙ্গীতবেত্তারা সকলে সুকবিও ছিলেন, সুতরাং তাহাদের কাব্যনৈপুণ্য দর্শন করাইবার জন্য স্বর-পরিবারদের নায়ক নায়িকারূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ২২ টী খণ্ড স্বরকে স্বরকামিনী রূপে গণ্য করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম রাখিয়াছেন।

শব্দদেশের ভিন্ন গ্রামে, যখন কোন এক বিশেষ স্বরনায়ক, বিশেষ নায়িকা সহযোগে আধিপত্য করে, এবং অপর স্বরপরিবারেরা তাহার অনুচর বা বৈরিদলশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়; এবং তান, উপজ প্রভৃতি আরোহী অবরোহী দ্বারা তাহাকে অলংকৃত করে। কোন বিশেষ রাগরাগিণীতে যে কয়েকটী স্বরের ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ বিবেচনায়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। যথা-বাদী, সম্বাদী, ন্যাস ইত্যাদি।

গীত বা রাগের প্রথমে যে সুর ব্যবহার হয়, তাহার নাম গ্রহ। রাগের বিশ্রামক যে সুর তাহার নাম ন্যাস, আর যে সুর বহুল প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। ফলে, রাগ বা রাগিণীর বাদী স্বরকে রাজা, সম্বাদীকে মন্ত্রী এবং অপর স্বরদের অনুচর বলিয়া গণনা করা হয়, এবং যে বিশেষ স্বরকে রাগ বিশেষে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে বিবাদী কহে। স্বরবিশেষ স্বামী হইলে, আর অপর স্বরেরা কেহ তাহার গ্রহ, কেহ অমাত্য, কেহ অনুচর পদবিশেষে নিয়োজিত হইলে এবং কেহবা বৈরী রূপে পরিত্যক্ত হইলে, রাগ বা রাগিণীবিশেষের মূর্ত্তি উদয় হয়।

আমাদিগের শাস্ত্রে রাগরাগিণী সকল অসামান্য শক্তিসম্পন্ন এক এক দেব দেবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রভাবে অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পাদন হইতে পারে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, যে যখন যবন সম্রাটকুলতিলক আকবর, সংগীতচূড়ামণি তানসেনকে দীপক রাগে গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা বর্ণন করিতে আজ্ঞা করেন, তখন গায়ক তানসেন দীপকের এমনি আলাপ করিলেন, যে তাহার প্রভাবে বৈশ্বানরদেব মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং তত্রস্থ লোক সকল তদ্দর্শনে ভয়ে ব্যাকুল এবং তানসেন নিজে বিচেতন ও পরিশেষে গতায়ুঃ হইলেন। এই গল্পটী কতদূর সত্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। স্বর ও অনলের পরস্পর প্রাকৃতিক কোন সম্বন্ধ ইত দেখা যায় না, একতানমনে দীপক রাগের স্বরগ্রাম শুনিতে শুনিতে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া, শ্রোতৃবর্গে অনল দর্শন করিলেন এরূপ ভ্রম ঘটা, ও তানসেনের অত্যন্ত পরিশ্রম বশতঃ প্রাণ বিয়োগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। এই গল্প সম্বন্ধে আরও শুনিতে পাওয়া যায়, তানসেনের দুইটী কন্যা, পিতার বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুলচিত্তে মেঘরাগের আলাপ করিতে

করিতে পিতার নিকটে ধাবমানা হইয়াছিলেন, এবং অনল হইতে পিতৃজীবন রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া বর্ষার আহ্বান করাতে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি হয়, যে তত্রস্থ ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। এ স্থলে বিচার্য্য এই, যে কণ্ঠবিনির্গত বায়ুর সঞ্চালনে দূরস্থ মেঘ সকল আকৃষ্ট হইয়াছিল, কি সেই পিতৃ শোকে বিহ্বল অনাথা বালিকাদ্বয়ের খেদযুক্ত বিলাপ ধ্বনি তত্রস্থ লোক সমূহের নয়নমেঘ হইতে বারি আকর্ষণ করিয়াছিল ? এতদুভয় যুক্তির মধ্যে পাঠকদিগের যাহা অভিরুচি হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদিগের বক্তব্য এই মাত্র, যে রাগরাগিনীর প্রভাবে যদিও কোন বাহ্য অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করা অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু নানা প্রকার অদ্ভুত আন্তরিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

গীত, সঙ্গীত, ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, ধারু, খ্যাল, টপ্পা, টপখ্যাল, ঠুমরি, কহরবা, খেমটা, গজল, রেক্তা, কবাই, দাদরা, লটকা, কাহারবা, তেরেনা, ধুয়মাঠা, পরমাঠা, চৌরাষ্টক, স্বরগ্রাম, গরবা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, কাওয়াল, রাগমালা, নক্সগুল, ঢপ্পা, বিষ্ণুপদ, শক্তিস্তব, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, সপ্তমী, পাঞ্চালী, হোরি, সখীসম্বাদ, বিরহ, খেউড়, লহর প্রভৃতি বহু প্রণালী মতে গানের ব্যবহার থাকায়, বহুবিধ গায়কেরও সংখ্যা নির্দেশ আছে। সর্ব্বপ্রধান গায়ক নায়ক তদনন্তর গুণকার বা গুনী পরে কালওয়াৎ, কাওয়াল, আতাই, ঢাড়ি, উপাধ্যায়, গায়ক, গন্ধর্ব্ব, মাদ্দজী, বাণকার, কথক ইত্যাদি বহুতর গায়কাদি সংজ্ঞা আছে। কোন সময়ে দিল্লীর কোন সম্রাটের সভায় গোপাল ও বৈজু প্রভৃতি অষ্টজন নায়ক; সুরজ খাঁ, রমজু খাঁ প্রভৃতি দশজন গন্ধর্ব্ব; তানসেন, ভিমরায়, প্রভৃতি সাতজন গুণকার; লাল খাঁ, সুরতসেন প্রভৃতি চারিজন কালওয়াৎ এবং কাবাল ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধির বহুতর গায়কগণ বর্ত্তমান ছিলেন।

শাস্ত্রে গায়কদিগের বহুতর দোষ ও গুণ এবং মুদ্রাদি লক্ষণ বর্ণিত আছে। গায়কেরা সামান্যতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা— মুদ্রাদি ও অপর শাস্ত্রোক্ত দোষ রহিত এবং শাস্ত্রে ও যন্ত্রে নিপুণ, এমন গায়কের স্বর প্রকাশ মাত্রেই সর্ব্বজনের মনমোহন হয়, ও সেই গায়ক উত্তম বলিয়া বর্ণিত হয়। যে সকল গায়ক উত্তম গায়কের অর্দ্ধেক লক্ষণ ধারণ করেন তাঁহারা মধ্যম গায়ক পদে গণ্য হয়েন। আর যাহার স্বর অতি কর্কশ, মুদ্রাদি বহু-

দায় দোষ পূর্ণ, যন্ত্রে কিঞ্চিৎ তাল বোধ আছে, তাহারা অধম গায়ক নামে বিখ্যাত। তৎপরে রাগ তাল অনবগত, শাস্ত্র এবং যন্ত্র কদাপি স্পর্শ করে নাই, অথচ সভামধ্যে গান করিয়া থাকে, তাহারা অধমাধম গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

যাঁহারা নূতন নূতন রাগিণী রচনা করিতেন, তাঁহারা নায়ক নামে বাচ্য হইতেন। নায়কদের মধ্যে গোপাল সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর পূর্ব্বে যে কে কে নায়ক ছিলেন, তাহা আর এক্ষণে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। নায়ক গোপাল ১৩১০ সংবতে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইনি দক্ষিণ দেশবাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। ইহাঁর যত্ন ও আয়াসে সঙ্গীত প্রায় সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নায়ক গোপাল গাড়া, পূরবী, গৌরী, বসন্ত, টৌড়ী, গুণকেলী, বট্, দেশকার প্রভৃতি কতকগুলি রাগিণী প্রস্তুত করেন এবং ধারু ধ্রুপদেরও সৃষ্টি করিয়া যান।

নায়ক আমীর খসরুর খ্যাতিও ঐ সময়ে প্রচার হয়। ইনি সম্রাট্ গায়াস্ উদ্দীন তোগলকের সভাসদ্ ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে, যে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে আমীর খসরু বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, এবং নায়ক গোপালও সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদায় প্রদেশের গায়কদিগকে সংগীতবিদ্যায় জয় করিয়া সম্রাট্ আলাউদ্দীনের রাজসভায় উপস্থিত হন। তথায় আমীর খসরু কৌশল করিয়া নায়ক গোপালকে পরাজয় করেন। তাহাতেই খসরু সঙ্গীতবিদ্যায় সর্ব্বোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। নায়ক খসরু দ্বাদশ রাগিণীর সৃষ্টি করেন, যথা—মহিয়র বা মহির, সাজগিরী, ইয়ামন বা ইমন, ওসাক, দেওয়ালী বা ময়াফেক, গানম, জিলফ, ফরগনা, শরফরদা, বাজরীর, ফরদস্ত এবং সনম। ইনি সেতার যন্ত্রের অনেক উৎকর্ষসাধন করেন।

জোয়ানপুরে সুলতান হোসেনসির্কী নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি শ্যাম ও টৌড়ী বিস্তার করিয়া অনেক শাখায় বিভাগ করেন। এইরূপ সপ্তদশ রাগিণী তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। যথা- গৌরশ্যাম, সুহাশ্যাম, মেঘশ্যাম, গৌড় বা গম্ভীরশ্যাম, বসন্তশ্যাম, বরারীশ্যাম, মল্লারশ্যাম, ভূপালশ্যাম, সুঘরাইশ্যাম, আসাবারীশ্যাম, রামশ্যাম (রামকেলী আর শ্যাম), কানরশ্যাম, জয়পুরীটৌড়ী (মালশ্রী আরটৌড়ী), রামটৌড়ী, রসূলী বা রূপবতীটৌড়ী,

ফুলমতীটোড়ী এবং আসোয়ারী। মুলতানী ও হোসেনীকানড়া তৎ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। সুলতান হোসেনষিৰ্কী প্রথম খেয়ালের সৃষ্টি করেন।

নায়ক দুদিখাঁ ও দানো উভয়েই দিল্লীর সম্রাট আকবরের সমীপে থাকিতেন। ইহাঁদের কৃত গীত বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন ইহাঁদের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নায়ক বখ্শু গুজরাট রাজ-ধানীস্থ সম্রাট সুলতান বাহাদুরের নিকটে থাকিতেন। তিনি টোড়ী ও দেশকার মিশ্রিত করিয়া এক রাগিণী সৃষ্টি করেন, এবং সম্রাটের মান্যের নিমিত্ত তাহার বাহাদুরিটোড়ী নাম রাখেন। নায়কীকানড়া ও নায়কীকল্যাণ তাঁহার কৃত।

নায়ক গোপাল যে যে অংশে সংগীতশাস্ত্র অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়া যান, মিয়া তানসেন সেই অংশ সকল সম্পূর্ণ করেন। শুনা যায় যে ইনি, কাশী নিবাসী এক কথক ব্রাহ্মণের সন্তান, ইনি হরিদাস স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তানসেনের পিতা উত্তম গায়ক ছিলেন, কিন্তু তানসেন নিজে সংগীত বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকায়, এক দিবস পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন, ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নিবিড় অরণ্যে গমন পূর্ব্বক সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। সরস্বতী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিলে সেই মুহূর্ত্তে যাবতীয় রাগরাগিণী মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইল।

তানসেন সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ ছিলেন ও সম্রাট্ তাঁহার বিদ্যায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কথিত আছে, যে এক দিবস তানসেন দরবারিকানড়া রাগিণী প্রস্তুত করিয়া আকবরকে শুনাই-লেন, সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় হস্তের অষ্টাদশ লক্ষ টাকার বাজু পারিতোষিক দিয়া ঈষৎ অহংকারের সহিত বলিলেন, যে আমার মত দাতা আর কে আছে। ইহাতে তানসেনও দম্ভের সহিত উত্তর করিলেন, যে থাকিবার বিচিত্র কি, ইহাতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল্লী নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তানসেন নিরুপায় হইয়া বিমার রাজা রাজারামের আশ্রয় লইলেন। রাজা-রাম নিজে গায়ক ও সংগীতপ্রিয় ছিলেন ও তানসেনের গীত শ্রবণ করিয়া একপ মোহিত হইলেন, যে বিষয়কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া গীত

শ্রবণে ও তানসেনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এমন কি তানসেনকে আপন স্কন্ধে পর্য্যন্ত করিয়া লইয়া বেড়াইতেন। এদিকে তানসেনের বিরহে আকবর একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; কাযে কাযেই তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। আসিবার সময় রাজারাম তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাজু পারিতোষিক দিলেন। তানসেন রাজার নিকট বাধিত হইয়া বলিলেন, যে তোমাকে ভিন্ন এই অবধি আর কাহাকেও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সেলাম করিব না। আর সর্ব্ব প্রথমে আমি দেবতাদের নামে গীত করিতাম, পরে সম্রাট আকবরের নামে করিয়াছি, এই অবধি যত গীত প্রস্তুত করিব সমুদায় তোমারি নামে করিব। এই জন্যে আমরা ধ্রুপদে রাজারামের নাম এত শুনিতে পাই। এইক্ষণে কালওয়াতেরা যে সমুদায় গান গাইয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ তানসেনের কৃত। তিনি যে সমুদায় রাগিণী প্রস্তুত করেন, তাহাতে মিয়া শব্দ আছে, যথা-মিয়ামল্লার, মিয়াবেলায়ল।

তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ (কাহার মতে সুরতসেন) এই দুইটী তানসেনের পুত্র; আর চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁ তানসেনের দুইটী শিষ্য; ইহারাও কয়জনে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

সম্রাট আকবরের সময়ে কাশীতে একজন সুরদাস নামে গায়ক প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ১২৫০০০ পদাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বারোঁয়া রাগও তাঁহার সৃষ্ট।

গোয়ালিয়ারের রাজা রাজামান ১৫০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন। ইনি মালগুজ্জরী, বাহালগুজ্জরী ও মঙ্গলগুজ্জরী প্রস্তুত করেন।

তুলসীদাস চিত্রকূট সমীপবর্ত্তী হাজিপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর কিঞ্চিৎ বয়স হইলে, কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া, কাশী নগরীতে অবস্থিতি করেন; অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথদাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি গুরু সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন সমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন। তথা হইতে বারাণসীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৬৩১ সংবতে হিন্দি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি রাগরাগিণী যোগে সপ্তশত দোঁহা ও বহুতর ভক্তি ও নীতি বিষয়ক শ্লোক সম্বলিত রামগুণাবলী ও গীতাবলী, এবং বিনয়পত্রিকা রচনা করেন। তুলসীদাস জীব-

নের শেষে কাশীধামে বাস করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬৮০ সংবতে লোকান্তরিত হন।

প্রায় ১৫০ বৎসর হইল, মহম্মদসাহের রাজত্ব কালে, জানি খাঁ নামক জনৈক অযোধ্যাবাসীর ঔরসে গোলাম নুবী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর সোরী নামে এক পত্নী ছিল। আমরা যে সোরীর টপ্পা বলিয়া শুনিতে পাই, তাহা গোলাম-নুবী কৃত। গোলাম নুবী তৎসমুদায় প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পত্নীর নাম দিয়া প্রচার করেন। গোলাম নুবী ঠুংরী রাগ সৃষ্টি করেন।

ইহা ব্যতীত লাল খাঁ, মোল্লা আশহক, নেজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, সেখ পাঁচু, তাজ বাহাদুর, ফতে পুরের জান খাঁ, মিরজা আক্কেল, সেখ খেজর, চান্দ খাঁ, চন্দেখার, মিয়া দাউদ প্রভৃতি অনেকে সংগীতের বহুল অনু-শীলন ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয়নদের উত্তর তীরে কেঁদুলী নামক গ্রামে মহাকবি জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ কেঁদুলী গ্রামে, অদ্যাপি জয়দেবের স্মরণার্থে প্রতিবৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের একটী মেলা হইয়া থাকে। ১২০০ খৃষ্টাব্দীতে রাজা লক্ষণসেনের রাজত্বকালে জয়দেব প্রাদুর্ভূত হন। তিনি গীতগোবিন্দ নামক মহাকাব্য রচনা করেন। এই পুস্ত-কের অনেক স্থল সংগীতে পরিপূর্ণ। সংগীতগুলি বাঙ্গালা পয়ারের ন্যায় অন্ত্যযমক ও কোন কোন স্থলে মধ্য ও অন্ত্য যমক দৃষ্ট হয়। সংগীত-গুলি রাগতানলয় বিশুদ্ধ হওয়াতে তাহারা গীত হইলে সকলেই প্রীত ও পুলকিত হয়। সংগীত ভিন্ন গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে অনেক শ্লোক দৃষ্ট হয়। ঐ সকল শ্লোক বিবিধ ছন্দোবন্দে রচিত। জয়দেব কি সঙ্গীত কি শ্লোক উভয় স্থলেই শব্দযোজনার অদ্ভুত ক্ষমতা ও মনোহর বর্ণিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বৃন্দাবনদাস (বাঙ্গালার আদিকবি), চণ্ডীদাস, মুরারীদাস, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি, সনাতন গোস্বামী, রায় শেখর, হরু ঠাকুর, রায়বসু রাসু নৃসিংহ, নিতাই দাস, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, রূপরাম ঠাকুর, কীর্ত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসসাগর রঘু নন্দন গোস্বামী, রাধামোহন সেন, রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাসুরায় প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যখন সংগীতের চর্চা ছিল না, তখন দুই একটী করিয়া রাগিণী স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রকারেরা এই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া মার্জিত করিয়াছিলেন, ও যে দেশ হইতে যে রাগিণী নীত হইয়াছিল, সেই রাগিণীকে সেই দেশের নাম দিয়াছিলেন।

ঐরাবত, কলিঙ্গ, কাবেরী, কেদারা, কর্ণাটক, কোশল, কর্ণাট, গৌড়, জয়ন্তী, তৈলঙ্গী, দেবগিরী, বাঙ্গালী, বৃন্দাবনীসারঙ্গ, ভূপালী, মাড়োয়া, মালোয়া, মুলতানী, শ্যাম, সুরঠ, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটী রাগ রাগিণীর এক একটী দেশের নামে নামকরণ হইয়াছে; ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে এই সমুদায় রাগিণী ঐ ঐ দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

যে সময়ে ভারতবর্ষে সংগীত বিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সংগীতবিৎদিগের মতে নূতন রাগ সকল রচিত হইত। মুলতান রাগের নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয়, উক্ত রাগটী মুলতান নগরের প্রাচীন সংগীতবিৎদিগের সম্পত্তি। কখন রচয়িতার নামে রাগের উপাধি দেওয়া যাইত। সারঙ্গ রাগটী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শারঙ্গদেবের রচিত অনুভব হয়। কখন বা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা কোন রাগবিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঘীশ্বরী বা বাঘশ্রী রাগিণী, অনেকে বলিয়া থাকেন, মহা হিংস্র পশু ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে মোহিত করিতে পারে। বোধ হয়, কোন সময়ে মালকোশরাগের পরিবারের মধ্যে কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপকালে মৃগ সর্প এবং অপরাপর জন্তুদের ন্যায় ব্যাঘ্রও বশীভূত হইয়া থাকিবে; এবং সেই ঘটনা অবধি সেই রাগিণীটী বাঘশ্রী আখ্যা পাইয়াছে। শঙ্কর বিজয় এই রাগটী ভগবান শঙ্কর কর্তৃক সৃষ্ট। বোধ হয়, যখন তিনি ত্রিপুরাসুর পরাজয় ও বধ করিয়া আনন্দসহকারে প্রথম গান করিয়াছিলেন, তখনই ঐ রাগটী সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। যখন এম্বপ্রকার রীতি অনুসারে রাগরাগিণীর নামকরণের প্রথা ছিল, এবং যখন সংগীতবেত্তারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইবার লালসায় নূতন নূতন রাগরাগিণী রচনা করিতেন, তখন যে ক্রমশঃ রাগরাগিণীর বহু সংখ্যা হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি!

রাগরাগিণী আলাপচারি করিবার দিবা রাত্রির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। কতকগুলির আবার দিবা রাত্রির মধ্যে আলাপ করিবার উপযুক্ত বিশেষ বিশেষ সময় নাই; তাহাদিগের আলাপ ঋতু ও উৎসব বিশেষে

করিতে হয়। যেমন বসন্ত কালে বসন্ত ও সিন্ধু ভৈরবী, শরৎকালে আলেয়া, শ্রাবণ মাসে শায়ন, বর্ষাকালে মল্লার, চৈত্র মাসে গান করিবার মধু রাগিণী। হিন্দোল রাগ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও দোলযাত্রার সময় গান করিতে হয়। ঝুলনযাত্রার একটী সংস্কৃত নাম হিন্দোলযাত্রা, অপর নাম শয়নযাত্রা। হিন্দোল শব্দে দোলচৌকী বুঝায়। ঝুলনের সময়ে ভগবানের মূর্ত্তিকে হিন্দোল বা দোলচৌকীর উপর শয়ান করিয়া পূজা করিতে হয়। বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে আর্য্য পুরুষেরা হিংস্র পশ্বাদির ভয় এবং আর্দ্র মৃর্ত্তিকাস্থানজনিত পীড়াভয়প্রযুক্ত বৃক্ষশাখায় লম্বিত হইয়া শয়ন করিতেন। এই জন্যই ভগবানের হিন্দোলশয়নাসন কল্পিত হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের শুক্ল দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে। এইরূপ ষড় ঋতু, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি সময়ের বিশেষ বিশেষ রাগিণী আছে।

কোন কোন রাগিণী অন্য রাগিণীর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার মিশ্র রাগিণী উৎপন্ন হয়, যেমন লুম ঝিঁঝিট, খট-যোগীয়া, সুরঠ-মোল্লার ইত্যাদি। মিশ্র রাগিণী এইরূপ উৎপন্ন হইলেও ইহাদিগের মিশ্রণের নিয়ম আছে। যেমন বিভাস প্রাতঃকালের রাগিণী, ইহার সহিত যোগিয়া, ললিত প্রভৃতি তুল্য সময়ের ও প্রায় তুল্য সুরের রাগিণী মিলিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইমন, পুরবী ইত্যাদি বিপরীত সময়ের রাগিণী মিলিত হয় না।

পূর্ব্বতন স্বাধীন ভারতবর্ষে সঙ্গীত শাস্ত্র ক্রমে যেরূপ পরিণত হইয়া আসিতেছিল, সেইরূপ আর দুই সহস্র বৎসর কাল থাকিলে এখানে সঙ্গীতের উন্নতির আর অবধি থাকিত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন এই দেশ, বিদেশীয় জেতাদিগের শাসনাধীন হইয়া, স্বাধীনতা চ্যুত হইতে লাগিল, সেই অবধি সংগীতের চর্চ্চা ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। কবিতা, সংগীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রায় স্বাধীন দেশেই উন্নতিশীল হইয়া থাকে, কারণ যে রাজ্যে শান্তি ও শাসন প্রণালীর সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজমান থাকে, সেই স্থানেই মানুষে কল্পনা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি সকল সম্যক রূপে পরিচালনা করিতে পারে। এই জন্যই প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, ভারতবর্ষে এবং ইটালিতে এত সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে অস্মদ্দেশের সংগীত অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। তাহাদের নিজের সংগীত ছিল না, এই জন্য তাহারা আমাদের সংগীতকেই নিজ মতের অনুগত করিয়া লয়। তাহারা যে, বার মোকাম, চব্বিশ শুবা

ও আটচল্লিশ সুবা স্থির করিয়াছে, তাহাও আমাদের সংগীতের অনুকরণ মাত্র। তোপ্পেল হিন্দ নামক পারস্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যে বার মাসে গান করিতে হইবে বলিয়া উক্ত বারটী মোকামের সৃষ্টি হইয়াছে। দিবা এবং রাত্রিতে গান করিবার জন্য, প্রত্যেক মাসের অনুগত মোকামের দুই দুইটী ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইঁহাদিগকে গুস্যা কহে। তাহাদিগের মতে চারি ঋতু প্রচলিত থাকায়, চারি ঋতুর অন্তর্গত এক এক ঋতুতে বার মোকামের অনুসারী করিয়া গান করিবার জন্য, আর চারিটী করিয়া আটচল্লিশটী সুবা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বার মোকামের নাম, যথা-রিহাবি, হোসেনী, রাষ্ট, হিজাজ্, বুজুগু, কোষাক, ইরাখ্, ইস্‌ফাহান্, নুবা, ওসাখ্, জঙ্গুলা, বোসুলিখ। অথবা মোহিয়র, শাজগিরী, ইমন, উসাখ্, দেওয়ালী, গানম, জিলফ, ফরগণা, সরফর্দ্দা, বাস্তুরীর, ফোরদস্ত, সনমূ।

চব্বিশটী সুবার নাম, যথা-নুরুজ্জিআজম, নুরজ্জিআরব ভুগা, মোহিয়র, মটরফী, পঞ্জুগা, সিগা, হিসার, হুমাইউন্, নুক্সট, শ্বথব, টাইয়টী, মোকালেফ, মঘলুব, টবরেজ, নব্বাপুরক, নউরুজ্জিখারা, মহওয়র, জাবী, আওজ, চাহাগা, খিজল, উসীরাণ, সুবা।

আটচল্লিশটী গুস্যার মধ্যে যে কয়েটীর নাম প্রচলিত অছে তাহাদের নাম, যথা-বাহারীগসাথ, গরীব, সুয়ারা, ঘনজুদা, নেবাথক্রক, সরফরাজ, বাস্তানেগার,-নবাতেকুদ্দানীয়া, বিয়াবন্দক, সুফা, দেলবর, আওজকামাল, নেগার, বিসাল, শোরী, টরবজেজ, বহরীকামাল, বহরীআসর্ম্মা, এস্তেদাল, গোলস্তান, সুরীয়ব, হাওরান্, জুমালী, রুআফজা, হাএরাথ, মোয়াতেদেল, মুয়ানুবী, পহলুভি।

ভারতবর্ষীয় সংগীতবিদেরা স্ব স্ব গ্রন্থে পরস্পরের মতে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দর্শনে আধুনিক (ওস্তাদ) সংগীত ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের সংগীত ক্রমশঃ অবনতিই প্রাপ্ত হইতেছে। অপর, প্রাচীন কালে তাল লয় সমেত সংগীতের সুর লিপিবদ্ধ করিবার কোন পরিণত সংগীতাক্ষরের ব্যবহার ছিল না, সুতরাং আবহমান কালের সাংগীতিক রচনা সকল, অর্থাৎ গীতাদির স্বরবিন্যাস প্রভৃতি কালের অতলস্পর্শ গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে সংগীত লিখনের যে কোন প্রথাই প্রচলিত ছিল না, বাস্তবিক তাহা

নহে। সংগীত লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে যে তাহার উন্নতি করা, কিম্বা তাহা সহজে শিক্ষা করা দুষ্কর, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নিমিত্ত তাঁহারা একজাতীয় সঙ্কেতাক্ষরের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন সংগীত গ্রন্থে সংগীতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর বিশেষের কম্পান বা হ্রস্ব দীর্ঘ করা, তাল বা মাত্রা প্রভৃতিজ্ঞাপক চক্রচিহ্ন ও রেখা ও গবাক্ষাকৃতি চিহ্ন, এবং বিশ্রাম কাল নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য পদ্ম-চিহ্ন প্রভৃতি নানা জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল চিহ্ন অবলম্বন করিয়া গীত সকল রাগরাগিণী বিশেষে লিপিবদ্ধ করা সহজেই হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ বোইথিয়স বলেন, গ্রীক জাতীয় বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ মহামহো-পাধ্যায় পিথাগোরস, ইউরোপ খণ্ডে স্বর লেখার পদ্ধতি প্রথম সংস্থাপিত করেন। তৎকালে সুরের নামগুলি গ্রীক বর্ণ দ্বারা লিখিত হইত। পরে রোমকেরা গ্রীস দেশ জয় করিয়া, তদ্দেশের শিল্পবিদ্যাদির অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। ইহাদের রাজত্বকালে পোপ গ্রেগরী খৃীঃ সপ্ত শতাব্দীর প্রা-রম্ভে স্বর লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি অনেক সংস্কার করেন। এবং খৃীঃ দশ শতা-ব্দীর সময়ে গুজ নামে জনৈক রোমীয় মঙ্ক দ্বারা রেখা ব্যবহার পদ্ধতি প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎকালে ৮ বা ৯টী মাত্র রেখা ব্যবহৃত হইত। এবং আমাদিগের ন্যায় তিন সপ্তক মাত্র ব্যবহার ছিল। খাদ সুরের আবশ্যক হইলে বৃহদাক্ষর দ্বারা লেখা হইত, ও উচ্চ স্বর ক্ষুদ্র জাতীয় অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশিত হইত। সেই অবধি ক্রমশঃ ইউরোপখণ্ডে সুর লেখার পদ্ধতি অনেক পরিবর্ত্তীত হইয়া আসিতেছে, এবং স্বর লিপির যাহা কিছু অসম্পূর্ণ ছিল, গিডো নামক একজন মঙ্ক একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যান। তিনিই রেখার পদ্ধতি ও মধ্যভাগে বিন্দু দ্বারা স্বর লেখার পদ্ধতি সৃষ্টি করেন।

এক্ষণে পিথাগোরস স্বর লেখার আদর্শটী কোন্ জাতি ও কোন্ দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এইটী মীমাংসা করিতে এই যুক্তিই উপস্থিত হয়, যে জ্যোতিষ, ত্রিকোণমিতি, ন্যায় ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল যখন তিনি ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়া স্বদেশে সংস্থাপন করেন, তখন সংগীত শিক্ষা ও স্বর লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালীও তথা হইতে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়াছেন। অপর, আমরা যেমন রাগে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী ব্যবহার করি, গ্রীকেরাও তেমনি আমাদের ন্যায় হোমফোনিয়া এবং পার-

ফোনিয়া ব্যবহার করিতেন; এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন সংগীতকে কাণ্ঠিক, যান্ত্রিক ও আঙ্গিক তিন ভাগে বিভক্ত করেন, তেমনি গ্রীসীয়দেরও সংগীত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষে যেমন ষড়জাদি সপ্ত স্বর ও তাহার ব্যঞ্জক সা, ঋ, গ ইত্যাদি সাতটী আদি বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিয়া স্বরলিপি করার ব্যবহার ছিল; গ্রীসীয়েরা বর্ণের দ্বারা স্বর লিখিত। অতএব, আমাদের ও গ্রীসীয়দিগের সংগীত শাস্ত্র ও স্বরলিপি পদ্ধতির ঐক্য থাকাতে প্রতীতি হইতেছে, যে তাহারা যেমন অন্যান্য শাস্ত্র এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংগীত শাস্ত্রও সেই রূপ এখান হইতে লন তাহার সন্দেহ নাই। স্বরলিখন প্রণালী এদেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, আক্ষেপের বিষয় এই, যে হিন্দু আধিপত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পূর্ব্ব ধন সকলই অন্ধকার কুপে পতিত হইয়াছে, এবং তৎসমুদায় উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহা যে কখন ছিল এ কথা অনেকে বিশ্বাসও করে না।

যবন অধিকার কালে অস্মদ্দেশের কতকগুলি সংগীত গ্রন্থের লোপ ও তৎসঙ্গে স্বর লেখার চিহ্ন কতকগুলিও বিলুপ্ত হয়। যে কয়েক খানিগ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। অধিক কি, প্রকৃত ভারত সংগীত এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। অধুনা সাধারণের সংগীত শিক্ষার নিমিত্ত কোন রাজকীয় পাঠশালা নাই, রাজকোষ হইতে তন্নিমিত্ত কিছু মাত্র সাহায্য প্রদান করা হয় না। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যাও অল্প, এবং শিক্ষাদিবারও সুপ্রণালী নাই। সুতরাং, সংগীত যে পূর্ব্বশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া বিকৃত ওদূষিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? ভারতের স্বাধীনতা যে পথে গমন করিয়াছে, সংগীত বিদ্যাও সেইপথগামিনী হইয়াছে। স্বরলিপি পদ্ধতি নাথাকাতে সংগীত ব্যবসায়ী (ওস্তাদ) দিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, ও তন্নিবন্ধন বিবাদ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে কোন কালে ও কোন রূপে তাহার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষে বাদ্য সম্পর্কীয় যত প্রকার যন্ত্র প্রকাশ আছে, তাহার চারিটী সংজ্ঞা, যথা—আনদ্ধ, শুষির, ঘন, তত। চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্রসকলের আনদ্ধ সংজ্ঞা; শিঙ্গা, শঙ্খ, মুরলী প্রভৃতি যন্ত্রের নাম শুষির; মন্দিরা, করতাল, ঘণ্টাদি যন্ত্র সমূহের ঘন সংজ্ঞা; আর বীণা, রবাব, তাম্বুরাদি তার যন্ত্র সকলের সংজ্ঞা তত। তত যন্ত্র দুই প্রকার। যে সকল যন্ত্র ছড়ের দ্বারা বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনু যন্ত্র কহে; এবং যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলি দ্বারা বাদিত হয়, তাহাদিগকে অঙ্গুলিত্রতত

যন্ত্র কহে। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ যন্ত্র প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, কোন্ কোন্ মাহাত্মা তাহাদের প্রকাশ করেন, এবং কি ঘটনাক্রমে তাহাদের প্রকাশ হয়, তৎ সমুদায় বর্ণন করা দুঃসাধ্য। পুরাতন বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে বীণা ও বংশী শ্রেষ্ঠরূপে গণনা করা হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রাচীন তাহা এইক্ষণে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। পুরাণ-অগ্রগণ্য ভারতে উভয়েরই নাম উল্লেখ আছে। এতৎসম্বন্ধে ভারতের বর্ণনা এই, যে সমুদ্র মন্থনে যে আশ্চর্য্য বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অংশ মুরলীরূপে শ্রীকৃষ্ণের করে শোভিত হইয়াছিল; আর দেবর্ষি নারদ যিনি পরম ভাগবতদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন; যিনি জ্ঞানযোগে ও তপোবলে পরম পবিত্র পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন; তিনি সংগীত ভগবত উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ জানিয়া, জগন্মাতা বাগ্‌দেবীর করকমলস্থিতা বীণাযন্ত্রের অনুরূপ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। শিঙ্গা,ডমরু, দুন্দুবী, পিনাক প্রভৃতি অপরাপর বাদ্যযন্ত্র সকল, যাহাদের নাম পুরাণে শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন্ সময়ে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত।

বীণা আমাদিগের অতি প্রাচীন যন্ত্র। ভগবান নারদ এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি করেন। এই যন্ত্রটী তাঁহার ও স্বরস্বতীর অতি প্রিয় যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বীণা নানা প্রকার, শ্রুতিবীণা, রুদ্রবীণা, ব্রহ্মবীণা, সারস্বতবীণা, কচ্ছপীবীণা। শ্রুতিবীণা এক তুম্বী বা দুই তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক তুম্বী বিশিষ্ট যে শ্রুতিবীণা, তাহাকে আলাপিনীবীণা কহে। আলাপিনীবীণা তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব কর্তৃক সৃষ্ট হয় বলিয়া, ঐ যন্ত্রের অপর একটী নাম তাম্বুরা। সংগীতে সুর ভঙ্গ না হয়, এই জন্য তাম্বুরা অতি প্রয়োজনীয়। স্বরবীণা নানাবিধ, একটী তার বিশিষ্ট যে স্বরবীণা তাহাকে একতন্ত্রী বীণা কহে। দুই তার বিশিষ্ট যে স্বরবীণা তাহাকে দ্বিতন্ত্রীবীণা কহে। তিনটী তার বিশিষ্ট যে স্বরবীণা তাহাকে ত্রিতন্ত্রীবীণা কহে। ত্রিতন্ত্রী বীণাকে পারস্য ভাষায় সেতারা কহে। খৃষ্টীয় শকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যৎকালে পাঠান বংশের দ্বিতীয় সম্রাট আলাউদ্দীন দিল্লিতে রাজত্ব করেন, তৎকালে তিনি পারস্য দেশ হইতে আমীর খস্‌রু নামক যে অসাধারণ সঙ্গীতবিৎকে আনাইয়া আপন সভায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন; তিনি ত্রিতন্ত্রী নাম পরিবর্তন করিয়া উক্ত পারসিক নাম প্রদান করেন। পারস্য ভাষায় "ত্রি" শব্দকে

"সে" কহে, সেই জন্য আমির খসরু, ত্রিতন্ত্রী, তিনতন্ত্র বিশিষ্ট বলিয়া, তাহার সেতারা নাম প্রচলিত করেন। অদ্যাবধি সেই নাম ব্যবহৃত হইতেছে। সাত তার যুক্ত যে বীণা তাহাকে পরিবাদিনী কহে। তুম্বীর উদরের দিকে খণ্ড করিয়া যে বীণা নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কচ্ছপী বীণা কহে। কচ্ছপী বীণাকে এইক্ষণে কচুয়া সেতার বলিয়া থাকে। বীণাযন্ত্র কত প্রাচীন তাহা স্থির করা যায় না, যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল তাহাতেও বীণার প্রসঙ্গ আছে। লাইয়ার, হার্প, গিটার প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র ইউরোপে প্রচলিত আছে, তাহা বীণা যন্ত্রের আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে। ত্রিতন্ত্রীবীণা গ্রীশদেশে লায়র নামে প্রচলিত। লায়র যন্ত্রতেও তিনটী তার আরদ্ধ থাকিত।

বেয়ালাকে ইংরাজীতে ভায়লিন ও ইটালিয়নেরা ভিয়ালো কহে। ভিয়ালো শব্দ অপভ্রংশে অস্মদ্দেশে বেয়ালা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বেয়ালা অতি চমৎকার যন্ত্র। ইহা যেমন লঘু তেমনি ইহার ধ্বনি উচ্চ ও মিষ্ট। অনেকের এমন সংস্কার আছে, যে এই যন্ত্রটী আমাদের দেশীয় যন্ত্র নহে, পোর্ত্তুগিজেরাই ইহাকে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করে, বস্তুত তাহা নহে। এই যন্ত্রটী এদেশীয় সারঙ্গী যন্ত্রের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা গ্রন্থকার কহেন, যে ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ব্বে বেয়ালাকে সারঙ্গী বলিয়া ব্যবহার করিতেন। ভায়লিন ও সারঙ্গীতে অবয়বের কিঞ্চিৎ ভেদ মাত্র, উহা সারঙ্গীর রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কতকগুলি যন্ত্র এক স্বরগ্রামের স্বরসংযোগে বাজনকে সমবেতবাদন কহে। আকড়াই বাদ্য, নওবৎ ও রোশনচৌকী প্রভৃতি কতকগুলি সমবেত বাদ্য এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। আখরাই বাদ্য, নিধুবাবু ও রসিক গোস্বামী রাজা রাজকৃষ্ণের সাহায্যে প্রস্তুত করেন। আখরাই বাদ্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা-ঢোল, ফ্লুট, হারমনিয়ন, মন্দিরা, বেয়ালা ইত্যাদি। "আলেকজাণ্ডার বাদসা নওবৎ সৃষ্টি করেন। পশ্চিম রাজ্যে নওবতে নিম্ন লিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা-নাগড়া৪, কাড়া২, টিকারা১, রণশৃঙ্গ১, করতাল২, সানাই২, নুই২, আলগোজা২, রোসনচৌকি১, কলম২, বাঁশী২। সমবেত বাদন ব্যতীত অধুনা এক নূতন ঐকতানবাদন প্রণালী প্রচলিত

একতানে বাদিত হইয়া থাকে। প্রায় দ্বাদশবৎসর হইল, সুবিজ্ঞ ও সংগীত-প্রিয় শ্রীযুত রাজা যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মহাশয়, অনেক ইংরাজী নাট্যাভিনয় ও বাদনপ্রণালী দেখিয়া শুনিয়া, সংগীত বিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে "কনসার্ট" বাদ্যকে বাঙ্গালা প্রণালীতে প্রথম প্রচলিত করেন, এবং সেই সময়ে উক্ত মহাত্মা একটী গৎও প্রস্তুত করেন। এই অভিনব ঐকতানবাদন প্রণালী পাইকপাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহাশয়ের বেলগেছিয়া উদ্যানে, রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কালে, প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। অনন্তর, রাজা যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর নিজ ভবনে বঙ্গনাট্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক, বহু আয়াস ও যত্ন সহকারে, উক্ত ঐকতানবাদনপ্রণালীর অনেক শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন। এই বাদ্যে সচরাচর দুই খানি বেয়ালা, দুইখানি টিনর, দুইটী ফ্লুট, একটী ভায়লিনসেলো, একটী ক্লারিয়নেট, একটী ডবল্ বাস, মৃদঙ্গ, ও একযোড়া করতাল বা খরতাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশে যাহারা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত অথবা মেরামত করে, তাহারা সকলে মূর্খ, এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অপিচ, তাহারা যন্ত্রের অংশ সকলের পরিমাণ ও কিরূপে তৎসমুদায়ের সামঞ্জস্য করিতে হয়, এবং কি উপাদানেই তাহা প্রস্তুত করিলে ভালহয়, তাহা জানে না; এবং এক প্রকার সামগ্রীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার সামগ্রী প্রয়োগ করা হইলে প্রয়োজন অথবা উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে কি না তাহা, বোধহয়, তাহারা অবগত নহে, এবং সেরূপ প্রয়োগ করিতে কখন চেষ্টাও করে না। বরং সুলভে সারিবার চেষ্টায় অনেক যন্ত্র একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। অনেকেই দেখিয়াছেন, যে কত সঙ্গীত সমাজে বেয়ালা কিম্বা তাম্বুরার কাণ যথাস্থানে থাকেনা বলিয়া কত সময় নষ্ট হয়, এবং কত অসুখ হয়। কিন্তু শিল্প ও সংগীতবিৎলোকে যদি এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তবে এ অসুবিধা নিবারণ এবং অন্যথা যন্ত্রগুলির উন্নতি সাধন হইতে পারে।

শাস্ত্রে উল্লেখআছে, যে সকল বেদের সার সংকলিত হইয়া নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হয়; তাহার বিবরণ এই, যে ঋগ্বেদেরসার গৃহিত হইয়া গানের সৃষ্টহয়; সামবেদের সারাকৃষ্ট হইয়া শ্লোকের সৃষ্টহয়; যজুর্ব্বেদের সার সংকলিত হইয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালনের নিয়ম হয়; এবং অথর্ব্ববেদের সার লইয়া সকল রসের উৎপত্তি হয়। এই রূপ সকল বেদের সারেতে নাট্যবেদ সৃষ্ট হয়।

নৃত্যবিদ্যা দুইপ্রকার,লাস্য ও তাণ্ডব। স্ত্রীলোকদিগের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য, এবং পুরুষদিগের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব। নৃত্য দর্শনে মনুষ্য মাত্রেই সন্তুষ্ট হয়।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বদা বিহ্বল হইয়া তাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধ অঘোর নৃত্যে কালযাপন করেন। বিষ্ণুও নর্ত্তনে বিমুখ নহেন। অপর দেবতাদিগেরও নৃত্য করার কথা উল্লেখ আছে। মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রচীন হিন্দু রাজারা অনেকে নৃত্য শিক্ষা করিতেন। মহাভারতে দৃষ্ট হইতেছে, বিরাট রাজার কন্যা, অর্জ্জুনের নিকট নৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন, পাণ্ডব রমণীগণের নৃত্যশিক্ষক ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্য নিজের, পরিজনের ও বন্ধুবর্গের আনন্দার্থে প্রয়োজনীয় না হইলে কেহই শিক্ষা করিত না। অপর, হিন্দুদিগের মধ্যে ধীর, পণ্ডিত, প্রৌঢ় মনুষ্যেরাও ভক্তিরসে অতিশয় বিমুগ্ধ হইলে নৃত্য করিতে বিমুখ হন না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ; তদ্দৃষ্টে সকলকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে মনোমধ্যে অত্যন্ত আনন্দের আবির্ভাব হইলে সকলে নৃত্য করিয়া থাকে।

এইক্ষণে অস্মদ্দেশে যে প্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে, ইহা অতি আধুনিক; বস্তুত পূর্ব্বকালে এ প্রকার নৃত্যপদ্ধতি আমাদের দেশে ব্যবহার ছিল না। তৎকালে, যুদ্ধ ও উৎসব ইত্যাদি ক্রিয়ার সময়, অদূষণীয় আঙ্গিক ক্রিয়াদির দ্বারা যে উল্লাস প্রকাশিত হইত তাহারই নাম নৃত্য। অধুনা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকদিগের আমোদ ও তৃপ্তিবর্দ্ধনার্থ, অর্থলোভী ব্যক্তিরা নৃত্যকে একবারে একটী ইন্দ্রিয়সুখকর বিশেষ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। নৃত্য চিরকালই গীত ও বাদ্যের সহযোগী। কালক্রমে গীতাদি, ভক্তিরস হইতে আদিরস-প্রধান প্রেমরসে পরিণত হওয়াতে, নৃত্যের ভাব ভঙ্গি সকলও আদিরসাত্মক সংগীতের পথানুযায়ী হইয়াছে। নৃত্য প্রণালীটী অতিশয় ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং ইহাদ্বারা বিজ্ঞদর্শকবৃন্দের যে চিত্তবৈরক্তি জন্মিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি। কিন্তু যদ্যপি কেহ আমাদের আধুনিক নৃত্য প্রণালীর সারাংশ গ্রহন করিয়া কতক কতক পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কাল ক্রমে ইহা বিশেষ শ্রীধারণ করিতে পারে।

নৃত্য মনুষ্য মাত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। দুঃখ জ্ঞাপনার্থে ক্রন্দন যে প্রকার মনুষ্য মাত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়, অত্যন্ত আহ্লাদ

কি পদ সঞ্চালন, কি মুহুর্মুহু ঘূরণে কি প্রকারে আনন্দ উদ্ভূত হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু সেই পদসঞ্চালনাদি যে আনন্দের চিহ্ন ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অল্পবয়স্ক শিশু, আনন্দ লাভ করিলেই, স্মিত মুখে উত্থান করিয়া নৃত্য দ্বারা তাহার আনন্দের আধিক্য বিজ্ঞাপন করে। নৃত্য যে আনন্দের চিহ্ন তাহা কেহই তাহাকে জ্ঞাত করে নাই, অথচ তাহার মনে আনন্দ ও নৃত্যের নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায়। মনুষ্যের আদিম রূঢ় অবস্থায় তরুণ ও প্রৌঢ় স্ত্রীপুরুষে আনন্দোৎসবে সর্ব্বদা নৃত্য করে। যে অঙ্গ ভঙ্গিতে কর্ত্তা ও দর্শক উভয়ের আনন্দের অনুভব হয়, তাহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব, ইহাকে একবারে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সত্যবটে, দেশাচারে ভারতবর্ষে ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে নৃত্য বিহিত নহে; কিন্তু যে নিষেধের প্রকৃত কারণ দেখা যায় না, এবং যাহার অবহেলায় অনুপকার হইতে পারে, তাহা কোন প্রকারে মান্য হইতে পারে না।

নৃত্য স্বভাবসিদ্ধ হওয়াতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নৃত্য দেখিতে বাসনা করেন, এবং দেখিয়াও থাকেন এইক্ষণে বাঙ্গালীরা সেই নৃত্য দুশ্চরিত্রা বেশ্যাদ্বারা নিষ্পন্ন করাইয়া থাকেন। ঐ নর্ত্তকীদিগকে গৃহে আগমন করিতে ও ভদ্র মহিলাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিতে দেওয়া, দূষণাবহ ও তাহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভদ্রদিগকে আপনা আপনি নৃত্য করা উচিত। এই নৃত্য আনন্দের পরিবর্দ্ধক, স্বাস্থ্যের পোষক, বলের উত্তেজক এবং হৃদ্যতার সংসাধক। অতএব, তাহা বঙ্গীয় সমাজে প্রচারিত হইলে অবশ্য উপকার হইবে।

আমাদিগের দেশে সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষাদিবার উপযোগী পুস্তক অতি বিরল। পাথরিয়া ঘাটা ঠাকুর বংশীয়দের প্রযত্নে যে কয়েক খানি সংগীতগ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর যত সংগীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী এবং তাহাদের উপরাগ ও উপরাগিণীদিগের কাল্পনিক আকৃতি ও সম্বন্ধ নির্ণয় এবং অন্যান্য মিথ্যা আড়ম্বরই অধিক। কেবল সংগীত তরঙ্গ খানিতে সুরের উৎপত্তি এবং নিঃসরণের স্থান ও নিয়ম দর্শিত হইয়াছে। বোধ করি আমাদিগের সঙ্গীতের যে রূপ চমৎ-কারিতা ও মাধুর্য্য, সুরের যতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনীয়তা, বিবিধ যন্ত্রের ও

গলার সুরের পরস্পর যেমন সৌসাদৃশ্য, এবং তৌর্য্যত্রিকের যেরূপ লয়ের রক্ষণীয়তা এমনটী আর অন্য কোন দেশীয় সঙ্গীতাদিতে নাই। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়, যে এরূপ আনন্দবর্দ্ধক বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি না হইয়া বরং লোপ হইতেছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলই এই বিদ্যার আকর স্থান, এবং ঐ অঞ্চলের লোকেই অধিকাংশ এই বিদ্যাব্যবসায় জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই লিখন পঠনে অপটু, এবং সদ্বিদ্যার রসাস্বাদনে বিমুখ। এই কারণেই তাঁহারা সঙ্গীত বিদ্যাকে খল বিদ্যা করিয়া রাখিয়াছেন; ছাত্রেরা পাছে শিক্ষক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ হন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে উত্তম রূপ শিক্ষা দেন না; শিক্ষাপ্রণালীর যে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা করিবেন তাঁহাদের এমন ক্ষমতাও নাই, এমন বাসনাও নাই। ছাত্র পরম্পরায় এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেই কারণে ইদানী গুণী ব্যক্তি দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

সংগীত শিক্ষা সহজ করাই এগ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থাভাবে সংগীত ব্যবসায়ী মহাশয়দের খোসামোদ করিয়া সংগীত শিক্ষা করা যে কতদূর ক্লেশকর তাহা কাহারও অবিদিত নাই। একে সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ অতি বিরল, তাহাতে আবার ওস্তাদ অর্থাৎ সংগীত ব্যবসায়ীরা সরল মনে শিক্ষা দেন না; সুতরাং, হিন্দুসংগীত শিক্ষা করা অন্যান্য কঠিনতর শাস্ত্র শিক্ষা করা অপেক্ষাও দুরূহতর হইয়াছে। এইহেতু, যাহাদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ আছে, তাঁহারা ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া সংগীত শিক্ষার দিক্ দিয়া যান না। কিন্তু সংগীত যে একটী চিত্তোন্মত্তকর পরম মোহিনী বিদ্যা, তাহা অস্মদ্দেশের সকলেই স্বীকার করেন। অতএব, এরূপ বিদ্যা যাহাতে সহজে উপার্জ্জন হয়, তাহার সদুপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হওয়া ব্যর্থশ্রম নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপে এমন বিদ্যালয় নাই যে স্থলে ছাত্রেরা বিশেষ সংগীত শিক্ষা না পায়। এবং ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সংগীতের ছাত্রবৃত্তি ও উপাধি প্রদানের নিয়ম পর্য্যন্তও আছে। ইহাতে ইউরোপে সংগীত চর্চ্চার যে কতদূর উৎসাহ তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। বঙ্গদেশেও ঐ রূপ বিদ্যালয়াদিতে সংগীত শিক্ষার নিয়ম না করিলে, এতদ্দেশে রীতিমত সংগীত চর্চ্চা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আহা! আমাদের মাতৃ ভূমি ভারতবর্ষে কবে সেই শুভদিনের উদয় হইবে,

যখন প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রেই সংগীত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার উপায় হইবে, বিশুদ্ধ সংগীত শিক্ষা করা সভ্য মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া, বালক বালিকারা পঠদ্দশায় সাহিত্য কাব্য গণিত দর্শনাদির আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সংগীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

সংগীতরত্নাকর।

—— : ——

প্রথমপরিচ্ছেদ।

সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার সাংকেতিক চিহ্নাবলীর ব্যাখ্যা।

সুরবিষয়ক।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সংজ্ঞা —	ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
সঙ্কেত —	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

১ কোমল সুর। কোন সুরের উপরে এই ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিলে তাহাকে কোমল বলিয়া জানিতে হয়।

১০ অতি কোমল সুর জ্ঞাপনার্থে এই চিহ্ন প্রদত্ত হয়।

৭ কড়ি সুর। যে সুরের মস্তকে এই পতাকা চিহ্ন প্রদত্ত হয়, তাহাকে তীব্র অর্থাৎ কড়ি বলিয়া জানিতে হইবে।

৭০ অতি তীব্র জ্ঞাপনার্থে এই রূপ চিহ্ন প্রদত্ত হয়।

গ্রাম বিষয়ক।

অস্মদ্দেশে তিন সপ্তক প্রচলিত আছে, যথা—উদারা, মুদারা, এবং তারা। সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী সুর একত্রে থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়। তিনটী সপ্তক জ্ঞাপনার্থে তিনটী রেখা নির্দ্দিষ্ট হয়।

তা
মু
উ

এই রেখাত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বোপরি রেখা যাহার প্রথমে "তা" লেখা আছে, ঐ রেখাটীকে তারার সপ্তক, অর্থাৎ উচ্চ গ্রাম বলিয়া জানিতে হইবে। মধ্যস্থিত রেখাটী মুদারা অর্থাৎ মধ্যগ্রামের সপ্তক সেই জন্য উহার অগ্রে "মু" প্রদত্ত হয়। আর সকলের নিম্নের রেখাটী উদারা অর্থাৎ নিম্নগ্রামের সপ্তক বলিয়া ঐ রেখার অগ্রে "উ" প্রদত্ত হয়।

তাল বিষয়ক।

১ বিষম অর্থাৎ প্রথম তালজ্ঞাপক চিহ্ন।

+ দ্বিতীয় তাল অর্থাৎ সমের এইরূপ পতাক চিহ্ন।

৩ অতীত অর্থাৎ তৃতীয় তালজ্ঞাপক চিহ্ন।

• ৪র্থ তাল অর্থাৎ অনাঘাত বা ফাকের এই বিন্দু চিহ্ন।

মাত্রা বিষয়ক।

। এই প্রকার দণ্ড চিহ্নকে কালনিরূপক মাত্রা চিহ্ন কহে। যে যে সুর বা বোলের উপরে এইরূপ একটী দণ্ড চিহ্ন থাকিবে, সেগুলি সমুদায় একটী মাত্র কালের মধ্যে নিঃশেষিত হইবে। একটী হ্রস্ব স্বর, অর্থাৎ এক, কিম্বা দুই, বা তিন, বা চারি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময়টী এক মাত্রা পরিমিত কাল। এই মাত্রা বা কাল যে পরিমাণে দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইবে, সেই পরিমাণে সুর ও বোল সকলের স্থায়িত্বও হ্রস্ব দীর্ঘ হইবে। যে স্থানে দুইটী দণ্ড থাকিবে, সেই খানে দুইমাত্র কাল লইতে হইবে; আর তদতিরিক্ত দণ্ড থাকিলে তদতিরিক্ত কাল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৺ এই রূপ অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন, অর্দ্ধমাত্র কাল জ্ঞাপণের চিহ্ন।

। যেখানে দণ্ড চিহ্নের উপরে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন থাকিবে, সেইখানে সার্দ্ধৈকমাত্র কাল লইতে হইবে।

× এই ডমরু চিহ্নকে অণু মাত্র চিহ্ন কহে।

যদি একটী সুরের উপরে মাত্রা চিহ্ন প্রদত্ত হয়, আর ঐ সুরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপরে মাত্রা না থাকে, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ব স্বরের উপলক্ষিত একমাত্র কাল মধ্যে সমুদায় নির্মাত্র স্বরগুলিকে সমভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

ছেদবিষয়ক।

, এই প্রকার চিহ্নকে তালচ্ছেদ অর্থাৎ পদবিভাগ চিহ্ন বলে।

গীতাদির মধ্যে ক্ষণিক বাদ্যনাদির নিবৃত্তি অর্থাৎ বিশ্রামকে বিরাম কহে।

; এই রূপ চিহ্ন অল্প বিরামের চিহ্ন।

. এই রূপ চিহ্ন পূর্ণ বিরামের চিহ্ন।

— এই চিহ্ন আবহমানতার চিহ্ন। আবহমানতার চিহ্ন সুরের মধ্যে প্রদত্ত হইবে।

ঃঃ প্রতি গতের শেষে এই রূপ চিহ্ন প্রদত্ত হয়; ইহার দ্বারা গতের সম্পূর্ণতা বুঝায়।

আবৃত্তি বিষয়ক।

{ } যেপদ এই চিহ্নের মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহাকে পুনরাবৃত্তি করিতেহইবে।

( ) এই চিহ্নের মধ্যস্থিত কলিকে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

অলঙ্কার বিষয়ক।

— এই রূপ চিহ্নকে আশ কহে। ইহা যে বোল বা সুরের নীচে থাকিবে তাহাকে এক আঘাতে ধ্বনিত বা উচ্চারিত করা উচিত।

~~~ এই চিহ্নকে মূর্চ্ছনা কহে। ইহা যে সুরগুলির নীচে থাকে, তাহার প্রথম সুরের পর্দ্দা দৃঢ় রূপে চাপিয়া, তাহার পরের একসুর কিম্বা ক্রমান্বয়ে দুই তিন সুর অবিচ্ছেদে আকর্ষণ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়।

* — এই রূপ চিহ্নকে গমক কহে। একটী সুর হইতে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সুরে পুনঃপুনঃ গমন করিতে হইলে সুরের নীচে এইচিহ্ন প্রদত্ত হয়।

< এইটী একসুর স্পর্শমাত্র করিয়া তাহার অব্যবহিত পরের সুরে অবতরণ-জ্ঞাপক চিহ্ন; ইহাকে প্রক্ষেপ চিহ্ন কহে।

> এইটী কোন সুর স্পর্শপূর্ব্বক তাহার অব্যবহিত উচ্চসুরে আরোহণজ্ঞাপক চিহ্ন; ইহাকে বিক্ষেপ কহে।

— কৃন্তন চিহ্ন। এই চিহ্ন যে বোল বা সুরের উপরে প্রদত্ত হইবে, সেই সুর তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া মধ্যম অঙ্গুলির দ্বারা পর পর্দ্দায় তার কাটিয়া লইতে হইবে। যে পর্দ্দায় তার কাটিয়া লইতে হইবে সে পর্দ্দার সুর প্রকাশ পাইবে না।

~~~ যে সুর বা বোলের মস্তকে এই চিহ্ন প্রদত্ত হইবে, সেই সুর কিঞ্চিৎ টানিয়া বাজাইতে হইবে।

কোন একটী পর্দ্দা বামহস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর আঘাত করণান্তর, বামহস্তের তর্জ্জনী পর্দ্দা হইতে না তুলিয়া সেই হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির দ্বারা তাহার পর পর্দ্দা স্পর্শ করার নাম স্পর্শ।

তেছেনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় উদারা, মুদারা ও তারা তিনটী গ্রাম জ্ঞাপনার্থে পর্য্যায়ক্রমে তিনটী রেখা নির্দ্দেশ না করিয়া এক পংক্তিতে নির্দ্দিষ্ট হইবে। যথা-উদারা মুদারা তারা। আর কুন্তন চিহ্ন বোলের নীচে এই রূপে ...... প্রদত্ত হইবে।

স্বরাধ্যায়।

—

সংগীতের পরিভাষা।

যে বিদ্যাদ্বারা গান, বাদ্য এবং নৃত্যাদির প্রকরণ বিশিষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায় তাহাকে সংগীতবিদ্যা কহে। সংগীত তিন প্রকার, যান্ত্রিক, কার্ণ্টিক ও নার্ত্তিক (১)। যে সংগীত কেবল যন্ত্রে বাজাইবার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহাকে বাদ্য অর্থাৎ গৎ বলা যায়। যে সংগীত কেবল কণ্ঠে গাইবার নিমিত্ত রচিত হয় তাহাকে গীত বা গান কহে। যে সংগীতে কেবল ছন্দেরই আবশ্যক, সুরের প্রয়োজন হয় না তাহাকে নৃত্য কহা যায়। গীত এবং বাদ্য এই উভয়বিধ সংগীত শ্রবণে প্রত্যক্ষ হয়, এইজন্য ইহাদিগকে শ্রাব্য সংগীত কহে। নৃত্যের দর্শন প্রত্যক্ষ মাত্র হয়, এই জন্য ইহাকে দৃশ্যসংগীত কহে (২)। যান্ত্রিক, কার্ণ্টিক ও নার্ত্তিক এই তিন প্রকার সংগীতকে একত্রে তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। তৌর্য্যত্রিক দুই প্রকার, ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ। গ্রন্থাদিতে গীত বাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকে ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক কহে, আর উক্ত গীত বাদ্য প্রভৃতির সাধন ও অনুষ্ঠানকে ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। এই তৌর্য্যত্রিক কণ্ঠ, যন্ত্র এবং আঙ্গিক ক্রিয়াদির দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাগাদির আলাপ ও গীত এবং বাদ্য কণ্ঠ এবং যন্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; নৃত্য অঙ্গ বিক্ষেপাদি কার্য্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিকে বিশেষ সংস্কার না থাকিলে ক্রিয়াসিদ্ধাংশে সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যাইতে পারেনা। অপর, ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিকে অধিকার না থাকিলে ঔপপত্তিকাংশ ফলোপধায়ক হয়না। উভয়েই পরস্পরের সাপেক্ষ, এই জন্য এই উভয়বিধ তৌর্য্যত্রিকই শিক্ষা করা আবশ্যক।

---

[১] গীত বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ংসংগীত মুচ্যতে। গান্ধর্ব্ব বেদ।

[২]সংগীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সুরিভিঃ। ইতি কল্লিনাথেনোক্তং।

সংগীতের প্রধান অঙ্গ ধ্বনি(১)। ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ এক প্রকার উর্ম্মিমাত্র। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার উর্ম্মি উৎপন্ন হয়; বায়ু কোন প্রকারে সঞ্চালিত করিলে, সেইরূপ বায়ুর কম্পনে উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং সেই উর্ম্মি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্বচবিশেষের উপর অভিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন করে। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাত স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া দেখিয়াছেন তথায় শব্দ উৎপন্ন হয়না, এবং বায়ুর উর্ম্মি প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত বায়ুকে বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া তন্মধ্যে আঘাত করিয়াছেন তাহাতে উর্ম্মি উৎপন্ন হইয়াছে। অপর, বায়ু স্থিতিস্থাপক পদার্থ। যে পদার্থ আঘাতের পরেই সম্পূর্ণ রূপে বা বাহুল্যত পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে তাহাকে স্থিতিস্থাপক কহে। আঘাত দ্বারা যে পরমাণুগুলি অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণু অপসারিত না করিয়া আপনারা অপসারিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত হয়। এই রূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে, তদ্দারা তাহারা একবার একপার্শ্বে একবার অপর পার্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহতপদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থির হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু সমূহের এইরূপ গতি প্রত্যাগতিকে কম্পন কহে। স্থিতিস্থাপক পদার্থ আহত হইলে তাহার সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইয়া থাকে। আহত হইলে উক্ত পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বসমীপবর্ত্তী পরমাণুকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করে, এবং তৎপ্রতিঘাতে নিজেও বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আইসে। এইরূপে তাহাদের যে গতি জন্মে তাহা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া কম্পনক্রিয়াকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিতে থাকে; কিন্তু ঐ গতি যত বিস্তৃত হয় ততই উহার বেগ হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে ঐ পদার্থের সমুদায় অবয়বে সঞ্চারিত হইয়া নিঃশেষিত হয়।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহি-

(১)ননাদেন বিনা গীতং ননাদেন বিনাস্বরং। ননাদেন বিনা প্রাণস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ। নারদ সংগীত।

য়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু বায়ু নিজে সাতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণুসকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পুর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংসৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, এবং ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ু মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপুর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়, ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে কম্পন তন্মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কম্পবান পদার্থমাত্র হইতেই কম্পনক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ু মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং তাহা বায়ুরাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গার তরঙ্গসকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভুমিতে আঘাতকরে, সেইরূপ কম্পবান বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপে বায়বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পুর্ব্বোল্লিখিত পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে একতা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসৃত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনেকর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তুসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতঃই সজীব অনুভবক্ষম ধমনীসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দর রূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। সে যাহা হউক, ঐ প্রকার সজীব ধমনীসকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতিসূক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিতবায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনীসমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই আমরা শব্দ কহি (১)। নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়। কিন্তু যদি ঐ কম্পবান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শব্দ

(১) আকাশ সম্ভবোনাদস্তথানাহত উচ্যতে। নাদ পুরাণ।

শুনা যায় না। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হইয়া থাকে (১)।

নাদ বা ধ্বনি।

নাদ বা ধ্বনি দুইপ্রকার, অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নাথ ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম অকৃতি। অপর, যে ধ্বনিদ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয় (২)। অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি একপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহারা অসমান অনিয়মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ বলা যায়। যে ধ্বনি সমকাল স্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণে তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতের সুর হইয়া থাকে, ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদি রূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীত শাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ জন্মায়, কারণ তদ্দারা অতি শীঘ্র চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। ঢক্কা, বীণা, বেণু, প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণুগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে তৎসমুদায় ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয় এইমাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ওপ্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক সেকণ্ড মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রবার কর্ণধমনী আহত হইলে তার-স্বর শ্রুত হয়, এবং উক্ত সময় মধ্যে আট বারমাত্র আহত হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় শুনা যায় না। আঘাতের সংখ্যার আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণবিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

(১) নাদেন ব্যজ্যতেবর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্যচ। নাদসংহিতায়াং।

(২) ধ্বন্যাত্মকোবর্ণাত্মকোসনাদঃ দ্বিবিধস্মৃতঃ। নারদসংগীত সংহিতায়াং।

ষড়জাদি সপ্তস্বরের বিবরণ।

সংগীত শাস্ত্রে ধ্বনি সপ্তখণ্ডে বিভক্ত (১) হইয়া স্বর নামে আখ্যাত হইয়াছে। স্বরকে হিন্দিভাষায় সুর বলিয়া থাকে। স্বরের নাম, যথা-ষড়জ বা খরজ, ঋষভ বা ঋখব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ বা নিখাদ। এই সপ্ত স্বরের প্রত্যেককে একএকটী ধাতু বলে। তার যন্ত্র গলার সহিত ঐক্য করিয়া, এই সমস্ত সুর সাধিবার সৌকর্য্যার্থে ইহাদিগের আদ্য অক্ষর গুলি ব্যঞ্জকস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা-সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। এই সাতটী স্বর একত্রে থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়। সংগীত শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, এই সাতটী স্বর সাতটী পশুর ধ্বনি হইতে গৃহীত,(২)যথা-ময়ূর অথবা খর রব হইতে খরজ; বৃষভ অথবা ভেক বা চাতক হইতে ঋষভ; ছাগ অথবা গাভী হইতে গান্ধার; শৃগাল অথবা বক হইতে মধ্যম; কোকিল হইতে পঞ্চম; অশ্ব হইতে ধৈবত; হস্তী হইতে নিষাদ।

স্বরের বিভিন্ন স্থায়িত্ব পরিমাণ।

এক সেকণ্ডে সুরের যতসংখ্যা কম্পনে সরিৎ অর্থাৎ মধ্য সুরউৎপন্ন হয়, তাহার ন্যূন হইলে সেই সুর খাদ হয়,এবং তাহার অধিক হইলে উচ্চ হয়। উচ্চতা ও মৃদুতা অনুসারে সুর সকলের যে পরস্পর ভিন্নতা, তাহাকে সুরের পরিমিতি বা ওজন কহে। ইহা ব্যতীত সুরের আর একটী গুণ আছে, যদ্বারা সুর সমান ওজনবিশিষ্ট অর্থাৎ সমসুর হইলেও তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। কম্পনক্ষম বস্তুর গুণ ভেদেই ঐ বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যে সকল স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দ কিঞ্চিৎ কাল স্থায়ী হইলে, ঐ পদার্থ হইতে সাংগীতিক সুর নির্গত করা যাইতে পারে। সংকর্ষিত

---

(১) "ষড়জর্ষভৌচ গান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ"।

(২)"ময়ূরঃ ষড়জমাখ্যাতি ঋষভং বাজিচাতকঃ। ছাগোগান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতিমধ্যমং। কোকিলঃ পঞ্চমঃ ব্রুতে ভেকোবক্তিহিধৈবতং। নিষাদং ভাষতে হস্তীস্তোতদ্ব্রহ্মাদিসং মতং"।

"ময়ূরা বৃষভমেষঃ কাককোকিল বাজিনো। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহু স্বরানেতান্ সুদুর্গমাৎ"।

চর্ম্ম, তন্ত্র, তার এবং একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বারযুক্ত শূন্যগর্ভ পাত্র সাঙ্গীতিক কম্পন উৎপাদন করিয়া থাকে।

একটী সুরের ওজন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ চড়িয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে এমন একটী উচ্চ সুর উৎপন্ন হয়, যাহার কম্পনসংখ্যা প্রথম নির্দ্দিষ্ট সুরের কম্পনসংখ্যার ঠিক দ্বিগুণ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে সুরের কম্পন সংখ্যার বৃদ্ধিতে তাহার উচ্চতার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং দিগুণতর কম্পনে দ্বিগুণতর উচ্চ হইয়া থাকে; অতএব ঐ দ্বিতীয় সুরটী প্রথম নির্দ্দিষ্ট সুরের দ্বিগুণ উচ্চ। এই প্রকারে সুর যত উচ্চ হইয়া যাইবে ততই নিম্নের প্রত্যেক সুরের সহিত মিলিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে সাতটী উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাতটীর অধিক হইবে না। সুরের এই রূপ ধর্ম্ম থাকাতে যৎকালে ভারতবর্ষীয় সূক্ষ্মদর্শী স্বরসংগ্রাহক মহোদয়েরা, শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া শব্দধ্বনি হইতে স্বরতত্ত্ব উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কালে সাতটীর অধিক স্বর পান নাই। সাতটীর অধিক করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের ষড়্জাদির সহিত ক্রমে মিলিত হইয়া যায়।

সুরের কম্পননিরূপণ।

তার প্রভৃতির সঙ্কর্ষণ অল্প হইলে কম্পনসংখ্যা অল্প হয়, সুতরাং সুর মৃদু হয়, এবং সঙ্কর্ষণ অধিক হইলে কম্পন অধিক হইয়া সুর উচ্চ হয়। সেতারাদি যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে একটী পূর্ণ তারে যে সুর নির্গত হয়, তাহার একএক অংশে তদপেক্ষা উচ্চতর ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

তারের সংকর্ষণ দৃঢ় করিলে তাহার পরমাণু সকল প্রসারিত হইয়া তারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহার কম্পন বৃদ্ধি হইয়া ধ্বনিও উচ্চতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সংকর্ষণ শিথিল করিয়া দিলে, তাহার পরমাণু সকল সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়াতে, তাহার স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার ধ্বনিও গম্ভীরতর হইয়া উঠে।

মনেকর, কখ ও গঘ দুইটী কিলকে একটী তার (কগ) আবদ্ধ আছে।

ছ জ গ
ঘ চ

উহা কম্পিত হইলে যে সুর নির্গত হইবে, তাহা উচ্চ এবং মৃদু করিবার দুইটী উপায় আছে। এক, কিলকদ্বয় না সরাইয়া তারের সংকর্ষণ দৃঢ় বা শিথিল করা;

অপর তারের সংকর্ষণ সমান রাখিয়া কিলকদ্বয়ের মধ্যগত ব্যবধান বৃদ্ধি বা হ্রাস করা।

যদি ক গ তারের এক দিক ক খ কিলকে আবদ্ধ ও অপর দিক্ গ ঘ কিলকের উপর দিয়া ঝুলান থাকে, ও তাহার প্রান্তে একটী বস্তু সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ঐ সংলগ্ন বস্তুটীর গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে তারনির্গত সুরের উচ্চতা ও মৃদুতা হইবে। যদি ঐ বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তার চড়িয়া যাইয়া উহার ধ্বনি উচ্চতর হইয়া উঠে। যদি ভার কমান যায়, তাহা হইলে তার নরম হইয়া গভীরতর ধ্বনি নির্গত হয়। আবার যদি ভার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, ক খ কিলক গ ঘ কিলকের দিকে কিঞ্চিৎ সরাণ যায়, অর্থাৎ তারের আয়তপরিমাণ যদি কমান যায়, তাহা হইলে চড়া হইবে, বিপরীত দিকে সরাইলে, অর্থাৎ তারের আয়তপরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, নরম হইবে।

মনেকর, ক ও গ-র ব্যবধান অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য ৪৫ ইঞ্চ। এইক্ষণে ক খ কিলক যদি ২২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ সরাইয়া অর্থাৎ ক গ-র মধ্যস্থানে আনা যায়, তাহা হইলে যে সুর নির্গত হইবে তাহা পূর্ব্ব সুরের ঠিক অষ্টম। এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমসংকর্ষিত তারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দীর্ঘতা তাহাদের কম্পনসংখ্যার ঠিক বিলোম, অর্থাৎ পূর্ণ তারটীতে এক সেকণ্ডে যত কম্পনোৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধতারে ঐ সময়ে দ্বিগুণ কম্পন উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং, অর্দ্ধতারে পূর্ণ তারোৎপন্ন সুরের অব্যবহিত উচ্চ অষ্টম নির্গত হয়।

মনেকর, সেতারায় যে দুই স্থানে তার স্পর্শ করিয়াছে তাহার ব্যবধান ৪৫ ইঞ্চ। নিম্ন লিখিত পরিমাণ অনুসারে উপর হইতে পর্দ্দা বাঁধিয়া এসো।

পর্দ্দা।	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম
তারের উপরের স্থান হইতে প্রত্যেকপর্দ্দার অন্তর।	৫	৯	১২$\frac{৩}{৪}$	১৫	১৮	২১	২২$\frac{১}{২}$
পর্দ্দাসকলের পরস্পর অন্তর।	০	৪	৩$\frac{৩}{৪}$	২$\frac{৩}{৪}$	৩	৩	১$\frac{১}{২}$

পর্দ্দায় হস্ত না দিয়া বাজাইলে যে সুর নির্গত হইবে, প্রথম পর্দ্দায় তার চাপিয়া ধরিলে তদপেক্ষা উচ্চ সুর বাহির হইবে; যেহেতু পূর্ব্বাপেক্ষা তারের দৈর্ঘ্যপরিমাণ হ্রাস হইল, সুতরাং তারেরও কম্পন বৃদ্ধি হইল। পর্দ্দা স্পর্শমাত্র করিলে যে সুর নির্গত হয়, যদি তাহাকে সা বলা যায়, তাহা হইলে প্রথম

পর্দ্দায় তার চাপিয়া ধরিলে ঋ হইবে, এবং উত্তরোত্তর উচ্চ সুর সকল নির্গত হইয়া অবশেষে সপ্তম পর্দ্দায় আবার সা সুর বাহির হইবে। যে নিয়মানুসারে কম্পনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মনেকর, ১ সেকণ্ডে সা-র কম্পন সংখ্যা ১, তাহা হইলে উক্ত কালমধ্যে উহার পশ্চাৎবর্ত্তী ঋ, গ, ম, প, ধ, নি ও উচ্চ সা-র কম্পনসংখ্যা এই, হইবেক, যথা— সা=১, ঋ=$\frac{৯}{৮}$, গ=$\frac{৫}{৪}$, ম=$\frac{৪}{৩}$, প=$\frac{৩}{২}$, ধ=$\frac{৫}{৩}$, নি=$\frac{১৫}{৮}$, এবং উচ্চ সা=২। কিম্বা সা-র কম্পন সংখ্যা ২৫৬, অথবা ১২০ দ্বারা ব্যক্ত করিলে, এইরূপ হইবে, যথা—সা=২৫৬, ঋ=২৮৮, গ=৩২০, ম=৩৪১$\frac{১}{৩}$, প=৩৮৪, ধ=৪২৬$\frac{২}{৩}$, নি=৪৮০, এবং উচ্চ সা=৫১২। অথবা, সা=১২০, ঋ=১৩৫, গ=১৫০, ম=১৬০, প=১৮০, ধ=২০০, নি=২২৫, এবং উচ্চ সা=২৪০।

সংগীতে সাত সুরের অধিক নাই কেন তাহা উক্ত গণনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

সেতারের তার যে দুই স্থান স্পর্শ করিয়াছে তাহার আয়তপরিমাণ ৪৫ ইঞ্চ হইলে, কিরূপে পর্দ্দা বান্ধিতে হইবে, তাহা নিম্ন লিখিত তালিকা দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

সুর।———	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	(উচ্চ) সা
তারেরদৈর্ঘ্য।—	৪৫	৪০	৩৬	৩৩$\frac{৩}{৪}$	৩০	২৭	২৪	২২$\frac{১}{২}$
প্রভেদ।——	০	৫	৪	২$\frac{১}{৪}$	৩$\frac{৩}{৪}$	৩	৩	১$\frac{১}{২}$
কম্পনসংখ্যা।—	২৫৬	২৮৮	৩২০	৩৪১$\frac{১}{৩}$	৩৮৪	৪২৬$\frac{২}{৩}$	৪৮০	৫১২
প্রভেদ।———	০	৩২	৩২	২১$\frac{১}{৩}$	৪২$\frac{২}{৩}$	৪২$\frac{২}{৩}$	৫৩$\frac{১}{৩}$	৩২

উপরি লিখিত তালিকা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, গ ও ম এবং নি ও সা-র অন্তর তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দুই সুরের অন্তরের প্রায় অর্দ্ধেক; এবং উহা হইতে আরও প্রতীতি হইতেছে যে, ৪৫ ইঞ্চ তারকে $\frac{৮}{৯}$ গুণ করিলে ৪০, অর্থাৎ ঋ হইতে (উচ্চ) সা পর্য্যন্ত তারের দৈর্ঘ্যপরিমাণের সমান। পুনশ্চ, তারের কম্পন সংখ্যা ২৫৬ কে $\frac{৯}{৮}$ দিয়া গুণ করিলে ২৮৮, অর্থাৎ ঋ হইতে সা পর্য্যন্ত কম্পনসংখ্যার তুল্য হইবে। অপর, ৪৫ ইঞ্চকে $\frac{৪}{৫}$ দিয়া

গুণ করিলে গুণফল ৩৬, অর্থাৎ গ হইতে সা-র পরিমাণের সমান হইবে। আবার ঐ তারের কম্পনসংখ্যা ১২০ কে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৩২০, অর্থাৎ গ হইতে সা উচ্চ পর্য্যন্ত তারের কম্পনসংখ্যার সমান হইবে।

নিম্নলিখিত তালিকায় সুরের যথাযোগ্য কম্পনসংখ্যা সমূহের অনুপাত এবং ঐ সমস্ত কম্পনোৎপাদক তারের দৈর্ঘ্য সকলের অনুপাত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতেছে।

সুর।——	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	(উচ্চ) সা
কম্পনসংখ্যা। ——		$\frac{৯}{৮}$	$\frac{৫}{৪}$	$\frac{৪}{৩}$	$\frac{৩}{২}$	$\frac{৫}{৩}$	$\frac{১৫}{৮}$	২
তারের দৈর্ঘ্য। —	১	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{৪}{৫}$	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{৩}{৫}$	$\frac{৮}{১৫}$	$\frac{১}{২}$
তান্ত্রিক অন্তর। ——	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{৯}{১০}$	$\frac{১৫}{১৬}$	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{৯}{১০}$	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{১৫}{১৬}$	

সেতারের প্রথম ৮ খানি পর্দ্দা বাঁধিবার উপায় উল্লিখিত হইল (সেতার বাজাইবার সময় যে পর্দ্দা বাঁধা হইয়া থাকে তাহা ঠিক এরূপ নহে)। নীচের পর্দ্দাগুলিও ঐ নিয়মানুসারে বাঁধা যাইতে পারে। অষ্টম পর্দ্দার নীচে যে ২২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ তার থাকে তাহা $\frac{৮}{৯}$ করিয়া, অর্থাৎ ২২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ অন্তরে ঋ পর্দ্দা বাঁধিতে হইবে। কড়ি সুর বাহির করিতে হইলে দুই পর্দ্দার মধ্যস্থলে আর একখান পর্দ্দা বসাইতে হইবে, অথবা উপরের পর্দ্দা নীচে বা নীচের পর্দ্দা উপরে বসাইতে হইবে। সেতারার কড়ি সুর বাহির করিতে হইলে এই তিনপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেতারাদি যন্ত্রে খাদ পর্দ্দাগুলি অপেক্ষা উচ্চ পর্দ্দাগুলি পরস্পর অধিক নিকট। প্রথম অর্থাৎ খাদ সপ্তকের পর্দ্দাগুলি আবদ্ধ করিতে তারের প্রথম অর্দ্ধভাগকে যে রূপে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়, দ্বিতীয় সপ্তকের পর্দ্দাগুলি আবদ্ধ করিতে তারের দ্বিতীয় অর্দ্ধভাগের প্রথম অর্দ্ধভাগকে উক্ত নিয়মে বিভাগ করিলে, এই সপ্তকের পর্দ্দাসমূহের মধ্যগত স্থানও অর্দ্ধ হইয়া যাইবে। এই রূপে সপ্তক যত উচ্চ হয়, তাহাদের পর্দ্দান্তর্গত স্থানসকলও ক্রমশঃ ন্যূন হইতে থাকে। একটী সংকর্ষিত তারে তিন সপ্তকের অধিক সুর স্পষ্ট নির্গত হয় না, উহার প্রথমার্দ্ধভাগে প্রথম অর্থাৎ খাদ সপ্তক; দ্বিতীয় অর্দ্ধভাগের প্রথমার্দ্ধে দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্য সপ্তক; এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে উচ্চ সপ্তক ক্রমে নির্গত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্দ্দাসকলের যে শ্রেণী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সচল ঠাট কহে। সচল ঠাটের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম এই তিন টী ব্যবধান মুখ্যস্বর; দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ এই দুইটী ব্যবধান গৌণস্বর; তৃতীয় ও সপ্তম এই দুইটী মুখ্য অর্দ্ধস্বর। অস্মদ্দেশীয় সংগীতজ্ঞেরা উক্ত অন্তরগুলির তারতম্য অনুসারে মুখ্যঅন্তর গুলিতে ৪ টী করিয়া শ্রুতি, গৌণঅন্তরে ৩ টী, এবং মুখ্যঅর্দ্ধান্তরে দুইটী করিয়া শ্রুতি সন্নিবিষ্ট করত স্বরগ্রামকে ২২টী সমান ১ শ্রুতিতে বিভাগ করিয়াছেন। অসমান অন্তরবিশিষ্ট গ্রামে সুর অতি মিষ্ট হয় ও শ্রুতিসুখ জন্মায়; সমান অন্তর বিশিষ্ট গ্রামের সুর সকলের সেরূপ ক্ষমতা নাই। এই জন্য, সচল ঠাটই পৃথিবীর সকল দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, সমান অন্তরবিশিষ্ট গ্রামে সুর মিষ্ট হইলে ঠাট এককালে বাঁধাই থাকিত।

স্বরগ্রাম।

একটী সুর হইতে অন্য সুরের যে দূরতা, অর্থাৎ একটী সুর অপেক্ষা অন্য সুরের মৃদুতা বা উচ্চতাকে সাঙ্গীতিক অন্তর বলে। সা সুর হইতে ক্রমে সাতসুর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম বা আরোহী বলা যায়; আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী কহে। হিন্দিতে আরোহী ও অবরোহীকে আরো ও অবরো বলিয়া থাকে। সুরের পরম্পরাগত আনুলোমিক কিম্বা বৈলোমিক ক্রম অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বরগ্রাম বা সার্গম্ কহে। যথা-সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি; কিম্বা নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

সপ্তক প্রকরণ।

সুরের ক্রমশঃ উচ্চগতিতেই সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি ব্যবহৃত হয়, এবং নিম্ন গতিতে উহাদেরই বিপরীত অর্থাৎ নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা, এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সাতটী সুরকে একত্রে সপ্তক কহে, এবং কোন সুর হইতে তাহার সপ্তম সুর পর্য্যন্ত সুরের যে উচ্চতা বা গম্ভীরতা, তাহাকেও সপ্তক কহে। এক সপ্তকে সঙ্গীতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, ইহা অপেক্ষা আরও গম্ভীর অর্থাৎ চড়া সুরের সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সাতটীর অধিক সুর নাই, সুতরাং আবশ্যকমত গম্ভীরতর ও উচ্চতর স্বরগ্রাম অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দু সংগীতে তিন সপ্তকের অধিক কখনই ব্যবহৃত হয় না। এই তিনটীর প্রথম অর্থাৎ খাদ সপ্তককে উদারা (অনুদাত্ত)

কহে; দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যসপ্তককে মুদারা (মরিৎ); এবং তৃতীয় অর্থাৎ উচ্চ সপ্তককে তারা (উদাও) কহে। এই তিন সপ্তক স্বরকে হিন্দিতে নাভি, বুকি ও কপালি বলিয়া থাকে।

শ্রুতি।

স্বরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে, অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করিতে গেলে, সেই উভয় স্বরের মধ্যে যে অতিসূক্ষ্ম স্বরাংশগুলি অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রুতি বলে।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্তকে দ্বাবিংশতি খণ্ডস্বর আছে, যথা—ষড়জ হইতে ঋষভে চারিটী, ঋষভ হইতে গান্ধারে তিনটী, গান্ধার হইতে মধ্যমে দুইটী, মধ্যম হইতে পঞ্চমে চারিটী, পঞ্চম হইতে ধৈবতে চারিটী, ধৈবত হইতে নিষাদে তিনটী, এবং নিষাদ হইতে উচ্চ ষড়জে দুইটী করিয়া খণ্ডস্বর পাওয়া যায় (১)। এই খণ্ডস্বর সকলের প্রধান সংজ্ঞা শ্রুতি, হিন্দিভাষায় শোরৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কোন কোন সংগীত গ্রন্থমতে খরজাদি ধৈবত এই ছয় স্বরের প্রত্যেকের পর তিনতিনটী করিয়া অষ্টাদশ শ্রুতি,ও নিখাদের পর কেবল ৪টী শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রুতিরা স্বরের সূক্ষ্মাংশ মাত্র। মীনসকল যেমন জলমধ্য দিয়া গমন করিলে, তাহাদিগের পথের কোন চিহ্ন উপলব্ধি হয়না, স্বরমধ্যগত শ্রুতির সেইরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন নাই কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব মাত্র হয়।

শাস্ত্রে এই দ্বাবিংশতি খণ্ডস্বর বা স্বরের সূক্ষ্মাংশকে সাতটী প্রধান স্বরের বনিতা বলিয়া উল্লেখ আছে। হিন্দুসংগীতবেত্তারা সকলে কবি ছিলেন বলিয়া, স্বরপরিবারদের নায়ক নায়িকা রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

---

(১) চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ। দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রী ঋষভধৈবতৌ। — চতুঃশ্রঃ পঞ্চমং ষড়্জে মধ্যম শ্রুতয়ো মতাঃ। ঋষভে ধৈবতে তিস্রঃ দ্বেগান্ধারে নিষাদকে। সংগীত রত্নাকর।

উচ্চ খরজ,— ক্ষোভিণী, উগ্রা। নিষাদ,— রম্যা, রোহিণী, মন্দতী। ধৈবত,—আলাপনী, সন্দীপনী, রক্তা, ক্ষিতি। পঞ্চম,—মার্জ্জনী, প্রীতি, প্রসারিণী, বজ্রিকা। মধ্যম,- ক্রোধী, রৌদ্রী: গান্ধার,- দতিকা, রঞ্জনী, দয়াবতী। ঋষব,- ছন্দোবতী, মন্দা, কুমুদ্বতী বা কামোদতী, তীব্রা। খরজ

শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর।

স্বরগ্রামের পরস্পর কোন দুইটী সুরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে যথা- সা হইতে ঋ,,ঋ হইতে গ ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটী সুরের মধ্যগত যে সাতটী অন্তর,তাহারা পরস্পর সমান নহে; কেননা সা হইতে ঋ কিম্বা ঋ হইতে গ যে পরিমাণে উচ্চ ; গ হইতে ম,কিম্বা নি হইতে সা তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ। অতএব,১ম,২য়, ৪র্থ, ৫ম,ও ৬ষ্ঠ; এই পাঁচটী গ্রামিক অন্তর পূর্ণ-স্বর বা অন্তর; এবং ৩য় ও ৭ম এই দুইটী অর্দ্ধস্বর। বীণা কিম্বা সেতারের পর্দ্দাগুলি কিরূপে আবদ্ধ থাকে, তাহা বিশেষ রূপে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে,গ ও ম এবং নি ও সা-র পর্দ্দার মধ্যগত অন্তর অপরাপর সুরের পর্দ্দান্তর্গত স্থানের অর্দ্ধেক। অতএব, স্বরগ্রামের অন্তরের নিয়ম এই, যথা—সা হইতে ঋ পূর্ণস্বর, ঋ হইতে গ পূর্ণস্বর, গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর, ম হইতে প পূর্ণস্বর, প হইতে ধ পূর্ণস্বর, ধ হইতে নি পূর্ণ স্বর, এবং নি হইতে সা অর্দ্ধস্বর।

উক্ত নিয়মে পাঁচটী পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধ স্বরের যোগে যে সপ্তক প্রস্তুত হয়, তাহাকে শুদ্ধস্বরগ্রাম বা সচল ঠাট কহে। এইটী একমাত্র স্বাভাবিক গ্রাম। উক্ত পাঁচটী পূর্ণ অন্তরের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী করিয়া আর পাঁচটী পর্দ্দা বসাইলে, তাহা হইতে যে পাঁচটী সুরের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি বা কোমল সুর কহে (১)। যথা-কোমল ঋ, কোমল গ, কড়ি ম, কোমল ধ, ও কোমল নি; অথবা কড়ি সা, কড়ি ঋ, কোমল প, কড়ি প, কড়ি ধ ও কড়ি নি (এইরূপ স্বর বিকৃত করা আমাদের সংগীতে ব্যবহার নাই) কহা যায়। ৩য় ও ৭ম অন্তর অর্দ্ধ বলিয়া, গ ও নি-র কড়িত্ব নাই; এবং সা ও ম-র কোমলত্ব নাই। গা ও নি—র কড়ি সহজেই ম ও উচ্চ সা, এবং ম ও উচ্চ সা-র কোমল গ ও নি ; কেননা সম্পূর্ণ সুর হইতে কড়ি ও কোমল সুর অর্দ্ধেক উচ্চ বা খাদ।

একটী সপ্তকের মধ্যে পাঁচটী বিকৃত সুর সন্নিবিষ্ট করিলে সাকল্যে বারটী অর্দ্ধস্বর উৎপন্ন হয়। যে গ্রাম এই বারটী অর্দ্ধসুরে প্রস্তুত হয়, তাহাকে বিকৃত

(১) ততঃ সপ্তস্বরাঃ শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী। সঙ্গীতদর্পণ।
শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরাস্তেচ মন্দ্রাদি স্থানতস্ত্রিধা। শুদ্ধাক্রতাদিভেদেন বিকৃতা দ্বাদশোদিতা। সংগীত দামোদর।

স্বরগ্রাম কহে। এইরূপ গ্রামবিশিষ্ট যন্ত্রাদিতে পর্দাগুলিকে স্থানান্তর করিতে হয় না বলিয়া, ঐ রূপ পর্দা শ্রেণীকে সাধারণ্যে অচল ঠাট কহিয়া থাকে।

শুদ্ধ স্বরগ্রাম বা সচল ঠাট।

তা সা
মু
সা ঋ গ ম প ধ নি
উ

বিকৃত স্বরগ্রাম বা অচলঠাট।

বীণ, পিয়ানোফোর্ট, হার্মোনিয়ম, হার্প প্রভৃতি যন্ত্রসকল অচল পর্দাবিশিষ্ট। অস্মদ্দেশে একটী স্বরগ্রামকে ২২টী শ্রুতিতে বিভাজিত হয়। শ্রুতিদের প্রত্যেকের নাম পূর্ব্বেউল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিগুলি সমান উচ্চ নহে। স্বরগ্রামের ৭টী অন্তরের মধ্যে বিষম সংখ্যক শ্রুতি থাকাতে, যে যে সুরদ্বয়ের মধ্যে ৪টী করিয়া শ্রুতি, তদন্তর্গত অন্তরকে মুখ্যস্বর কহে। যাহাদের মধ্যে তিনটী করিয়া শ্রুতি তদন্তর্গত অন্তরকে গৌণস্বর, ও যাহাদের মধ্যে দুইটী করিয়া শ্রুতি তদন্তর্গত অন্তরকে মুখ্যার্দ্ধস্বর কহে।

গ্রাম প্রকরণ।

নিদানমতে তিনটী নাড়ী আছে, যথা—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ব্যাপিয়া ইহারা অবস্থান করে। ইড়া বাম ভাগে, মধ্যস্থলে পিঙ্গলা, দক্ষিণে সুষুম্না (১)। এই তিন নাড়ী হইতে স্বরের উৎপত্তি। নাভিস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত যে প্রদেশ তাহার নাম উদারা গ্রাম, তাহাতে প্রথম সপ্তক স্বর সংযুক্ত আছে। বক্ষঃস্থল

(১) "ইড়া বামেস্থিতা নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলাস্তথা। হৃদি নাড়ী সুষুম্নাতু ব্রহ্মরন্ধ্র। বধিঃসমা"।

বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত যে মধ্যস্থল তাহার সংজ্ঞা মুদারা গ্রাম; ইহাতে দ্বিতীয় সপ্তক স্বর সংলগ্ন আছে; এবং কণ্ঠদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তার স্থান, এনিমিত্ত তাহাকে তারা গ্রাম কহে; ইহাতে তৃতীয় সপ্তক স্বরের অধিষ্ঠান।

মনুষ্য-কণ্ঠ হইতে ত্রিসপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই নিমিত্ত আমাদের সংগীত গ্রন্থে ত্রিসপ্তকের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তক যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইংরাজী কোন কোন যন্ত্রে ছয় সপ্তক কোন কোন যন্ত্রে সাত বা তদতিরিক্ত সপ্তকও লক্ষিত হয়। অস্মদ্দেশে বীণাদি যন্ত্রে সার্দ্ধত্রিসপ্তক মাত্র ব্যবহৃত হয়। গানের সময়ে উদারা গ্রামে মন্দ্র অর্থাৎ গভীর স্বর আবশ্যক; মুদারা গ্রামে মধ্য অর্থাৎ মধ্য স্বর ধরিতে হয়; এবং তারা গ্রামে তার অর্থাৎ উচ্চধ্বনি অবলম্বন করিতে হয়।

কোন কোন সংগীত গ্রন্থে উদারা, মুদারা ও তারা গ্রামকে, খরজ, মধ্যম এবং গান্ধার গ্রাম কহিয়া থাকে; (১) এবং কোন গ্রন্থে তিনসপ্তকের তিনটী খরজকে, অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঋষবাদি ছয় স্বরের উপলব্ধি হয়, তাহাকে তত্তৎসপ্তকের গ্রাম কহে(২)।

এই তিনটী গ্রামের প্রত্যেকের সাতটী করিয়া তিনগ্রামে সাকল্যে একবিংশতি মূর্চ্ছনা নির্দ্দিষ্ট আছে। (৩)

স্বরের তীব্র ও কোমল ভাবের বিবরণ।

স্বর দুই প্রকার শুদ্ধ ও মিশ্র। ষড়জ আর পঞ্চম শুদ্ধ স্বর, অর্থাৎ অচল বিকার

---

(১) প্রথমঃ ষড়জ গ্রামঃ স্যাৎ দ্বিতীয়ো মধ্যমস্তথা : গান্ধার স্তৃতীয়ঃ প্রোক্তঃ স্বর্গ লোকেচ গীয়তে॥ সংগীত রত্নাকর।

(২) "ষট্ জায়ন্তে যস্মাৎ।"

(৩) মূর্চ্ছনা সমূহের নাম,—
ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী ও ষণ্ডমধ্যা।
মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা—পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী ও তীব্রা।
গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা—রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, সুরা, নাদাবতী ও বিশালা।
ইতি সংগীত ভাষ্যে।

ষড়জ গ্রামে—গোপী, বিস্তারিণী, কম্বলী, আরামিনী, আলাপিনী, বয়ংকা, প্রমোদিনী। তারাস্থান।
মধ্যম গ্রামে—সঙ্কোচী, বিহারিণী, নির্ম্মলী, কামিনী, প্রলাপী, শিখরা বিনোদিনী। মধ্যস্থান।
গান্ধারগ্রামে—অজ্জা, আধারিনী, বিশ্রামিনী, কোমলী, আনন্দী, দীর্ঘিকা, আমোদিনী। মন্দ্রস্থান।
ইতি নাদ পুরাণে।

শূন্য(১)। এই দুইটী স্বরই সাতিশয় শ্রবণ-প্রিয়(২)। অন্য পাঁচটী স্বর মিশ্র বা সচল, অর্থাৎ তীব্র ও কোমল ভাব ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দিভাষায় তীব্র ও কোমলকে তিব্র ও কোঁঅল বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বর অগ্রসর হইলে, অথাৎ স্বাভাবিক সুরের কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে, প্রথম নাম তীব্র, দ্বিতীয় নাম তীব্রতর, তৃতীয় তীব্রতম, চতুর্থ অতিতীব্রতম; আর ঐ স্বর পশ্চাদ্গামী হইলে, অথাৎ স্বাভাবিক স্বরের কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকিলে, প্রথম নাম কোমল, দ্বিতীয় নাম কোমলতর, তৃতীয় কোমলতম, চতুর্থ অতিকোমলতম। স্বর এই অষ্ট প্রকার বিকৃতি লক্ষণ ধারণ করে।

ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রাম প্রস্তুত করণের রীতি।

লিখিবার কিম্বা বাজাইবার সময় গীতাদিকে এক খরজ হইতে অন্য খরজে আনয়ন করাকে গ্রাম পরিবর্ত্তন কহে, অর্থাৎ প্রথমে যে পর্দ্দাকে খরজস্বরূপ অবলম্বন করিয়া গীতাদিতে লেখা যায়, তাহা পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্য কোন সুরকে খরজ করিয়া, সেই গীত লিপিবদ্ধ করাকে গ্রামপরিবর্ত্তন কহে। যদি গ্রামিক অন্তরগুলি পরস্পর সমান হইত, তাহা হইলে দুইটী সচল ঠাটের সপ্তকের সাত সাতটী সুর লইয়া এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাম করা যাইত। কিন্তু তাহা না হওয়াতে, সা ব্যতীত অপরাপর স্বরের গ্রাম প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে সচল ঠাটের অন্তর শ্রেণীর নিয়ম বজায় রাখিবার নিমিত্ত, স্থান বিশেষে সারিকা অথাৎ পর্দ্দা সকলকে কড়ি ও কোমল করিয়া লইতে হয়। যথা,—ঋ-কে খরজ করিলে গ ঋখব হইতে পারে, কেননা ঋ হইতে গ পূর্ণ স্বর; কিন্তু ম ঐ গ্রামের গান্ধার হইতে পারে না, কেননা গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর। ফলতঃ, ঋখব হইতে গান্ধার পূর্ণ স্বর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া, ঐ মতে আর অর্দ্ধেক স্বর যোগ করিয়া উহাকে পূর্ণ স্বর করিলে কড়ি মধ্যম হয়; অতএব কড়ি ম-ই ঋ প্রধান গ্রামের গান্ধার হইয়া থাকে। প ঐ গ্রামের মধ্যম, কেননা গ হইতে ম-র ন্যায়, কড়ি ম হইতে প অর্দ্ধ স্বর। ধ ঐ গ্রামের পঞ্চম, ও নি উহার ধৈবত।

---

(১) ষড়জোচল পঞ্চমশ্চ ঋষভশ্চলতি স্বরঃ। গান্ধারঃ পঞ্চমশ্চার্থ নিষাদো ধৈবতশ্চলো॥ সংগীত দামোদর।

(২) রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের সপ্তবর্ণ, যে রূপ দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে, সেই রূপ ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি শব্দতত্ত্বের সপ্তস্বর শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে; এবং বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন হরিৎ ও নীল বর্ণদ্বয় নয়নের প্রীতিকর, তেমনই সপ্তস্বরের মধ্যেও ষড়জ ও পঞ্চম এই স্বরদ্বয় সাতিশয় শ্রবণপ্রিয়। ফলতঃ, দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় যে আলোক ও শব্দ, ইহাদের পরস্পর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক কোন্ নিয়ম কৌশলে জ্যোতিঃ ও শব্দবিজ্ঞান এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার গুহ্যতম ভাব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

কিন্তু সা ঐ গ্রামের নিখাদ হইতে পারে না, কেননা নি হইতে সা অর্দ্ধস্বর, ও সা হইতে ঋ পূর্ণ স্বর। কিন্তু ধৈবত হইতে নিখাদ পূর্ণ স্বর ও নিখাদ হইতে খরজ অর্দ্ধ স্বর হওয়া কর্ত্তব্য; এজন্য সা ও ঋ-র মধ্যগত পূর্ণ অন্তরের অর্দ্ধেক নি ও সা-র মধ্যগত অর্দ্ধান্তরে যোগ করিতে হয়, তাহা হইলে কড়ি সা, কিম্বা কোমল ঋ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, নি হইতে কোমল ঋ পূর্ণ স্বর, ও কোমল ঋ হইতে ঋ অর্দ্ধ স্বর বলিয়া, কোমল ঋ-ই ঋ গ্রামের নিখাদ হইয়া থাকে। এই রূপ প্রয়োজনানুসারে কোন সুরকে অর্দ্ধ স্বর উচ্চ অর্থাৎ কড়ি, ও কোন সুরকে অর্দ্ধ স্বর মৃদু অর্থাৎ কোমল করিয়া গ্রাম প্রস্তুত করিতে হয়।

বিকৃত স্বর গ্রামই গ্রামপরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ উপযোগী, কেননা উহাতে যাবতীয় বিকৃত সুরগুলির পর্দ্দা উপস্থিত থাকে। বিকৃত স্বর গ্রামের কোন্ কোন্ সুরকে খরজ করিয়া শুদ্ধ স্বরগ্রামের রীতিতে গ্রাম প্রস্তুত করিতে হয়, ও প্রত্যেক গ্রামে কতগুলি, ও কি কি বিকৃত সুরের আবশ্যক হয়, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। সা-র গ্রামে কড়ি বা কোমল পর্দ্দার আবশ্যক হয় না।

স্বাভাবিক স্বর।

ঋ — গ্রামে... {
৭ ৭
ম, সা, অথবা
৭ ৰ
ম, ঋ।

গ—,,... {
৭ ৭ ৭ ৭
ম, প, সা, ঋ, বা
৭ ৰ ৰ ৰ
ম, ধ, ঋ, গ।

ম—,,........ ৰ নি।

প—,,........ ৭ ম।

ধ—,,...... {
৭ ৭ ৭
সা, ম, প, অথবা
ৰ ৭ ৰ
ঋ, ম, ধ।

নি—,,...... {
৭ ৭ ৭ ৭ ৭
সা, ঋ, ম, প, ধ, বা
ৰ ৰ ৭ ৰ ৰ
ঋ, গ, ম, ধ, নি।

বিকৃত স্বর।

ৰ
ঋ — গ্রামে... {
ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ
ঋ, গ, প, ধ, নি, বা
ৰ ৰ ৭ ৰ ৰ
ঋ, গ, ম, ধ, নি।

ৰ
গ —,,...... { ৰ ৰ ৰ
গ, ধ, নি।

৭
ম—,,...... {
৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭
ম, প, ধ, নি, সা, ঋ, বা
৭ ৰ
ম, ধ, নি, ঋ, গ।

ৰ
প—,,...... { ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ
নি, গ, ধ, ঋ, প, সা।

ৰ
ধ—,,...... { ৰ ৰ ৰ ৰ
ধ, নি, ঋ, গ।

ৰ
নি—,,...... { ৰ ৰ
নি, গ।

সা-প্রধান স্বাভাবিক গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য স্বরের গ্রাম অপেক্ষা ম ও প-র গ্রাম অতি সরল, তাহাতে অধিক বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয় না। ম গ্রামে কেবল নি-কে কোমল, ও প গ্রামে কেবল ম-কে কড়ি করিয়া লইতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খরজ এবং পঞ্চম ব্যতীত অপরাপর স্বরগুলি কোমল ও তীব্র ভাবে বিকৃত করা যায়। ঋখব, গান্ধার এবং ধৈবত এই তিনটী স্বরকে কোমল ভাবে বিকৃত করাই রীতি, ইহাদের তীব্র ভাব বড় আবশ্যক হয় না; কারণ ঋখবকে তীব্র করিলে যে ফল হয়, গান্ধারকে কোমল করিলেও সেই ফল দর্শে। নিখাদ প্রায় কোমল ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে। মধ্যম কেবল তীব্র ভাব ধারণ করে; কারণ পঞ্চমকে কোমল করা এবং মধ্যমকে তীব্র করা উভয় সমান; কিন্তু আমাদের সংগীত শাস্ত্রমতে পঞ্চম বিকৃত হয় না, সুতরাং, কোমল পঞ্চম না বলিয়া কড়ি মধ্যম বলাই রীতি। গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে অল্প শ্রুতি থাকা প্রযুক্ত মধ্যমের কোমলত্ব নাই; মধ্যমকে কোমল করিতে গেলে গান্ধার ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

শুদ্ধ স্বরের স্বরগ্রাম।

ঋখব ও অপরাপর স্বরকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ গ্রামে কি কি বিকৃত স্বরের আবশ্যক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ঋখবকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়, যথা—

                    ৭
ঋ=সা, গ=ঋ, ম=গ, প=ম, ধ=প, নি=ধ, ঋ=নি।

গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হয়, যথা—

         ৭   ▲   ▲   ▲
গ=সা; ম=ঋ; ধ=গ; প=ম, নি=প, ঋ=ধ, গ=নি।

মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

                              ৮
ম=সা, প=ঋ, ধ=গ, নি=ম, সা=প, ঋ=ধ, গ=নি।

পঞ্চমকে যদি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

                                                 ৭
প=সা, ধ=ঋ, নি=গ, সা=ম, ঋ=প, গ=ধ, ম=নি।

ধৈবতকে যদি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

                 ▲   ৭   ▲
ধ=সা, নি=ঋ, ঋ=গ, ঋ=ম, গ=প, ম=ধ, ধ=নি।

নি-কে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

                                 ৭
নি=সা, ঋ=ঋ, গ=গ, গ=ম, ম=প, ধ=ধ, নি=নি।

শুদ্ধ স্বরগ্রাম বিবেক। Diatonic Scale.

০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০	০	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০
ঋ	সা	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০	০	সা০			
			গ	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০	০	সা০
					ম	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০
									প	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প	০	০	০
													ধ	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০
																নি	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০

বিকৃত স্বরগ্রাম বিবেক। Cromatic Scale.

ব ঋ০	০	ঋ০	ব গা০	০	গা০	০	ম০	০	৭ ম০	০	প০	০	ব ধ০	০	ধ০	০	ব নি০	নি০	০	সা০	০	ব ঋ০	০	ঋ০	০	ব গা০	গা০	
সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০	০	সা০						
			সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০	নি০	০	সা০			
									সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০	০	ধ০	০	০
													সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০	০	প০	০	০
																	সা০	০	০	০	ঋ০	০	০	গা০	০	ম০	০	০

... সুরে অর্থাৎ পাঁচটী পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধ স্বরের যোগে যে একটী প্রকৃত স্বরগ্রাম প্রস্তুত হয়, তাহাকে সচল ঠাট কহে। দ্বাদশটী বিকৃত স্বরে অর্থাৎ অর্দ্ধ সুরে যে স্বরগ্রাম ...
... সপ্তকে দ্বাবিংশতি শ্রুতি সন্নিবিষ্ট করিয়া যে স্বর গ্রাম স্থির হয়, তাহাকে মাধুরাচলিক গ্রাম কহে। এরূপ গ্রামপদ্ধতির ব্যবহার আসিয়া ভিন্ন ইউরোপে এই ক্ষণে প্রায় দৃ...
... স্বরে যে স্বরগ্রাম পূর্ণ হয়, তাহাকে ষড়স্বারিক গ্রাম কহে। পাঁচটী স্বরে যে স্বরগ্রাম পূর্ণ হয় তাহাকে পঞ্চস্বারিক গ্রাম কহে।

... বিংশ পৃষ্ঠায় শুদ্ধ স্বরের স্বরগ্রামে এক স্বর হইতে অপর স্বরে যাইতে যে যে স্থানে ৪টী বা ৩টী শ্রুতি আছে, তাহাদিগকে পূর্ণ স্বর ও যে যে স্থানে ২টী করিয়া শ্রুতি আ...
... এতদ্দ্বারা স্বরদ্বয়ের মধ্যগত শ্রুতির সংখ্যা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইয়া পড়ে। অতএব এক স্বর হইতে অপর স্বরে যাইতে যে স্থলে যত গুলি শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সংখ...
... প্রদর্শিত হইল।

ঋ-গ্রামে,-ঋ=সা, গ=ঋ, ম=গ, প=ম, ধ=প, নি=ধ, ঋ=নি ॥ গ-গ্রামে, গ=সা, ম=ঋ, ধ=গ, ধ=ম, নি=প, ঋ=ধ, গ=নি ॥

ম-গ্রামে, ম=সা, প=ঋ, ধ=গ, নি=ম, সা=প, ঋ=ধ, গ=নি ॥ প-গ্রামে, প=সা, ধ=ঋ, নি=গ, সা=ম, ঋ=প, গ=ধ, ম=নি ॥

ধ-গ্রামে, ধ=সা, নি=ঋ, ঋ=গ, ঋ=ম, গ=প, ম=ধ, ধ=নি ॥ নি-গ্রামে, নি=সা, ঋ=ঋ, গ=গ, গ=ম, ম=প, ধ=ধ, নি=নি ॥

বিকৃত স্বরের স্বরগ্রাম।

কোমল ঋষভকে স্বরগ্রাম করিলে এইরূপ স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে, যথা—

ঋ=সা, গ=ঋ, ম=গ, ম=ম, ধ=প, নি=ধ, সা=নি।

কোমল গান্ধারকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

গ=সা, ম=ঋ, প=গ, ধ=ম, নি=প, সা=ধ, ঋ=নি।

কড়িমধ্যমকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

ম=সা, ধ=ঋ, নি=গ, নি=ম, ঋ=প, গ=ধ, ম=নি।

কোমল ধৈবতকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

ধ=সা, নি=ঋ, সা=গ, ঋ=ম, গ=প, ম=ধ, প=নি।

কোমল নিষাদকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক ও বিকৃত স্বরের আবশ্যক, যথা—

নি=সা, সা=ঋ, ঋ=গ, গ=ম, ম=প, প=ধ, ধ=নি।

স্বরসাধন প্রণালী।

গ্রন্থ দেখিয়া সংগীত শিক্ষা করিবার এক মাত্র অসুবিধা এই, যে তদ্দ্বারা স্বর সকলের যথাযোগ্য স্থায়িত্ব নিরূপণ করা সহজ নহে, এবং এই স্থায়িত্ব নিরূপিত হইলেও ছন্দানুযায়িক বাজান বা গান করা যায় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে নিম্ন লিখিত প্রণালী ক্রমে সুরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমে আপনিই সহজ হইয়া আইসে। প্রথমতঃ, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, এই কয়েকটী অঙ্ক পুনঃ পুনঃ সমান ওজোনে মুখে গণনা করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণ কালে অঙ্গুলী কিম্বা পদদ্বারা ভূমিতে সমান ওজোনে আঘাত করিতে অভ্যাস কর। তাহার পর মুখে গণনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভূমিতে আঘাত কর। এরূপ না করিলে সমান ওজোনে আঘাত করিতে পটুতা জন্মিবে না, কারণ অঙ্গুলী কিম্বা পদদ্বারা সমান ওজোনে আঘাত করিতে এরূপ অভ্যাস করিয়া রাখিতে

হইবে, যে যন্ত্রাদি বাদন কালে আঘাতের নিবৃত্তি ও তাহার পরিমাণ হ্রস্ব দীর্ঘ না হয়। কেননা গাইবার কিম্বা বাজাইবার সময় ঐ আঘাত দ্বারাই সুরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হইবে।

সুর অভ্যাস করিতে একটী তাম্বুরা অতিশয় প্রয়োজনীয়। যিনি তাম্বুরার সুর বান্ধিতে না জানেন, তিনি যথেচ্ছা ক্রমে (কিন্তু এমন পরিমাণে চড়াইবেন যেন তার ছিন্ন না হইয়া যায়) একটী তার চড়াইবেন। পরে আ বলিয়া গলায় সুর দিয়া স্বর হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিবেন, এই রূপ করিলে দেখিতে পাইবেন, যে এক স্থানে গলার স্বরে ও তাম্বুরার তারের সুরে মিল হইবে; সেই স্বরটীর নাম সুর ও তাহার ব্যঞ্জক সা। এই সা সুরটী নির্দ্দেশ করিয়া, পরে এক সুর, দুই সুর, তিন সুর, এই রূপে ক্রমে গলা চড়াইলে, অর্থাৎ উচ্চ করিলে, এমন একটী উচ্চ সুর উৎপন্ন হইবে, যাহার সহিত আবার তাম্বুরার তারের সুরে মিল হইবে। যাহার গলা হইতে আরো উচ্চধ্বনি নির্গত হয়, তিনি আবার তাহার পরে ক্রমশঃ চড়িয়া গেলে পুনর্ব্বার তারের সুরে ও গলার সুরে মিল হইবে। অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে, যে সা হইতে ক্রমশঃ সাতসুর চড়িয়া গেলে ঐরূপ ঐক্য হয়। সা সুর দিয়া পরে সাত সুর চড়াইলে যে সুর নির্গত হয়; সে সুর আর প্রথম সা-র সুর ঠিক তুল্য হয়, তবে একটী খাদ ও একটী চড়া হয় এই মাত্র প্রভেদ। যেমন স্ত্রীলোক ও পুরুষে একত্রে গাইলে, হয় এক জনে চিক্কণ ও এক জন গভীর স্বর ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সুর মিলিত হয় তাহা বুঝা যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে সুর সর্ব্ব সমেত সাতটী; যেহেতু সপ্তম সুর হইতে ক্রমশঃ চড়াইলে আবার সেই প্রথম সুর পাওয়া যায়।

স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী সুর ক্রমান্বয়ে সমান ওজোনে অনুলোমিক ক্রমে উচ্চ করিতে শিখিলে, বৈলোমিক ক্রমে অর্থাৎ সুর উল্টা করিয়া নীচু মুখে আনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা—নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

যখন তাম্বুরার সহিত সারিগম্ অনুলোম ও বিলোমক্রমে উত্তম রূপে অবলীলা-ক্রমে সাধিতে পারিবে, তখন স্বরগ্রাম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। স্বরগ্রাম অভ্যাস করিতে হইলে, সুরগুলি সমানান্তর ক্রমে উচ্চনীচ না করিয়া, একবারে এক সুর হইতে তাহার তৃতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম পর্য্যন্ত উঠিতে হবে। মনেকর, ক্রমান্বয়ে সা, ম, গ কয়েকটী সুর লাগাইতে হইবে। এস্থলে সা-র অব্যবহিত পরের সুরে না উঠিয়া একবারে সা হইতে ম পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, আবার ম হইতে গ-তে নামিতে হইবে।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই কয়েকটী সুরের প্রত্যেক সুরটী এক, দুই, তিন, চারি মাত্রিক সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ এক; এক, দুই; এক দুই, তিন; এক, দুই, তিন, চারি;

এই কয়েকটী সংখ্যা বলিতে যে সময় লাগে, এই রূপ তুল্য সময় অন্তর ধ্বনিত কর। তৎপরে প্রত্যেক দুইটী বা তিনটী সুরের প্রতি এক বা ততোধিক সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তত সময় অন্তর উচ্চারণ কর।

এই স্বরগ্রাম অভ্যাস হইলে, কড়ি ও কোমল সুরগুলি দিতে শিক্ষা করিবে। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দুই সুরের মধ্য সুরকে কড়ি সুর বলে। যেমন ম হইতে প সুর না দিয়া, উহাদের মধ্যের সুর দিলে কড়ি মধ্যম সুর নির্গত হইবে। সা-র আর ঋ-র মধ্যের সুর দিলে কড়ি খরজ। এই রূপে কড়ি সুরগুলি দিতে শিখিলে কণ্ঠের জড়তা অনেকাংশে দূরীভূত হইতে পারিবে। গীতের সুরই প্রধান। কণ্ঠে সুরগুলি পরিষ্কার এবং নিয়মিত রূপে যথাক্রমে প্রকাশ করিতে পারিলে সকল প্রকার গানই কণ্ঠ দ্বারা সুসম্পাদিত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া একটী তাম্বুরা অতিশয় নরম করিয়া বাঁধিয়া, (কারণ চড়া হইলে সুর কর্কশ হইয়া যাইবে) প্রথমে কিয়ৎক্ষণ তিনটী বা চারিটী সুরের উচ্চ না লাগাইয়া ক্রমে ক্রমে পাঁচ, পরে ছয়, পরিশেষে আট সুর পর্য্যন্ত লাগাইবে। সুর যেন জোরের সহিত লাগান না হয়। প্রথমে অল্প, পরে ক্রমশঃ বেশী জোর দিতে হইবে। আর সর্ব্বদা সাবধান, যেন সুরসাধনকালীন কণ্ঠে বেদনা না লাগে। সুরসাধনকালীন তামাক না খাওয়া অতীব প্রয়োজনীয়।

নিম্ন লিখিত সুরগুলি সাধন কর।

(১ম) সা ঋ গ ম প ধ নি: নি ধ প ম গ ঋ সা ::

(২য়) সা ঋ গ ম প ধ নি; নি ধ প ম গ ঋ সা ::

(৩য়) সা ঋ গ ম প ধ নি; নি ধ প ম গ ঋ সা ::

(৪র্থ) সা ঋ গ ম প ধ নি সা(২); সা(২) নি ধ প ম গ ঋ সা::

(৫ম) সা ঋ গ ম প ধ নি সা(২) সা(২) নি ধ প ম গ ঋ সা ::

দুই দুই সুর চড়া ও নরম হইবে।

(৬ষ্ঠ) সা ঋ, ঋ গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি, নি সা(২) ::

সা(২) নি, নি ধ, ধ প, প ম, ম গ, গ ঋ, ঋ সা ::

এইরূপ (২) অঙ্ক-যুক্ত সা-কে উচ্চ সা-কহে।

তিন তিন সুর চড়া ও নরম হইবে।

(৭ম) সা ঋ গ, ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ, প ধ নি, ধ নি সা(২)::

সা(২) নি ধ, নি ধ প, ধ প ম, প ম গ, ম গ ঋ, গ ঋ সা ::

সা গ, ঋ ম, গ প, ম ধ, প নি, ধ সা(২), সা(২) ধ, নি প, ধ ম, প গ, ম ঋ, গ সা::

চারি চারি সুর চড়া ও নরম।

(৮ম) সা ঋ গ ম, ঋ গ ম প, গ ম প ধ, ম প ধ নি, প ধ নি সা(২) ::

সা(২) নি ধ প, নি ধ প ম, ধ প ম গ, প ম গ ঋ, ম গ ঋ সা ::

সা ম, ঋ প, গ ধ, ম নি, প সা(২); সা(২) প, নি ম, ধ গ, প ঋ, ম সা::

ছয় ছয় সুর চড়া ও নরম।

(৯ম) সা ঋ গ ম প ধ, ঋ গ ম প ধ নি, গ ম প ধ নি সা(২) ::

সা(২) নি ধ প ম গ, নি ধ প ম গ ঋ, ধ প ম গ ঋ সা ::

সা ধ, ঋ নি, গ সা(২), সা(২) গ, নি ঋ, ধ সা ::

(১০ম) সা ঋ গ ম প, ধ নি সা(২) ঋ(২) গ(২), ঋ(২) সা(২) নি ধ প ম, গ ঋ সা::

(১১শ) সা ঋ গ ম, প ধ নি সা(২), ঋ(২) সা(২) নি ধ, প ম গ ঋ ::

(১২শ) ধ নি সা(২) ধ নি প ম :: সা ম প নি সা(২) ঋ(২) নি সা(২) ::

(১৩শ) সা ঋ গ ঋ গ ঋ সা :: গ ম প :: সা ঋ গ ঋ গ প:: ঋ গ ঋ গ ম ::

(১৪শ) সা ঋ গ ম প, ধ নি র্স(২) সা(২) নি ধ প ম গ, ঋ সা ::

(১৫শ) সা ঋ গ, ম প প ধ নি র্সা(২), র্সা(২) নি ধ প গ, ম গ

ঋ সা, প প ম গ ঋ, সা ::

(১৬শ) সা

তা

মু সা ঋ গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ ঋ সা সা ::

উ নি ধ প ধ নি

(১৭শ)

তা সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা

মু সা ঋ গ ম প ধ নি

উ

তা

মু নি ধ প ম গ ঋ সা সা ::

উ নি ধ প ধ নি

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

(১৮শ)

তা	তা । । । । শ । ... । ॥ । + ॥ । তা । । ॥ শ ॥ ।
মু	ধ নি ধ প, ধ নি নি ধ গ, ম ম, গ ঋ সা, ধ নি প,
উ	

	সা। সা। সা, ঋ ঋ সা। নি,
তা	সা । । । । । শ। সা॥ । + । । ॥
মু	ধ নি নি, নি ধ, নি ধ ম, গ ঋ সা ঃঃ
উ	

"সা ঋ, গ, ম, প, ধ, নি" সাধনকালে "সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি" এই রূপ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এই স্বরগ্রামগুলি সাধন করিয়া, সেতার সাধনের সময়ে যে স্বরগ্রামের ক্রম লিখিত হইয়াছে, সেই স্বরগ্রামের ধাতুগুলি সাধন কর; পরে ঠেকার বোলেযোগে যে গীতগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেইগুলি অভ্যাস কর।

তাম্বুরার সহিত সুর সাধিতে হইলে কিরূপে তাম্বুরা বান্ধিতে হয় তাহা এই-ক্ষণে লিখিত হইতেছে। তাম্বুরার লাবু বাদকের দক্ষিণদিকে ও কাণ বামদিকে পড়ে এরূপে তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া, সর্ব্বোপরি যে একটী পিতলের তার দৃষ্ট হয়, তাহাকে পঞ্চম কহে; পঞ্চমের বাম দিকে যে দুইটী ইস্পাতের পাকা তার থাকে তাহার প্রথমটীর নাম সুর, ও দ্বিতীয়টীর নাম জুড়ি, জুড়ির বাম দিকে খরজ নামে আর এক গাছি পিতলের তার থাকে। তাম্বুরায় সর্ব্ব শুদ্ধ পঞ্চম, সুর, জুড়ি ও খরজ এই চারিটী তার বান্ধা থাকে। এই চারিটী তার সমান করিয়া বান্ধা হয় না, সুর ও জুড়ি প্রথমে যথেচ্ছাক্রমে অনায়াসসাধ্য কণ্ঠস্বরের সহিত ঐক্য করিয়া বান্ধিতে হয়। খরজ, সুরজুড়ি অপেক্ষা এক গ্রাম অথবা সাত ঘাট নরম করিয়া বান্ধা হয়, আর পঞ্চম, সুর জুড়ি অপেক্ষা তিন ঘাট নরম করিয়া বান্ধা হয়। এই রূপে চারিটী তার চড়াইয়া, প্রত্যেক তারের নিম্ন দিয়া সোয়ারি নামক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর কিঞ্চিৎ সুতার গুচ্ছি বসাইবে, সেই সুতার গুচ্ছি বসাইলে যে প্রবল সুর হয়, তাহাকে জোয়ারি মিল কহে। তাম্বুরার সুর ও জুড়ি বান্ধিবার নিয়ম অতি সহজ, খরজ পঞ্চম বান্ধা ও জোয়ারি মিল করা কিঞ্চিৎ কঠিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাগাধ্যায়।

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়; এবং ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন * করাকেও রাগ কহে।

রাগ তিন প্রকার, যথা—শুদ্ধ, সালঙ্ক বা সালগ, এবং সংকীর্ণ বা সংকীরণ। যে সকল রাগের সহিত অন্য রাগের সংশ্রব থাকে না, তাহাকে শুদ্ধ রাগ কহে। দুই রাগ মিশ্রিত হইয়া যে রাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সালঙ্ক কহে। বহুরাগ সংযোগে যে রাগ জন্মে তাহাকে সংকীর্ণ বলা যায়।

শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ এই তিন জাতীয় রাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ওড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ। ইহাদিগকে হিন্দিতে ওড়, খাড় ও সম্পুরণ কহে।

যে যে রাগরাগিণীর আলাপে সাত সুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয়। যে সকল রাগাদিতে ছয় সুর ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে খাড়ব জাতি বলা যায়। আর যে সকল রাগরাগিণী পাঁচ সুরবিশিষ্ট, অর্থাৎ পাঁচটী সুরেতে যে রাগের মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তাহারা ওড়ব জাতি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

কোন রাগ আলাপে যে সুর প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গ্রহ বা গিরি (১)। রাগের বিশ্রামক যে সুর, অর্থাৎ রাগরূপ আলাপ করিয়া যে সুরে অবসান হয়, তাহাকে ন্যাস বা বিরাম কহা যায় (২)।

রাগে যে সুর স্বামীবৎ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে সুর অন্য সুর অপেক্ষা প্রধান বা যাহার বহুল প্রয়োগ হয়, তাহাকে অংশ বা বাদী কহে (৩)। হিন্দিতে বাদীকে জান বলিয়া থাকে।

---

* রঞ্জয়তি রাগঃ। ভরতঃ।, যস্য শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ। সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেনরাগ ইতি স্মৃতঃ। সোমেশ্বর।

(১) রাগাদৌ স্থাপিতোযস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে। রত্নাকর।
গ্রহ স্বরস্য ইত্যুক্তো যে, গীতাদৌ সমর্পিতঃ। ন্যাসঃ স্বরস্তু স প্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্তিক সংগীত নারায়ণ।

(২) ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়োযস্তু রাগঃ সমাপকঃ। রত্নাকর।

(৩) স্বামি বদ্বদনাবাদী স রাগ প্রতিপাদকঃ। বাদিনা সহ সংবাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
নৃপে তন্যানুবদনাদনুবাদী চ ভৃত্যবৎ। তথা বিবাদাৎতেনৈব বিবাদী বৈরিবদ্ভবেৎ। রত্নারণী।
যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং বাদ্যং সোহপি নৃপোত্তম। সংগীত নারায়ণ।
অনন্যত্বাৎ প্রধানত্বাৎ অংশো জীবস্বরঃ স্বরঃ। সোমেশ্বর।
বহুলং যঃ প্রয়োগেষু স অংশ স্বরউচ্যতে। সংগীত রত্নাকর।

রাগে মন্ত্রিবৎ যে সুর ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বাদী স্বরের অনুগত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাকে সম্বাদী কহে। পরে অবশিষ্ট যে সুর ভৃত্যবৎ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অনুবাদী কহে। রাগভ্রষ্টকর সুরের নাম, অর্থাৎ রাগাদির অঙ্গে যে সুর ব্যবহার হয় না, তাহাকে বিবাদী বা বর্জ্জিত কহে (৪)।

তানলয় বিশুদ্ধ ও সুস্বর-সম্বন্ধ শ্লোক সমূহকে গীত কহা যায়। গীত নানা প্রকার, যথা—আলাপ, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি।

আলাপচারী। স্বরযোগে, অথবা কোন তার যন্ত্রযোগে, রাগরাগিণীর রূপ মূর্ত্তিমান করার নাম আলাপচারী। আলাপে কোন প্রকার বিশেষ তাল ভেদ দেখা যায় না; কেবল বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত, এই তিন প্রকার লয় দ্বারা রাগাদির আলাপ হইয়া থাকে। আ, না, তা, তো, ম্, তা, না, তে, রে, নে, না, দে, তা, রি, এই চতুর্দ্দশ বর্ণ লইয়া আলাপচারী হইয়া থাকে। আনা রিনা, তাদারে, তেরোম, তানা, তানোম, তানা, তানা, নানা, না, তারি এই কয়েকটী বোল।

অনুলোম, বিলোম, গমক, মূর্চ্ছনা, আকার, অলঙ্কার, তান, লয়, বাট্, কাকু, তুক, উপজ, লাগডাট, দমখম্, কর্ত্তব্য, এইগুলি গীতের বিশেষ অলঙ্কার স্বরূপ। ইহাদিগকে স্থানে স্থানে বিবেচনা পূর্ব্বক না দিতে পারিলে গীত কিম্বা বাদ্য মিষ্ট লাগে না।

গীতাদিতে যেরূপ চারিটী চরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আলাপে চারিটী চরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। প্রথম চরণের নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয়ের নাম সঞ্চারী, চতুর্থের নাম আভোগ।

সঞ্চারী। কোন রাগের আলাপ শ্রবণে সংগীতরসজ্ঞ বিচক্ষণ শ্রোতৃবর্গের মনে সেই রাগের যে মূর্ত্তি সঞ্চার হয়, তাহাকে সঞ্চারী কহে।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্যাদির প্রকরণ যাহা দেবতা ও প্রাচীন ঋষিদিগের প্রণীত তাহাকে মার্গ কহে (৫)। আর যে বিশেষ বিশেষ প্রকরণ আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেশে ব্যবহৃত, তাহার নাম দেশী।

---

(৪) বাদী রাজাস্বরস্তস্য সম্বাদী স্যাদমাত্যবৎ। শত্রুর্বিবাদী তস্যস্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ।
সংগীত দামোদরঃ।

(৫) মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতং। সংগীত ভাষ্যে।
যদুক্তং ঋষিভি নৈব সমার্গ ইতি প্রোচ্যতে। দেশেদেশেতু সংগীতং তদ্দেশীয়ং নিগদ্যতে।
নারদ সংহিতায়ঃ।

মার্গ, দেশী ব্যতীত অধুনা কতগুলি অতি সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি হইয়া তাহারা ধুন বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—পিলু, জংলা, ঝিঝিটী, লুম, এলাইয়া ইত্যাদি।

সারগম্ প্রকরণ, মৃদঙ্গেরবোল, নৃত্যতত্ত্ব, রাজাদির যশোবর্ণন, আশীর্ব্বাদসূচক ও প্রেমতত্ত্ববিষয়ক রচনাসমস্ত গীতের অন্তর্গত থাকে।

ধ্রুপদ বা ধোরপদ। ধ্রুব শব্দে ধূয়া, পদ শব্দে কলি। এই দুই শব্দে ধ্রুপদ হইয়া থাকে। ধ্রুপদকে ধ্রুবক বলা গিয়া থাকে। ধ্রুপদে প্রায়ই চারিটী করিয়া তুক্ থাকে, অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কোন কোনপদে মিলাকুক্ নামে আর একটী তুক্ থাকে।

ধ্রুপদ পুংগায়কদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিস্ট হইয়াছে, ইহা স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী নহে। ধ্রুপদ নানা প্রকার, যথা,—ফুলবন্ধ, যুগলবন্ধ, প্রবন্ধ, ধাক ইত্যাদি।

যে ধ্রুপদ কবিতা রচনা করিয়া গীত হয়, তাহাকে ফুলবন্ধ কহে।

যে ধ্রুপদ দুই ব্যক্তি একত্র গান করেন, কিন্তু এক জন কেবল স্বর রাগসহযোগে বর্ণনাদি করেন, ও অপর ব্যক্তি সেই রাগে যখন যে ধাতু প্রয়োগ হয় সেই গুলি তাল লয় যোগে তাহাতে লাগাইয়া যান, তাহাকে যুগলবন্ধ কহে।

যে ধ্রুপদে এক তালের মধ্যে নানা প্রকার তাল পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে প্রবন্ধ কহে।

যে ধ্রুপদে "ধাক" এই শব্দটী থাকে, তাহাকে ধাক কহে।

স্বরগ্রাম। কোন রাগের কেবল সাতটী ধাতু অবলম্বন করিয়া তালযোগে গান করার নাম স্বরগ্রাম বা সারগম্। সারগমে দুইটীর অধিক তুক্ থাকে না।

খেয়াল। সুলতান হোসেন প্রথম খেয়ালের সৃষ্টি করেন। খেয়ালের রচনা ধ্রুপদের অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত; কিন্তু ধ্রুপদ অপেক্ষা ইহা অনেক মিষ্ট। খেয়ালে নায়ক নায়িকা বর্ণনাই অধিক। ইহাতে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী তুক্ সর্ব্বদা থাকে। খেয়াল নানাপ্রকার, যথা—কওল, কালবানা, গুল্নক্স, তারাণা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা।

কাওল ও কালবানাতে কেবল ঈশ্বরের স্তুতি ও মহম্মদের গুণকীর্ত্তন থাকে।

চতুরঙ্গের চারিটী তুক্ থাকে। প্রথম তুকের বর্ণনাতে চতুরঙ্গ শব্দটী উল্লিখিত থাকিবে, দ্বিতীয় তুকে স্বরগ্রাম, তৃতীয় তুকে আলাপের বোল, চতুর্থ তুকে বাদ্যের বোল থাকে। চতুরঙ্গের ন্যায় পঞ্চরং, ষট্‌রং, সপ্তরং প্রভৃতি নানা রং গায়কেরা গান করিয়া থাকেন।

কোন খেয়ালের মধ্যে "গুল" এই শব্দটী থাকিলে, তাহাকে গুল্নক্স্ কহে।

ত্রিবটের তিনটী করিয়া তুক্ থাকে। প্রথম তুকে আলাপের বোল, দ্বিতীয় তুকে বাদ্যের বোল, তৃতীয় তুকে স্বরগ্রাম থাকে।

তারাণা বা তেরেণা অথবা তেলেনার দুইটী তুক্ থাকে। নে, তে, তেরে, ইত্যাদি কতক গুলি আলাপের বোল লইয়া তেলেনা গান করা বিধেয়। আমীরখোসরু এই প্রকার গান প্রথম সৃষ্টি করেন।

কালবৎ বা কালাবৎ। কাল হইতে কালায়ৎ নামটী সৃষ্টি হইয়াছে। গানে প্রধান তাল, এবং তালের মূল কাল। কাল হইতে কালবৎ হইয়াছে। এইক্ষণে কাল-বৎকে কালাসৎ কহে।

কতকগুলি রাগ একত্র আবদ্ধ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তালযোগে গান করার নাম রাগমালা।

এতদ্ব্যতীত কড়্খা নামক এক প্রকার গীত আছে। কড়্খা যুদ্ধাদি বর্ণন স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজপুতেরা এই গান গাইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপদ। যে সকল গীতে কেবল ভগবান বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন থাকে, তাহাকে বিষ্ণুপদ কহে। সুরদাস বাবাজী এই প্রকার গানের সৃষ্টিকর্ত্তা।

শিবপদ। যে সকল গীতে শিবের গুণকীর্ত্তন থাকে, তাহাকে শিবপদ কহে।

শক্তিপদ। যে সকল গীতে শক্তির গুণকীর্ত্তন থাকে, তাহাকে শক্তিপদ কহে।

গণেশস্তব। যে সকল গীতে গণেশের গুণকীর্ত্তন থাকে, তাহাকে গণেশস্তব কহে।

গঙ্গাস্তব। যে সকল গীতে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন থাকে, তাহাকে গঙ্গাস্তব কহে।

এই সকল ব্যতীত হনুমানস্তব, বটুক ভৈরবস্তব প্রভৃতি নানা প্রকার স্তব আছে।

টপ্পা। টপ্পার রচনা অতি সুললিত ও আদিরস ঘটিত। ইহাতে দুইটী তুক্ থাকে। টপ্পা নানা প্রকার, যথা—ঠুংরি, গজল, রেক্তা, সোহেলা, হোরি।

ঠুংরি অতি ক্ষুদ্র রাগে ও ক্ষুদ্র তালে রচিত হয়। ইহার সুর অতিশয় মধুর, এজন্য অতি শীঘ্র লোকের চিত্তহরণ করিয়া থাকে।

গজল, রেক্তা ইত্যাদি গীতে নায়কনায়িকার সম্বন্ধ এবং বিরহাদি বিষয়ক বর্ণনা সচরাচর বর্ণিত থাকে।

বিবাহাদি উৎসবকালে যে সকল গীত ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সোহেলা কহে।

যে সকল গীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন ও যশোবর্ণন থাকে, তাহাকে হোরি কহে।

এতদ্ভিন্ন খেমটা, দাদ্রা, কজ্জলী, লাবণী, গরভা, ধবলযাত্রা, চুটকী, জিগর, পাঞ্চালী, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি নানা প্রকার গীত আছে।

মূর্চ্ছনা, গমক, গিট্‌কিরি ইত্যাদি।

ইতিপূর্ব্বে যে তিনটী গ্রামের বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সাতটী করিয়া মূর্চ্ছনা আছে। তিন গ্রামে সাকল্যে একবিংশতি মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনা শব্দে দুইটী সুরের মধ্যগত অন্তর বুঝায়, অর্থাৎ একটী কোন সুর হইতে অবিচ্ছেদে

অন্য সুর প্রকাশ করাকে মূর্চ্ছনা কহে। স্বরগ্রামের এক একটী সুর পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিলে, তাহাকে মূর্চ্ছনা কহা যায় না। মূর্চ্ছনাদ্বারা সুর সকল পরস্পর সংলগ্ন থাকে। বীণা ও সেতারাদি যন্ত্র ভিন্ন অন্য যন্ত্রে মূর্চ্ছনা সুস্পষ্ট রূপে নির্গত হয় না। কোন পর্দ্দার উপর তারকে বামহস্তের তর্জ্জনী অথবা মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আঘাত করিলে যে ধ্বনি নির্গত হয়, সেই ধ্বনি বিলীন না হইতে হইতে ঐ পর্দ্দার উপরের বা নীচের এক বা ক্রমান্বয়ে দুই তিন সুর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। হিন্দীভাষায় মূর্চ্ছনাকে মীড় কহে।

এক আঘাতে দুইটী বা ততোধিক সুর ধ্বনিত করাকে আশ কহে।

তারকে কোন পর্দ্দার উপর ধ্বনিত করিয়া মৃদুমন্দ সঞ্চালন করিলে অর্থাৎ দোলাইলে, যে অস্থির ধ্বনি নির্গত হয়, তাহাকে গমক[1] অর্থাৎ সুর কম্পন কহে। একটী সুর হইতে তাহার অব্যবহিত উচ্চ সুরে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিলেও সুরকম্পন উৎপন্ন হয়।

কতকগুলি সুরের উপর কেবল আশ দিয়া অতি শীঘ্র গমন করার নাম গিটুকিরি।

তান। কোন রাগকে অনুলোম বিলোম গতিতে গমক মূর্চ্ছনাদির দ্বারা প্রকাশ করাকে তান কহে। চারিসুরে তান হয়। তান চারিপ্রকার, যথা—অরচক, যাতক, সাতক, সুরাতক। যে তানে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। অনুলোমে ও বিলোমে যে তানে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে যাতক কহে। এক সুর তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

দুই সুর উলত পুলত মিশ্রণে দুই তান হয়, যথা—সা ঋ, ঋ সা।

তিন সুর মিশ্রণে ছয় তান হয়, যথা,—সা ঋ গ, গ ঋ সা, ঋ সা গ, গ সা ঋ, সা গ ঋ, ঋ গ সা।

চারি সুর মিশ্রণে চতুর্ব্বিংশতি তান হয়, যথা—সা ঋ গ ম, ম গ ঋ সা, ঋ সা গ ম, সা গ ঋ ম, গ সা ঋ ম, ঋ গ সা ম, গ ঋ সা ম, সা ঋ ম গ, ঋ সা ম গ, সা ম ঋ গ, ম সা ঋ গ, ঋ ম সা গ, ম ঋ সা গ, সা গ ম ঋ, গ সা ম ঋ, সা ম গ ঋ, ম সা গ ঋ, গ ম সা ঋ, ম গ সা ঋ, ঋ গ ম সা, গ ঋ ম সা, ঋ ম গ সা, ম ঋ গ সা, গ ম ঋ সা।

পাঁচ সুরে ১২০, ৬ সুরে ৭২০ ও সাত সুরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ তান হইয়া থাকে।

সুরমিশ্রণে তান যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহার সংকেত নিম্নে প্রদর্শিত হইল যথা,—

---

(১) গমক ত্রয়োবিংশতি, যথা—তিরিপ, আন্দোলিত, পুরোহত, আহত, কম্পিত, কড়োরি, প্রত্যাহত, শান্ত, দুরুত, ঘর্ষণ, অনুরাহত, আবর্ষণ, অহিত, বাগমি, উত্রাহত, অরোবর্ষণ, জমত, মুদ্রা, লোমহান, অত্যাহত, চাল, মূর্চ্ছনা, কর্মোমহান।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১	২	৬	২৪	১২০	৭২০
১	২	৬	২৪	১২০	৭২০	৫০৪০

কালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করণের নাম লয়। লয় পাঁচ প্রকার,—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, বৈষম্য ও অনুদ্রুত।

ঘাঁট। ত্রিসপ্তকের যে কোনটীকে অবলম্বন করিয়া রাগাদিকে বিভাগ করিয়া গান করা অথবা বাজান যায়, তাহার নাম ঘাঁট।

কাকু। স্বরবিকারকে কাকু কহে।

তুক্ বা পাদ। কতকগুলি মাত্রার মিলনকে পাদ কহে।

উপজ। ক্ষুদ্র তানকে উপজ কহে।

লগ্নদণ্ড বা লাগ্‌ডাট। সুর ও সুরের সূক্ষ্মাংশগুলিকে অবিচ্ছেদে প্রকাশ করাকে লাগ্‌ডাট কহে।

দম্। লয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নাম দম্।

থম। লয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরের মধ্যে মধ্যে অল্প বিশ্রামকে থম্ কহে।

কর্ত্তবা বা কর্ত্তব্। কোন গীতাদিতে সুরের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শনের নাম কর্ত্তব্।

সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধাংশটী চারি প্রকারে বিভক্ত; যথা—ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, ভাবাঙ্গ, উপাঙ্গ।

ভাষাঙ্গ। যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ স্বরযোগে কণ্ঠে গীত হয়, তাহাকে ভাষাঙ্গ কহে। যেমন গান করা।

ক্রিয়াঙ্গ। যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ কোন যন্ত্রে হস্তদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে ক্রিয়াঙ্গ কহে। যেমন মৃদঙ্গ ও সেতার বাদন।

ভাবাঙ্গ। আঙ্গিক ক্রিয়াদ্বারা যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ সম্পন্ন হয়, তাহাকে ভাবাঙ্গ কহে। যেমন নৃত্য।

উপাঙ্গ। অঙ্গের কোন দেশ আশ্রয় করিয়া যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ সম্পন্ন হয়, তাহাকে উপাঙ্গ কহে। যেমন কুম্ভক, অর্থাৎ বায়ুরুদ্ধ করিয়া নাশাদিতে সংলগ্ন করিয়া ন্যাসতরঙ্গ প্রভৃতি বাজান।

বঙ্গভাষায় গীত সকল পদ্যে রচিত। গীত প্রায় সমুদায় ছন্দেই গ্রথিত হয়, কিন্তু ইহার অক্ষর সংখ্যায় একতা দেখা যায় না। কাযে কাযেই গীতাদিতে কখন অধিক, কখন অল্প অক্ষর দৃষ্ট হয়। কখন কখন হ্রস্ব বর্ণকেও দীর্ঘ, দীর্ঘ বর্ণকেও হ্রস্ব করিতে হয়। গীতাদিতে অক্ষরের ন্যূনাধিক্য ও লঘু গুরুর ব্যতিক্রম, ও চরণ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি কেবল সুরের অনুরোধেই ঘটিয়া থাকে।

গীত যে ভাষায় রচিত হয়, সেই ভাষা সুন্দর রূপে বুঝিয়া শব্দ গুলি পরিষ্কার রূপে উচ্চারণ করিয়া গান করিলে, গানের বোল শুদ্ধ হইল বলা যায়।

গীতে পদ সংস্থাপনকে রীতি কহে। ইহা গীতের শরীর স্বরূপ।

বঙ্গভাষায় রীতি চারি প্রকার(১)। যথা,—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী।

মাধুর্য্যগুণব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে বৈদর্ভী রীতি কহে।

ওজোগুণব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে গৌড়ী রীতি কহে।

শ্লেষ নামক ওজোগুণের ব্যঞ্জক শব্দ বিন্যাসকে পাঞ্চালী কহে।

সুকুমার গুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে লাটী কহে।

ছয়রাগের জন্ম ও বংশ বিবরণ।

সপ্তস্বরের মধ্যে এক স্বর অর্থাৎ নিখাদ নিঃসন্তান; অপর চারিটী হইতে ছয় রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, যথা—খরজ হইতে ভৈরব, রিখভ হইতে মালকোশ বা মালব, গান্ধার হইতে হিণ্ডোল, মধ্যম হইতে দীপক, পঞ্চম হইতে মেঘ, এবং ধৈবত হইতে শ্রী। এই ছয়টী রাগ তিন বংশে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অথবা ওড়, খাড়, সংপূরণ। হিণ্ডোল আর মালকোশ রাগে পাঁচ স্বর ব্যবহার হয় বলিয়া, উহারা ওড় বংশীয় বলিয়া অভিহিত হয়; মেঘে ছয় স্বরের ব্যবহার, এজন্য উহাকে খাড় বংশীয় বলা যায়; এবং ভৈরব, দীপক ও শ্রীরাগে সাত স্বরেরই প্রয়োগ হয় বলিয়া, উহারা সংপূরণ বংশীয় বলিয়া আখ্যাত হয়। ওড় বংশীয় রাগদ্বয় ঋখভ আর পঞ্চম বর্জ্জিত; এবং খাড় বংশের রাগটী ধৈবত রহিত। এই ছয় রাগ পরস্পর সংযোগে উপরাগ ও উপরাগিণী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। নারদ পুরাণে লিখিত আছে যে, এই তিন বংশ হইতে চুয়ান্নকোটি রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন সংগীতবেত্তাদের মধ্যে রাগরাগিণী ঘটিত অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। সংগীতবিৎ মিরজা খাঁ ভৈরব রাগে ঋ ও প পরিত্যাগ করিয়া গান করিতে বিধি দিয়াছেন, কিন্তু রাগবিবোধের গ্রন্থকার সোমেশ্বর ঋ ও প পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই।

---

(১) রীতির অপর একটী নাম বাণী। বাণী চারি প্রকার, যথা—গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর। এই চতুর্ব্বিধ প্রণালীকে ভাষায় চং বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

রাগাদির পরিবার বর্ণন।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অস্মদ্দেশে সহস্র সহস্র রাগরাগিণীর ব্যবহার ছিল, কিন্তু এইক্ষণে ন্যূনাধিক একশত ষড়বিংশতি মাত্র প্রচলিত আছে[1], আর সমুদায় প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অল্প সংখ্যক রাগরাগিণী যে অস্মদ্দেশীয় কোন গায়কের সুলভ আয়ত্ব তাহাও প্রত্যয় হয় না।

আদি ছয়টী রাগের নাম সম্বন্ধে গ্রন্থকারদের পরস্পর কিছু কিছু অনৈক্য দৃষ্ট হয়, যথা—

ব্রহ্মার মতানুসারে,—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও বৃহন্নট বা নটনারায়ণ।

ভরত ঐ,—ভৈরব, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, ও মেঘ।

হনুমন্ত ঐ ঐ

সোমেশ্বর ঐ,—ভৈরব, মালব, শ্রী, হিন্দোল, দীপক ও মেঘ।

মতান্তরে,—বসন্ত, বৃহন্নট, মল্লার, মালব, প্রদীপ, কৌশিক এই ছয়টী রাগ।

ব্রহ্মার মতানুসারে ছয়টী রাগের প্রত্যেকের ছয় ছয়টী ভার্য্যার নাম। যথা—

শ্রীরাগের ভার্য্যা। মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী মধুমাধবী, পাহাড়ী।

বসন্ত ঐ ঐ। দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, টোরিকা, ললিতা, হিন্দোলী।

পঞ্চম ঐ ঐ। বিভাস, ভূপালী, কর্ণাটী, পাঠহংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী।

ভৈরব ঐ ঐ। ভৈরবী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী, রামকেলী, গুজ্জরী, গুণকিরী।

মেঘ ঐ ঐ। মল্লারী, সৌরটী, সায়েরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার।

নটনারায়ণ ঐ ঐ। কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী, হাম্বীর।

ভরত-মতানুসারে ছয়টী রাগের প্রত্যেকের ছয় ছয়টী ভার্য্যার নাম। যথা—

ভৈরব রাগের ভার্য্যা—বাঙ্গালী, ভৈরবী, মধ্যমা, সিন্ধুবী, মধুমাধবী, বিরারী।

মালকোশ ,, ,, —টোড়ী, মাবা, খাম্বাবতী, গুণকেলী, গৌরী, কুকুভা।

হিন্দোল ,, ,, —রামকেলী, বেহাগড়া, বেলাবলী, পটমঞ্জরী, ললিতা, দেশাক।

দীপক ,, ,, —দেশী, কামোদী, কেদারা, কাকী, নট, কার্ণড়া।

মেঘ ,, ,, —দেশকার, গুজ্জরী, ভূপালী, সুরট, মল্লারী, টঙ্ক।

শ্রী ,, ,, —দেবগান্ধার, বসন্ত, আসয়ারী, মালবী, ধনাশ্রী, মালশ্রী।

---

(১) প্রত্যেক রাগের ছয় ভার্য্যা, ছয় পুত্র, ছয় পুত্রবধু, এক সখা ও এক সখী। মোটে প্রতি রাগে একবিংশতি, এবং ছয় রাগে একশত ষড়বিংশতি।

হনুমন্ত মতানুসারে ছয় রাগের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটী ভার্য্যার নাম। যথা—

ভৈরব রাগের স্ত্রী—বরাতী, মধ্যমাদী, ভৈরবী, সৈন্ধবী, বাঙ্গালী।
মালব ,, ,,—টোরী, গৌরী, গন্তাক্রী, খাম্বাবতী, কুকুভা।
শ্রী ,, ,,—মলয়শ্রী, মারবী, ধ্যানশ্রী, বাসন্তী, আসয়ারী।
হিণ্ডোল ,, ,,—রামক্রী, দেশাক্ষী, ললিত, বেলাবলী, পটমঞ্জরী।
দীপক ,, ,,—দেশী, কাম্বোদী, নেতা, কেদারী, কর্ণাটী।
মেঘ ,, ,,—টেঙ্কা, মল্লারী, গুর্জ্জরী, ভূপালী, দেশাক্রী।

যে যে রাগিণী যে রাগের ভার্য্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেই সেই রাগিণী সেই সেই রাগ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যে রাগের যে পত্নী সেই রাগের কিয়দ্ভাগ ছায়া, সেই রাগিণীর কোন স্থানে না কোন স্থানে পাওয়া যায়।

ভৈরব রাগের পুত্র;—দেওসাক, নট, বিভাস, শ্যাম, ঢোল, অজয়পাল। কালাংড়া।

ঐ পুত্রবধূ;—যোগিঞা, রেখভ, আশিনী, রেওয়া, বহুলা, ভেটিয়াল। সুহা।

মালকোশরাগের পুত্র;—গান্ধার, ছায়ানট, শুদ্ধনট, কেদারনট, সারঙ্গনট, গৌরনট। পাথার।

ঐ পুত্রবধূ;—কোশক, মায়া, লীলাবতী, শ্যামপুরবী, বাগেশ্বরী, বেলায়লী। দেশকেলী।

হিণ্ডোলরাগের পুত্র;—সাহানা, মনোধ্যান, মালোয়া, কানড়গৌর, কল্যাণ, শুদ্ধ। বেহাগড়া।

ঐ পুত্রবধূ;—বাসন্তী, বাহার, জয়েন্তী, ললত, ইমন, পরমানন্দ, রূপশ্রী।

দীপকরাগের পুত্র;—নট, কানড়া, বারোঁয়া, গারা, খাম্বাজ, ইমনকেদারা। শ্যামকল্যাণ।

ঐ পুত্রবধূ;—মিঞারমল্লার, পরদীপকী, মাযায়রী, মালীগৌরা, মালাবতী, পলাশ। ঠুংরী।

শ্রীরাগের পুত্র;—তিলককামোদ, পুরিয়াকানড়া, শ্যামরাম, কামোদনট, পঞ্চম, জয়েতকল্যাণ। কামোদকল্যাণ।

ঐ পুত্রবধূ;—ভরোষ্টী, ললিতগৌরী, পুরিয়া-আসয়ারী, শ্যামবরারী, পুরিয়াটোড়ী, হাম্বিরকল্যাণ। নটনারায়ণ।

মেঘরাগের পুত্র;—গৌড়, গৌড়মল্লার, সিন্ধুরা, বড়হংস, শঙ্করাভরণ, জয়েত। সম্পাত।

ঐ পুত্রবধূ;—দেশীটোড়ী, নটমল্লার, আড়ানা, সামন্ত, ছায়া, নাগধ্বনী। গৌরা।

মতান্তরে ভৈরব রাগের পুত্র;—কোশক, অজয়পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ, ঢোল। রেখব।

ভৈরব রাগের পুত্রবধূ;—অষ্টী, রেওয়া, বহুলা, শোহিনী, রম্ভেলী, সুহা। গান্ধার।

মালকোশের পুত্র;—ছায়ানট, শুদ্ধনট, হাম্বিরনট, কেদারনট, সালঙ্কনট, আভীরনট। গান্ধার।

ঐ পুত্রবধূ;—শ্যামপুরবী, লীলাবতী, গৌরসারঙ্গ, পুরিয়া, বেলাবলী, সুঘরাই। শারঙ্গ।

হিণ্ডোলের পুত্র;—মালোয়া, সাহানা, মনোধ্যান, কল্যাণ, কামরগৌর, ইমনকল্যাণ। পঞ্চম।

ঐ পুত্রবধূ;—দেওগিরি, জয়েতী, ত্রিবণ, পরদীপকী, পুরবী, মাকর। বাসন্তী।

দীপকের পুত্র;—ইমনকেদার, কেদারকল্যাণ, জয়েতকল্যাণ, কামোদকল্যাণ, হাম্বিরকল্যাণ, শ্যামকল্যাণ। ষট্।

ঐ পুত্রবধূ;—পুরিয়াধনাশ্রী, চৌরাষ্টকী, ভখারী, মলরেহাকানড়া, আভীরী, অষ্টী। ভীমপলশ্রী।

মেঘের পুত্র;—নট, সিন্ধোরা, সামন্ত, ছায়া, আড়ানা, সম্পাত, গৌর।

ঐ পুত্রবধূ;—পুরিয়া-আসয়ারী, শ্যামবরারী, জয়েতশ্রী, দেশীটোরী, বাহারী, পুরিয়াটোরী। নটপলশ্রী।

শ্রীরাগের পুত্র;—শ্যামরাম, পুরিয়াকানড়া, বাগেশ্রী, গৌঁড়, কামোদনট, তিলককামোদ। শঙ্করাভরণ।

ঐ পুত্রবধূ;—বিজয়া, জয়জয়ন্তী; সরস্বতী, নটমল্লারী, পরজ, বিখারা। কোলাহল।

কল্লিনাথমতে ভৈরব রাগের পুত্র;—রাম, ষট্, মধু, গান্ধার, হর্ষ, বাঙ্গাল, দেশাখ্য, সুভা।

মালকোশ ঐ;—মাধব, শোভন, সিন্ধু, মারু, মোবাড়, কুন্তল, কলিঙ্গ, সোম।

হিণ্ডোল ঐ;—আভীর, শুভ্র, ধবল, চন্দ্রকাশ, বিমোহক, চন্দ্রকান্ত, স্নেহ, বেদ।

দীপক ঐ;—সুহা, নায়ক, আড়ানা, শঙ্করা, কানড়া, বিহাগড়া, নাট, কেদার।

শ্রী ঐ;—মারুয়া, পুরবী, শ্যাম, হেম, ক্ষেম, হাম্বির, ভূপাল, জয়েত।

মেঘ ঐ;—মল্লার, গৌড়, কর্ণাট, জলধর, মালোয়া, তৈলঙ্গ, কমল, কুসুম।

মতান্তরে বসন্ত ঐ;—বাসন্তী, পঞ্চম, চম্পাক, বিহারী, ভ্রমর, পঞ্চাল, অঙ্গ, বঙ্গ।

বৃহন্নট ঐ;—ছায়ানট, দেশনট, কেদারনট, সৌরব, রাজহংস, রক্তহংস, রেওয়া, কুম্ভ।

প্রদীপ ঐ;—কোলাহল, বিজয়, আন্ধ্র, কোকন, নিবারিক, বৈরাট, বর্দ্ধন, ভীম।

দেবগান্ধার ঐ;—গান্ধার, কিন্নর, ক্রান্তমঙ্গল, বহুল, বর, গুণ, হীর, গম্ভীর।

কল্যাণ ঐ;—হিমাল, বল্লভ, বীর, অস্থাল, কলিন্দরা, পুলিন্দ, শুক, সাগর।

ঠাটের বিবরণ।

বীণাযন্ত্রে রাগাদি বাজাইবার সময়, যদি দুই রাগ বা রাগিণীর তীব্র ও কোমল সমস্বর হয়, তাহাকে ঠাট কহে। কতকগুলি রাগ যে যে ঠাটে বাজে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

কল্যাণের ঠাটে এই রাগগুলি বাদিত হয়, যথা—রাজধানী-কল্যাণ, বিরারী, ঐরাবত, কোকিল-কল্যাণ, নট।

গৌরির ঠাটে এই কয়েকটী রাগ বাদিত হয়, যথা——পুরবী, জয়েৎ, গৌরী, অর্জ্জুন, বাহারী, ফুলমতী, মাদ, রাম, ললিত, কুমারী, রেওয়া, ত্রিবণ, মল্লারী, আসয়ারী, মালগৌরী।

শঙ্করাভরণঠাটে,—কঙ্কণ, শঙ্করানন্দ, ছায়ানট, বড়হংস, সালঙ্কনট।

টোরীঠাটে,—ছায়াটোরি। নটঠাটে,—মুকুন্দ, চক্রধর। মালোয়াঠাটে,—গুজ্জরী, পঠমুঞ্জরী, দক্ষিণগুজ্জরী। কেদারঠাটে,—কেদারনট। ভৈরবঠাটে,—মনোহর। শ্রীরাগঠাটে,—মঞ্জুঘোষা, সুরট। বরারীঠাটে—বরারীনট। কামোদী-ঠাটে,—গোপীকামোদী। আভীরীর ঠাটে,—আভীরীনট। ভৈরবীর ঠাটে,—আনন্দ-ভৈরবী। মালবীর ঠাটে,—সিন্ধুরা। মালোয়াঠাটে,—বসন্ত। গৌর-ঠাটে,—গৌড়-সারঙ্গ, বেলায়লঠাটে,—নটনারায়ণ। গান্ধারের ঠাটে,—গান্ধারনট। হিণ্ডোলের ঠাটে,—তারকহিণ্ডোল। ইত্যাদি।

বিশেষ বিশেষ ঋতুর সহিত বিশেষ বিশেষ রাগের উপযোগিতা।

শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, এই ছয় ঋতুর এক একটীতে এক একটী বিশেষ রাগ ব্যবহারের বিধান আছে। যথা—

শরৎকালে ভৈরবরাগ(১); হেমন্তে মালকোশ বা মালব; শিশিরে শ্রী বা নটনারায়ণ; বসন্তকালে হিণ্ডোল বা বসন্ত; গ্রীষ্মে দীপক বা পঞ্চম; ও বর্ষাকালে মেঘ।

ঋতু ও কালবিশেষে রাগবিশেষ গান করিবার যে বিধি উপরে উল্লিখিত হইল; কোন কোন সংগীত গ্রন্থে সে বিধির বিপর্য্যয় দেখা যায়। পুর্ব্বোক্ত রাগ ভিন্ন অপর রাগরাগিণী যে ঋতু ও সময়সঙ্গত করিয়া গান করার প্রথা প্রচলিত নাই,

(১) প্রাচীন মতে চান্দ্রবর্ষ হইতে বৎসর আরম্ভ হয় বলিয়া, শরৎকাল হইতে ঋতু গণনা করার প্রথা ছিল, এবং সেই রীত্যনুসারে আদি ছয় রাগ, ছয় ঋতু ক্রমানুসারে নিরূপিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে তাহার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—সংগীত নির্ণয়ে লিখিত আছে—"যে যে শ্রুতা যথাদেশে গেয়াস্তু তে তথা বুধৈঃ"। অপিচ, "বহুবিধাচার্য্যৈর্গান কালঃ সমীরিতঃ যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিত্তস্তথাচরেৎ"। অর্থাৎ যে রাগ যে ঋতুতে গানের বিধি* আছে, দেশাচার মতে শিষ্টেরা যদি অন্য সময়ে সেই রাগ গান করেন, তাহা হইলে দুষ্য হয় না। অপর, রঙ্গভূমিতে ও রাজার আজ্ঞাতে সকল সময়ে সকল রাগ গান করা যাইতে পারে। খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, লুম, বারোঁয়া, ইমনি, পিলু প্রভৃতি কতিপয় রাগ আছে, ইহারা টপ্পার রাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগকে সকল ঋতুতে ও সকল সময়ে গায়কেরা স্বেচ্ছাধীন গান করিতে পারেন।

রাগাদির সময় নিরূপণ।

দিবাভাগের রাগ।

১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত। ভৈরব, ভৈরবী, বাঙ্গালী, রামকেলী, দেশকার, যোগিয়া, খট, আসয়ারী, গান্ধার, দেবগান্ধার, ভট্টিয়ারী, গুণকেলী, আনন্দভৈরবী, কালাংড়া।

৬ দণ্ড অবধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত। বিভাস, দেবগিরী, কুকুভা, আলাহিয়া, বেলাবলী, পঠমঞ্জরী, সরফর্দ্দা, সুহা।

১১ দণ্ড অবধি ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত। সিন্ধুরা, সিন্ধুবী, কাফিসিন্ধু, টোড়ি, গুর্জ্জরী, সুগরাই, কাফি।

১৭ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত। বৃন্দাবনী-সারঙ্গ, মধুমাত-সারঙ্গ, গৌড়-সারঙ্গ পাহিংসিকা, শুদ্ধ-সারঙ্গ, দেওসাক, বসন্ত, মাঝ।

২১ দণ্ড অবধি ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত। ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, ধানী, ধবলশ্রী, মুলতানী, পিলু, মালিগৌরা।

২৫ দণ্ড অবধি ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত। পুরবী, বরাটী, আহীরী, ধানশ্রী, মালশ্রী, পুরিয়াধনাশ্রী, চোস।

২৯ দণ্ড অবধি ৩০ দণ্ড পর্য্যন্ত। শ্রীরাগ, সাজগিরী, টঙ্ক, মালব, ত্রিবণী, চিত্রাগৌরী, শ্রীগৌরী।

---

* ঝুলনযাত্রা ও দোলযাত্রার সময়ে হিন্দোল রাগ; দেওয়ালীর সময়ে দেওয়ালী রাগ; বর্ষাকালে মেঘ, মল্লার, সৌরবী, গৌড়; চৈত্র মাসে মধুরাগ; শ্রাবণ মাসে শায়ন রাগ; এবং বসন্তকালে বসন্ত, মালকোশ, মোহিনী, বাহার, সিন্ধুভৈরবী প্রভৃতি অনেক রাগ গান করার নির্দ্দিষ্ট উৎসব ও ঋতু আছে।

রাত্রিকালের রাগ।

১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত। কামোদী, ছায়ানট, কেদারী, শ্যাম, হাম্বির।

৬ দণ্ড অবধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত। ইমন, কল্যাণ, শুদ্ধ, পুরিয়া, জয়জয়ন্তী, ভূপালী।

১১ দণ্ড অবধি ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত। শুদ্ধকানড়া, খাম্বাজ, পরজ, আড়ানা, সাহানা, বাগেশ্বরী, সিন্ধুরা, লুম, মালকোশ।

১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত। বিহাগ, বিহঙ্গড়া, সম্পূর্ণ, টঙ্ক, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, রতিবাস্তী, সুরট, ঝিঁঝিট, বারোঁয়া, মালোয়া, মেঘ।

২১ দণ্ড অবধি ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত। নটনারায়ণ, কেদার, কেদার-নট, কর্ণাট, দেশকার।

২৬ দণ্ড অবধি ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত। হিন্দোল, সোহিনী, জয়জয়ন্তী, কামোদ।

৩০ দণ্ড সময়ে। ললিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত রাগ ব্যতীত অপর কতকগুলি মিশ্র রাগ আছে, যথা—১২ শ মল্লার, (১) ১৮ শ কানড়া, (২) নবনট, (৩) সপ্তসারঙ্গ, (৪) ১২ শ টৌড়ি, (৫) ইমন-কল্যাণ, বসন্ত-বাহার, ইত্যাদি। এই রাগগুলি যে যে রাগের সহিত সংযুক্ত আছে, সেই সেই রাগের সময়ে গান করা যাইতে পারে। যথা, নবনট নটের সময়ে, ১৮ শ কানড়া কানড়ার সময়ে, ইমনকল্যাণ কল্যাণের সময়ে।

রাগাদির রসভেদ।

যখন উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও অনুরাগ প্রভৃতি ভাবদ্বারা অন্তকরণ আক্রান্ত হয়, তখনি উহাদিগকে রস কহা যায়।

---

(১) মেঘমল্লার, সুরটমল্লার, দেশমল্লার, গৌড়মল্লার, নটমল্লার, জয়জয়ন্তী, নায়কী মল্লার, অরুণমল্লার, ধুরিয়ামল্লার, সুরদাসীমল্লার, রামদাসী মল্লার, মিশ্রমল্লার।

(২) দরবারী কানড়া, নায়কীকানড়া, কৌশিকীকানড়া, সুহাকানড়া, বাগীশ্বরীকানড়া, নটকানড়া, কাফিকানড়া, কোলাহলকানড়া, মঙ্গলকানড়া, শ্যামকানড়া, টঙ্ককানড়া, নাগধ্বনীকানড়া, আড়ানা, সাহানা, সুহাকানড়া, সুঘরাইকানড়া, হোসেনীকানড়া, মিশ্রজয়জয়ন্তী।

(৩) বৃহন্নট, কেদারনট, কল্যাণনট, কামোদনট, মল্লারনট, ছায়ানট, কদম্ব ট, হাম্বির-নট, ও আভীরীনট।

(৪) বৃন্দাবনীসারঙ্গ, মধুমাতসারঙ্গ, সামন্তসারঙ্গ, গৌড়সারঙ্গ, বড়হংসসারঙ্গ, শুদ্ধসারঙ্গ, ও মিশ্রসারঙ্গ।

(৫) কাফিটৌড়ি, লক্ষ্মীটৌড়ি, গুর্জ্জরীটৌড়ি, সুহাটৌড়ি, খটটৌড়ি, দরবারিটৌড়ি, সোহাটৌড়ি, সুঘরাইটৌড়ি, নাচারীটৌড়ি, জোয়ানপুরীটৌড়ি, বাহাদুরীটৌড়ি, শুদ্ধটৌড়ি।

রস নয় প্রকার, যথা,—বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, আদ্য (শৃঙ্গার), হাস্য, বীভৎস ও শান্ত।

এক একটী স্থায়িভাব এক একটী রসে প্রতিনিয়তই অবস্থিতি করে, কদাচ অন্তর্হিত হয় না, যথা,—করুণরসে শোক, বীররসে উৎসাহ, অদ্ভুতরসে বিস্ময়, রৌদ্ররসে ক্রোধ, ভয়ানকরসে ভয়, আদ্যরসে অনুরাগ, হাস্যরসে হাস, বীভৎসরসে জুগুপ্সা, ও শান্তরসে শম।

সংগীত রত্নাবলীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শান্তরসকে একটী পৃথক্ রস না বলিয়া, উহাকে করুণরসের অন্তর্গত করিয়া সংগীতে ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ রাগের বিশেষ বিশেষ রসের সহিত উপযোগীতা বিষয়ে সঙ্গীত গ্রন্থ সকলের পরস্পর প্রায় ঐক্যতা নাই, এবং দেশাচারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাগ শাস্ত্রানুসারে যথারসসঙ্গত করিয়া সর্ব্বদা গীত হয় না। সংগীত দামোদরের মতে ভৈরবী হাস্যরসাত্মক, কিন্তু এইক্ষণে ভৈরবী করুণ-রসে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল রাগ যে শাস্ত্রানুযায়ী রসসঙ্গত করিয়া গান করা রীতি নাই, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। হাস্য, করুণ, বীর, আদ্য রসে যে যে রাগ সচরাচর গান করা যায়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত এই চারিটী রসের যথাসঙ্গত কোন বিশেষ রাগ এইক্ষণে বড় দেখা যায় না।

হাস্যরসাত্মক। সানন্দী, মালসী, ভৈরবী, সুভগা, পঞ্চমী, নাটী, বেলাবলী, গুজ্জরী, কামদা, চাপি, কল্যাণী, কোড়া, কেদারিকা, তুড়ী, কৌমারী, মায়ূরী, দেশকারী, সিন্ধুরা, রামকেলী, ভূপালী।

করুণারসাত্মক। গান্ধারী, দীপক, কল্যাণী, পুরবী, কানড়া, সারবী, গৌরী, কেদার, পাহিড়া, মায়ূরী, মালসী, নাটী, ভূপালী, সিন্ধুরা, বেলাবলী, গান্ধারী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, বৈরাগা, চাপি, মোহরাটী, বিভাস, আলাহিয়া, দেবগিরি, যোগিয়া, গান্ধার, ভৈরবী, সৈন্ধবী।

বীররসাত্মক। সিন্ধুরা, নট, মালব, শঙ্করা, পুরিয়া।

আদ্যরসাত্মক। কালাংড়া বা কলিঙ্গরা, পরাজিকা বা পরজ, কেদারা, ললিত, খট, সোহিনী, বাহার, সৈন্ধবী।

সর্ব্বরসাত্মক। লুম, বারোঁয়া, ইম্নি, পিলুম, ঝিঝিটি, খাম্বাবতী, খাম্বি, চেতাগৌরী।

গায়কের দোষ গুণ।

গায়ক। গায়ক পাঁচ প্রকার(১),—স্বেচ্ছাচার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক, ভাবক।

সংগীত শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যিনি যথার্থরূপে গান করিতে পারেন, ও যেমন দেখেন তেমনি শিক্ষা করেন, তাহাকে স্বেচ্ছাচার কহে।

যিনি সংগীত শাস্ত্রের প্রকরণানুসারে সম্যক্‌রূপে গান করিতে পারেন না, কিন্তু অনুকরণ করিতে সক্ষম, ও যাহার স্বর এমনি মধুর যে তাহা শ্রবণ মাত্রে শ্রোতার মন মগ্ন হয়, তাহাকে অনুকার কহে।

যিনি তাল, বোল ও সুর, তিন মিলন পূর্ব্বক গাইতে পারেন, তাহাকে রসিক কহে।

যিনি গান করিয়া লোকের মন অনায়াসে রঞ্জন করিতে পারেন, তাহাকে রঞ্জক কহে।

যিনি বিশিষ্ট-রূপে গীতজ্ঞ ও পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ক্ষমতাগুলি যাহার থাকে, তাহাকে ভাবক কহে।

গায়কের স্বর সম্বন্ধীয় গুণ আট প্রকার, যথা—পরজর, কোমল, স্বরাবক, মূল, সুগন্ধ, গাঢ়, সুলক্ষণ, রথভূগত।

কোকিলের ন্যায় স্বর সুমিষ্ট হইলে, পরজর কহে।

স্বর সূক্ষ্ম, মিষ্ট, কোমল ও সুনির্ম্মল হইলে, কোমল কহে।

স্বর উচ্চ অথচ তাহাতে মিষ্টতা থাকিলে, স্বরাবক কহে।

স্বর উচ্চ ও দীর্ঘ শ্বাসযুক্ত হইলে মূল কহে।

স্বর তরল ও গম্ভীর হইলে সুগন্ধ কহে।

স্বরকে যদি ইচ্ছানুসারে উচ্চনীচ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে গাঢ় কহে।

স্বরের একতা থাকিলে সুলক্ষণ কহে।

স্বর নির্দ্দোষ হইলে রথভূগত কহে।

শাস্ত্রমতে গায়কদিগের অষ্টাদশ প্রকার দোষ আছে।

---

(১) মতান্তরে গায়ক তিন প্রকার, যথা—একল, যমল ও বরন্দল।

যিনি যন্ত্রের আশ্রয় না লইয়া একেলা গান করিয়া শ্রোতাদিগকে মোহিত করিতে পারেন, তাহাকে একল কহে।

যিনি যন্ত্র কিম্বা আর এক ব্যক্তির (দোয়ার) আশ্রয়ে গান করেন, তাহাকে যমল কহে।

যিনি রাগ তাল অনবগত, যন্ত্র কখন স্পর্শ করে নাই, অথচ গান করিয়া থাকেন, তাহাকে বরন্দল কহে।

যে গায়কের স্বর কর্কশ, তাহাকে করণ কহে।

যে গায়কের স্বর নিরস অথচ কর্কশ, তাহাকে করাত কহে।

যে গায়কের স্বর অপরের সঙ্গে এক মিল না হয়, তাহাকে নিঃসার কহে।

যে গায়কের গ্রাম বোধ নাই, তাহাকে কেত কহে।

গর্দ্দভের মত স্বর হইলে ভগণ কহে।

যাহার স্বর মিষ্ট নহে, তাহাকে ওদেষ্ট কহে।

ভীত হইয়া যিনি গান করেন, তাহাকে ভেষ্ট কহে।

যিনি ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র গান ও যাহার স্বর কম্পান্বিত হয়, তাহাকে শঙ্কট কহে।

যিনি গাইবার সময়ে কাঁপেন ও যাহার স্বরও কম্পান্বিত হয়, তাহাকে কম্পিত কহে।

যাহার স্বর বা মাত্রা স্পষ্ট প্রকাশ না হয়, তাহাকে কপল কহে।

যাহার স্বর কর্কশ অর্থাৎ কাকের মত, তাহাকে কাকি কহে।

যিনি নিরনুনাসিক বর্ণকে নাসিকা হইতে উচ্চারণ করেন, তাহাকে অধরা কহে।

যাহার সুর ও তাল বোধ নাই, তাহাকে বেতালা কহে।

যাহার স্বর অস্পষ্ট ও ক্রন্দনের মত, তাহাকে অপকৃষ্ট কহে।

যিনি অযোগ্য স্থানে বিশ্রাম করেন, তাহাকে অবিরামি কহে।

যাহার কাসনিষ্ঠীবন জনিত বাক্ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে বাধিত কহে।

যিনি গানের বিধি অবগত নহেন, অথচ সভাতে গাইয়া থাকেন, তাহাকে অমূঢ়া কহে।

যিনি কোন্ রাগ শুদ্ধ ও কোন্ রাগ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন না, তাহাকে মিশ্রক কহে।

গানের সময়ে নিম্ন লিখিত কয়েকটী মুদ্রাদি দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যথা—এরূপ মুখবিস্তার যাহাতে দন্ত দৃষ্ট হয়, ঘনশ্বাস, দশন চাপিয়া স্বরপ্রকাশ, সানুনাসিকতা, চর্ব্বণের ন্যায় গান করা, শরীর কিম্বা গলা উচ্চ করা, গাল ও গলা স্ফীত করা, এবং গ্রীবা বক্রকরা।

ধ্বনির নাম কাকলী।

মধুর অস্ফুট ধ্বনির নাম কল।

গম্ভীর শব্দের নাম মন্দ্র।

উচ্চ শব্দের নাম তার।

গীতের দোষ গুণ।

গীত, গায়কদিগের দোষে যেরূপ দূষিত হয়, রচনার দোষেও সেইরূপ নিন্দনীয় হইয়া থাকে। গীতের স্বরূপ ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তান লয়-বিশুদ্ধ ও সুস্বর-সম্বদ্ধ শ্লোক সমূহকে গীত কহে।

যে গীতে শব্দের অর্থ ও রসাদির বোধ সহজে না হয়, সে গীত নিন্দনীয়। শব্দগত, অর্থগত, রসগত, অলঙ্কারগত ও ছন্দোগত, গীতে এই পাঁচ প্রকার দোষ আছে। শ্রুতিকটুতা, চ্যুতসংস্কৃতি, অপ্রযুক্ততা, নিরর্থকতা, অবাচকতা, অশ্লীলতা, ক্লিষ্টতা, অনবীকৃততা, প্রতিকূলবর্ণতা, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা প্রভৃতিকে শব্দদোষ কহে।

দুষ্ক্রমতা, সন্দিগ্ধতা, গ্রাম্যতা, অর্থপৌনরুক্ততা প্রভৃতিকে অর্থ দোষ কহে।

বিরুদ্ধ রসভাবকে রস দোষ কহে।

রীতিবিপরীত, দুরান্বয় প্রভৃতিকে অলঙ্কার দোষ কহে।

যতি ভঙ্গ প্রভৃতিকে ছন্দঃ দোষ কহে।

কঠোর শব্দ দ্বারা যে গীত রচিত হয়, অর্থাৎ যে গীতের শব্দ সকল শ্রুতিসুখাবহ না হয়, তাহার শ্রুতিকটুতা দোষ নির্দ্দেশ করা যায়।

যেখানে ব্যকরণ দুষ্ট শব্দ দেখা যায়, তথায় চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়।

অর্থের সুসঙ্গত হয় না এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে, অবাচকতা দোষ ঘটে।

যে শব্দ শুনিলে লজ্জা হয়, তাহা গীত রচনায় প্রয়োগ করিলে, গীত অশ্লীল হয়।

যেখানে অনেক কষ্টে অর্থ বোধ হয়, তথায় ক্লিষ্টতা দোষ কহে।

যে রসে যে সমুদায় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে, প্রতিকূলবর্ণতা দোষ ঘটে।

যে গীতে এক শব্দ বারম্বার উল্লেখ করা যায়, তথায় অনবীকৃততা দোষ ঘটে।

ক্রমবিপর্য্যয় স্থলে দুষ্ক্রমতা দোষ ঘটে।

যেখানে একটী অর্থ নিশ্চয়রূপে না বুঝা যায়, তথায় সন্দিগ্ধতা কহে।

যে শব্দ ইতর ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে গ্রাম্য দোষ কহে।

প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিম্বা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া, পরে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করাকে ব্যাহত দোষ কহে।

দেশ, কাল, পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণনস্থলে অনুচিততা কহে।

যেখানে এক বিষয়ের বারংবার বর্ণন দেখা যায়, তথায় অর্থপৌনরুক্তি দোষ কহে।

গীত রচনায় শব্দ ও অর্থের সুসুবারতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই রচনার গুণ তিন প্রকার, মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

যে গুণ থাকিলে গীত শ্রবণ মাত্র চিত্ত দ্রবীভূত হয় ও আহ্লাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহাকে মাধুর্য্যগুণ কহে। আদ্য, করুণ ও শান্ত রসাদিতে এই গুণের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য লক্ষিত হয়।

যে গীতের রচনা গাঢ় ও যাহা শুনিলে চিত্ত এক কালে বিস্ফারিত হয়, অর্থাৎ উহার উদার ভাব জন্মে, সেই গীত ওজোগুণ বিশিষ্ট। এই গুণ বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে।

যে গীতের পদগুলি পাঠ মাত্রেই অর্থ বোধ হয়, এবং চিত্ত তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হয় না, তাহা প্রসাদ গুণবিশিষ্ট।

এতদ্ব্যতীত, গীতগুলি যে রাগ বা রাগিণীতে রচিত হইবে, তাহা রসসঙ্গত ও কালসঙ্গত হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া রচনা করা উচিত।

নায়কাদি লক্ষণ।

নায়ক। যে ব্যক্তি মার্গ এবং দেশী উভয় মতানুযায়িক সংগীতে নিপুণ, গান, বাদ্য, নৃত্য এবং যন্ত্রাদির প্রকরণ সকল শিখাইতে পারেন, এবং সংগীত শাস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত, তাঁহাকে নায়ক কহা যায়। গোপাল, বৈজুবাউরা, আমীর খসরু, ভগবান, জুদি খাঁ, দানো. ছয় জন নায়ক দিল্লির সম্রাটের সভাতে ও গুজরাতে বখসু খাঁ নামে এক জন নায়ক ছিলেন।

গন্ধর্ব্ব। যাঁহার মার্গ ও দেশী উভয়বিধ মতের সংগীতে ব্যুৎপত্তি আছে, কিন্তু সংগীত শাস্ত্রে সম্যক্ সংস্কার নাই, তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব বলা যায়। দিল্লির রাজ সভাতে রা[illegible] খাঁ, ও হেরাত উপাধিধারী সুবজ খাঁ দুই জন গন্ধর্ব্ব ছিলেন।

গুণকার। [illegible]নি কেবল দেশী মতানুযায়িক স্বরাত্মক অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিকে ব্যুৎপন্ন, কিন্তু মার্গ মতানুযায়িক সঙ্গীত যথাকথঞ্চিৎ জানেন, তাঁহাকে গুণকার কহে। মিঞাতান সেন ও ভীমবার ইহারা বিখ্যাত গুণকার ছিলেন।

কালাবৎ। যাঁহারা কেবল ধ্রুপদ, ত্রিবট প্রভৃতি গান করেন, তাঁহাদিগকে কালাবৎ কহে। লাল খাঁ, মোল্লা আসহক, নেজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, সেক পাচু, রাজ বাহাদুর, ফতেপুরনিবাসী সুলতান খাঁ, মের্জা আকেল, সেক খেজর, মিঞাদাউদ, নুর খাঁ, তানতরঙ্গ, সুরত সেন প্রভৃতি কালাবৎ ছিলেন।

কাবাল। যাঁহারা কেবল খেয়াল তেলেনা প্রভৃতি গান করেন, তাঁহাদিগকে কাবাল কহা যায়। সুলতানহোবেনখির্কি, সদারং ও আধারং ইহারা প্রসিদ্ধ কাবাল ছিলেন।

আতাই। যাঁহারা বিনা বেতনে বাদ্য বা গান করেন, তাঁহাদিগকে আতাই কহে। মিরজা আক্কেল ও আমির খসরু ইহারা প্রধান আতাই ছিলেন।

চাড়ি। যাঁহারা কড়্খা, টপ্পা প্রভৃতি গান করেন, তাঁহাদিগকে চাড়ি কহে। সোরি, হামদাম ও নিধু বাবু ইহারা টপ্পা গায়ক বলিয়া খ্যাত।

উপাধ্যায়। যিঁনি রূপবান, নৃত্যবিদ্যাতে নিপুণ, বাদ্যবাদনে দক্ষ, বাক্‌জাল বিস্তার করিতে পারগ, এবং তাল, লয় বিশেষ অবগত আছেন, এবং শিক্ষকতা কার্য্যে পটু, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। হরিদাস স্বামী, তানসেন, রাজামান, ভগবান, বাবারামদাস, সুরদাস, মদনরাও, রাজ বাহাদুর, তুলসীদাস, জ্ঞানদাস, টুণ্ডি প্রভৃতি উপাধ্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বীণকার বা বীণাবাদক। যিঁনি প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাইতে পারেন, তাঁহাকে বীণকার কহে। খাওারা, চাঁদ খাঁ, ফিরজ খাঁ, জীবন সা, মহম্মদ খাঁ, ওয়ারিস আলি খাঁ প্রভৃতি বীণকার ছিলেন।

মার্দ্দঙ্গী। যিঁনি ধৈর্য্যবান, বাদ্যবিদ্যাবিশারদ, মিষ্ট ভাষী, স্পষ্টবক্তা, শুদ্ধাচারী, গমকাদি সমুদায় বিষয় অবগত, বাদ্য পরিবর্ত্তনে পটু, বহুবিধ গীতের রীতিজ্ঞ, সন্তুষ্টচিত্ত, অতিচতুর, এবং বাদ্যের বোলগুলি যাহার অভ্যস্থ, তাঁহাকে মার্দ্দঙ্গী কহে। ভবানীপ্রসাদ, লালা কেবলকেসন, শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, পীরবক্স, গোলাম আব্বাস, ইহারা প্রধান মার্দ্দঙ্গী।

ভাঁড়। যিঁনি সভাতে পরিহাস করিতে পারেন, তাঁহাকে ভাঁড় কহে। গোপাল নামে এক জন প্রসিদ্ধ ভাঁড় ছিলেন।

সেতার।

সেতারে তুম্বের অর্থাৎ লাউএর উপরি ভাগে যে কাষ্ঠফলক আচ্ছাদন থাকে, তাহাকে তবলী কহে। তব্লীর উপরে চৌকীর ন্যায় যে হস্তিদন্ত খণ্ডের উপর দিয়া তার বিস্তৃত থাকে, তাহাকে সওয়ারী কহে। সেতারের যে ভাগে পর্দ্দা নামক ধাতুময় শলাকা-শ্রেণী আবদ্ধ থাকে, তাহাকে ডাণ্ডি বা পর্দ্দাস্থলী কহে। ডাণ্ডির শিরোদেশে যে কাষ্ঠখণ্ড অথবা অস্থিখণ্ড আড়্ভাবে স্থাপিত থাকে, তাহাকে আড়ী কহে। ইহার উপরি ভাগে যে সকল কিলকে তার আবদ্ধ থাকে তাহাকে কাণ কহে।

সেতারে সচরাচর পাঁচটী করিয়া তার থাকে, উহার প্রথমটী পাকা অর্থাৎ ইস্পাতের তার, তাহাকে নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার কহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিতলের তার, ইহাদিগকে খরজের জুড়ি কহে। চতুর্থ পাকা তার, এবং পঞ্চম পিতলের তার। এই শেষ দুইটী তারকে পঞ্চম ও ষড়জ কহে। ইস্পাতের তারগুলিকে পাকা ও পিতলের তারগুলিকে কাঁচা কহে।

প্রথমতঃ খরজের দুইটী জুড়ির তারকে কোন ওজনে চড়াইয়া সমসুরে অর্থাৎ একই সুরে বাঁধিতে হয়। তৎপরে না-

তারকে ঐ খরজের মধ্যম করিয়া বাঁধিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু সংগীতে আড়াই সপ্তকের অধিক প্রায়ই আবশ্যক হয় না। সেতারে ঐ আড়াই সপ্তক পাইবার নিমিত্ত নায়কী তারকে মধ্যম করিতে হয়। ৪র্থ তারকে কোন নির্দ্দিষ্ট সুরে বাঁধিবার রীতি নাই। যে রাগিণীর যে সুর প্রধান, সেই রাগিণী বাজাইবার সময় ঐ তারকে সেই প্রধান সুরে আবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সচরাচর উহাকে পঞ্চম করিয়াই বাঁধা ব্যবহার আছে। পঞ্চম তারকে জুড়ির নিম্নে ষড়্‌জ করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য।

বড় বড় সেতারে পাঁচটীর অতিরিক্ত আরো তিন চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকা তার পার্শ্বস্থ কাণে আবদ্ধ থাকে, সেগুলিকে চিকারী কহে। চিকারী ইচ্ছাধীন বাঁধা হইয়া থাকে।

সেতারেও বিণার ন্যায় কখন কখন অচল পর্দ্দা থাকে, অচল পর্দ্দা করিতে গেলে পর্দ্দার সংখ্যা অনেক হইয়া পড়ে। তাহাতে হস্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মে। সেতারাতে ১৭ বা ১৬ খানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে। অচল পর্দ্দা থাকিলে পর্দ্দা সরাইয়া সুর কোমলাদি বিকৃত করিতে হয় না; আর সচল হইলে পর্দ্দা সকল প্রয়োজনানুসারে সরাইয়া সুরের কোমলাদি বিকৃত ভাব করিয়া লইতে হয়। সচল পর্দ্দা বিনাইত সুত্র অর্থাৎ তাঁতে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবশ্যক মতে তাহাদিগকে সহজে উপরে বা নীচে নাড়া যাইতে পারে।

সেতারাটী দক্ষিণ হস্তের কব্জি সহকারে চাপিয়া রাখিয়া, বাম হস্তের আলগোছা ঠেশ দিয়া বাজাইতে হয়। বাজাইবার সময় কেবল বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা, এই দুইটী অঙ্গুলিদ্বারা তারকে পর্দ্দার উপর ধারণ করিতে হয়; এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে একটী অঙ্গুলিত্র অর্থাৎ মিজ্রাব্ দিয়া তারকে আঘাত করিতে হয়। বাদনকালে সেতারার কাণের দিক্ হইতে তুম্বের দিকে নামিয়া আসিতে বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির ব্যবহার হয়; এবং তুম্বের দিক্ হইতে কাণের দিকে উঠিতে তর্জ্জনীর ব্যবহার হয়। বাম হস্তের এই দুই অঙ্গুলি ভিন্ন সেতারে আর অধিক অঙ্গুলির ব্যবহার আবশ্যক হয় না। সেতারে কাণের দিক্ হইতে তুম্বের দিকে আসাকে অনুলোম অর্থাৎ চড়িয়া যাওয়া কহে, এবং তুম্বের দিক্ হইতে কাণের দিকে যাওয়াকে বিলোম অর্থাৎ খাদে আসা কহে।

সেতারের সতের খানি পর্দ্দার মধ্যে সর্ব্বোপরিস্থ অর্থাৎ প্রথম পাঁচটী পর্দ্দায়, কাঁচা ও নায়কী তারের যোগে, উদারার সপ্তক, তাহার নীচের আটটীতে নায়কী তারে মুদারার সপ্তক, এবং অবশিষ্ট চারি খানিতে ঐ তারের যোগে তারার সপ্তকের প্রথম চারিটী সুর নির্গত হয়। বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা নায়কী তারকে কাণের দিক্ হইতে ষষ্ঠ পর্দ্দার ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা আঘাত করিলে যে

ধ্বনি নির্গত হয়, সেইটী মুদারার খরজ অর্থাৎ সা, তাহার নীচের অর্থাৎ সপ্তম পর্দ্দা হইতে ঋ, অষ্টম পর্দ্দা হইতে গ, নবম পর্দ্দা হইতে ম, একাদশ হইতে প, দ্বাদশ হইতে ধ, এবং ত্রয়োদশ পর্দ্দা হইতে নি বিনির্গত হয়। প্রথম শিক্ষার সময় মুদারার গ্রামেই সারগম্ অভ্যাস করিতে হয়। মুদারার গ্রাম অভ্যাস হইলে উদারার গ্রাম অভ্যাস করিতে হয়।

সেতারে উদারা গ্রাম সাধন কালে, কাণের দিকের ১ম ৫টী পর্দ্দা ব্যবহৃত হয়, এবং এই গ্রাম বাজাইতে খরজের কাঁচা তারেও হাত পড়ে। খরজের জুড়ির ১ম তারকে ছাড়িয়া অর্থাৎ আল্গা রাখিয়া আঘাত করিলে উদারার সা নির্গত হয়। ঐ তারকে দ্বিতীয় পর্দ্দায় বাম হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা আঘাত করিলে ঋ নির্গত হয়, এবং মধ্যম অঙ্গুলির দ্বারা ঐ তার চাপিয়া তৃতীয় পর্দ্দার ঐরূপ আঘাত করিলে গ নির্গত হয়। নায়কী তার ছাড়িয়া আঘাত করিলে ম হয়। ঐ তার তর্জ্জনীর দ্বারা চাপিয়া দ্বিতীয় পর্দ্দায় আঘাত করিলে প হয়; এবং মধ্যম অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া তৃতীয় পর্দ্দায় ঐরূপ আঘাত করিলে ধ হয়। ঐরূপ ঐ তার মধ্যম অঙ্গুলি সহকারে ঐ নিয়মে পঞ্চম পর্দ্দায় নি হয়।

তারাগ্রাম সাধন কালে নায়কী তারকে মধ্যম অঙ্গুলিদ্বারা চতুর্দ্দশ পর্দ্দাতে চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা আঘাত করিলে সা হয়। পঞ্চদশ পর্দ্দাতে ঋ, ষোড়শ পর্দ্দাতে গ, সপ্তদশ পর্দ্দাতে ম হয়। এই প্রকার সেতারে উদারা, মুদারা, তারা তিন গ্রামে আড়াই সপ্তক স্বর বাদিত হইয়া থাকে।

গ্রাম সাধনের সময় প্রথম, চতুর্থ ও দশম পর্দ্দাতে এক কালে হাত লাগিবে না, তাহারা বিকৃত সুরের পর্দ্দা অর্থাৎ প্রথমটী উদারার কড়িমধ্যম, চতুর্থটী উদারার কোমল নিখাদ এবং দশমটী মুদারার কড়ি মধ্যম। অনেক রাগে উদারা মুদারা গ্রামের প্রকৃত ও বিকৃত উভয় মধ্যমের প্রয়োজন হইয়া থাকে; ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাগে উদারা গ্রামে দুইটী নিখাদ আবশ্যক হয়, এই জন্য বিকৃত সুরের তিনটী বেশী পর্দ্দা না থাকিলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

সেতারা বাজাইবার নিমিত্ত কতকগুলি কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা— ডা, ডে, ডি, ডারা, ডিরি, ডাএরায়, ডাএরে, ডারূ। এই সকল বোল লিখিত মাত্রানুযায়ি লঘু এবং গুরু রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডা, ডে বা ডি এই গুলি একার্থ প্রতিপাদক; ও রা, রে বা রি এই গুলিও সমানার্থ প্রতিপাদক।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীস্থ মিজ্রাব দ্বারা তারকে ভিতর দিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আঘাত করাকে "ডা" কহে, এবং উহার বিপরীত আঘাতকে 'রা' বলে। এই দুই "ডা" "রা" শব্দ সর্ব্বদাই সেতারের গতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডারার দুন অর্থাৎ জলদ ডিরি।

সারগম্ সাধনের সময় একবার ডা একবার রা পড়িবে, কখনই দুইটী ডা কিম্বা দুইটী

রা পড়িবে না, এবং অনুলোমে বাম হস্তের মধ্যমা ও বিলোমে তর্জ্জনী ব্যবহৃত হইবে। রা বাজাইবার সময় খরজের জুরির তারের সহিত নায়কী তারে আঘাত করা কর্ত্তব্য।

সেতারের মুদারার গ্রামসাধন।

							|							
							সা								
তা							রা								
	|	|	|	|	|	|	|	২	|	|	|	|	|	|	||
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি		নি	ধ	প	গ	ম	ঋ	সা
	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা		ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা::
উ	১*	২	২	২	২	২	২		১	১	১	১	১	১	১

সেতারের উদারার গ্রামসাধন।

তা							|							
							সা								
মু							রা								
	|	|	|	|	|	|	|	২	|	|	|	|	|	|	||
উ	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি		নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা
	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা		ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা::
	০	১	২	০	১	২	২		১	১	১	০	২	১	০

ক্রুন্তনসাধন। অনুলোম।

তা	◡	×	×	◡	◡	×	×	◡	◡	×	×	◡	◡	×	×	◡
	সা	ঋ	সা	ঋ	ঋ	গ	ঋ	গ	গ	ম	গ	ম	ম	প	ম	প
মু	ডা	০	য়	রে,	ডা	০	য়	রে	ডা	০	য়	রে,	ডা	০	য়	রে;
উ	১	২	১	১	১	২	১	১	১	২	১	১	১	২	১	১

* তর্জ্জনীর সংকেত ১. মধ্যমার সংকেত ২. যেখানে কোন অঙ্গুলিই ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ খোলা তারে আঘাত লাগে, তাহার সংকেত শূন্য।

গমক সাধন।

সা ঋ গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ ঋ সা

ডা রা ডা রা ডা রা ডা, ডা রা ডা রা ডা রা ডা,

আশ সাধন।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা

ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০,

মূর্চ্ছনা সাধন।

সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি

ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০,

ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা ঋ সা

ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০, ডা ০ রা ০,

সা সা ঋ

তা ০, ০ ০

মু সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি নি

ডা ০ ০, রা ০ ০, ডা ০ ০, রা ০ ০, ডা ০ ০, ডা ০ ডা

উ , , , , , , ,

ঋ সা সা

তা ডা ০ রা

মু নি নি ধ নি ধ পনিমপ মধপম গপমগ ঋমগঋ সাগঋসা

— ০, ০ ০ ডা ০ ০, রা ০ ০ ডা ০ ০ রা ০ ০ ডা ০ ০

উ , , , , , ,

ঝিঝিটী। কাওয়ালী।

তা		।	।	।	+।	।	।	।	৩।	।	।	।		
মু		সা	সা	সা ঋ	গ	গ	গ	গ	ম	গ	গ	ম	ঋ	
	১।	ডি	রি	ডা রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডি	রি	ডা	রা,	
উ	ধ	২	২	২ ২	২	২	২	২	২	১	১	২	১	

{ডা
{১

তা	০।	।		।	।	১।	।	।	।	+।	।	।	।	
মু	গ	ঋ	ঋ	গ	সা	সা	ঋ	গ	ম	গ	ঋ	সা	ঋ	
	ডা	ডি	রি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	
উ	২	১	১	২	১	১	২	২	২	১	১	১	২	

তা ৩। । । । ০।
গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা সা সা

মু ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি, ডা
২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১, ১ ৬ । ৬ ।

উ ধ ধ প প

রে ডা রে ডা::
১ ১ ১ ১

ছায়ানট। কাওয়ালী।

তা ৬ ৬ ০।৬ × × :। । +। । ৩। ৬ ৬
সা সা সা। ধ ধ ধ প গ ম গ ম প ম ঋ ঋ

মু {(ডা রা, ডা ডি রি, ডা রা, ডা_০ রা_০, ডা_০ ডা রা,
উ { ১ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১

তা ০। ৬ ৬ ১। । +। । ৩। ৬ ৬
ঋ গ ঋ ঋ গ প গ ম ঋ প সা সা সা

মু ডা_০ ডা রা; ডা রা, ডা_০ রা_০, ডা) ডা রা,
উ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১

তা ০। ।. ৩। ৬ ৬ ০।
সা ঋ ঋ. সা সা সা সা গ

মু ডা_০ রা ডা ডা রা, ডা_০
১ ২ ৬ ৬ ০। । +। ২ ১ ২ ২ ১ ২

উ ধ ধ ধ প ধ

ডা রা, ডা রা, ডা
১ ১ ১ ১ ১

তা	৺	৺	১।	।	+।	।	৩।		
	সা	সা	ঋ	প	গ	ম	ঋ	গ	সা
মু	ডা	রা'	ডা	রা,	ডা	০	রা	০,	ডা ::}
উ	১	১	২	২	১	২	১	২	১

বেহাগ। কাওয়ালী।

|| সা

তা	০।	৺৺	৺	৺	।	১।	।	।	।	+॥	ডা	০০
	ম	গম	গ	ঋ	গ	ম	প	প	প	নি	২	০০
মু	ডা	ডা০	র	রে	ডা,	ডা	ডিরি	ডা	রা,			
উ	২	১২	১	১	২	২	১	২	২	২		

তা	৩।	।	।	।	০।	।	।	।	১।	॥	।	+।	।
	গ	ম	প	ম	গ	ঋ	সা	সা	সা	প	ম	প	প
মু	(ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	০,	ডা	রা
উ	১	২	১	১	১	১	১	১	১	২	১	২	২

তা	।	।	৩।	।	।	০।	।	॥	১।॥	+।
	ম	গ	গ	গ	গ	ঋ	সা	সা	সা	সা
মু	ডা	রা,	ডা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা,	রা,	ডা
	১	১	১	২	২	১	১	১	১	১
উ									নি	

১

তা	। । । ৩৺ × × ৺ ৺ × × ৺ ।
মু	গ ঋ ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ সা সা
উ	ডিরি ডিরি ডিরি, ডা ০ য় রে ডা ০ য় রে ডা ::)

তা	০৺ ৺ । । ৺ ৺ ১। । । । +। । ।
মু	ঋ সা সা ঋ গ ঋ ঋ গ গ গ ম প ম
উ	ডা ¯ য় রে ডা ডা ¯ য়, রে ডা ডা রা, ডিরি ডিরি ডিরি

তা	। ৩৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ । ০৺ ৺ । । ৺ ৺
মু	ম ম গ ঋ গ ঋ ঋ গ গ ঋ সা ঋ গ ঋ
উ	ডি রি, ডা ¯ য় রে ডা ¯ য় রে ডা, ডা ¯ য় রে ডা ডা ¯ য়,

তা	১। । । । +। । । । ৩৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ।
মু	ঋ গ গ গ ম প ম ম ম গ ঋ গ ঋ ঋ গ
উ	রে ডা ডা রা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডা ¯ য় রে ডা ¯ য় রে ডা,

তা ০৬ ৫৬ ৬ ৬ ৬ ৬। ১। । । । +। । । ।
সু প ম ম ম প ম প গ ম গ ম ঋ ম গ ম
উ ডা য় রে ডা য় রে ডা, ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি,

তা ৩৬ × × ৬ ৬ × × ৬ । । । । ১। । । । +।।।।
সু গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ সা সা সা সা ঋ সা ঋ সা ঋ গ
উ ডা ০ য় রে ডা ০ য রে ডা, ০। ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা :: }
নি
ডা

কামোদ। তাল কাওয়ালী।

তা +। । । । ৩৬ × × ৬ ৬ ৬ ৬ ।
সু ঋ গ ম প ম গ ম ঋ ঋ সা সা সা,
উ { ডা রা ডা রা, ডা ০ রে রে ডা য়ে রে ডা,

তা ০। ৬ ৬ । ১।।। +। ৬ ৬ ৬ ৬ ।
সু সা ঋ ঋ সা ঋ ঋ প ম প প প
উ ডা ডি রি । রা, ডা, } ডা ডা ০ রে রে ডা,
রি
ডা

	।		৺	৺	।						
	সা		সা	সা	সা						
তা	৩।	ডা		রে	রে	ডা,	০।	।	॥	১।	। ॥
মু	প		নি				ধ	ধ	প	ধ	ধ প
উ	ডা		০				ডা	রা,	ডা	ডা	রা ডা::}

ইমন। তাল কাওয়ালী।

তা	+॥	।	।	৩।	৺	৺	।	।	০।	৺	৺	৺	৺	৺	৺
মু	গ	গ	ঋ	গ	গ	গ	প	প	ম	প	প	ধ	ধ	নি	নি
উ	{ডা	ডা	রা,	ডা	ডি	রি	ডা	রা,	ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডি	রি,

							+।					
							সা					
তা							ডা					
	১।	৺	৺	৺	৭৺	।		৺	৺	৺	৺	।
মু	ধ	প	প	ম	ম	প	নি	ধ	ধ	প	প	প
উ	ডা	রা	ডা	য়ে	রে	ডা,{	০	রা	ডা	য়ে	রে	ডা,

তা	৩।	৭৺	৭৺	৭।	৭।	০।	৺	৺	৺	৺	৺	৺
মু	প	ম	ম	ম	ম	গ	গ	গ	ঋ	ঋ	গ	গ
উ	ডা	ডি	রি	ডা	রা,	ডা	ডি	রি	ডি	রি	ডি	রি,

গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলক স্ত্রিনেত্রঃ সর্পৈর্ব্বিভূষিতা তনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্রিশূলকরএষ নৃমুণ্ডধারী শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব রাগরাজঃ।

ভৈরব রাগ। তাল দ্রুতত্রিতালী বা কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ ধ। প্রভাত ১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

সা

তা ডিরি

+। । । । ৩। । । । ০। ।

মু গ ম ম ম প প ম প গ ধ ধ নি

উ ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা য় রা, ডা ডা য়

তা । ০। । +। । । ।

প ম প গ গ ম গ ঋ সা

মু রা, ডা য় রা ডা য় ডিরি ডা রা,

উ ধ

ডা য়

তা। ০। ৩। ।। ২।। ।। +।। ।। ।
মু। প ধ প ম প ম গ গ ধ প ধ প প ম
উ। ডা য় রা ড়া য রা ডা, ডাএ ডা রা, ডা ডা রা ডা,

সা

তা। ডা
৩। । । । ০। ৩। । ২।।
মু। ম গ প ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা নি
উ। ডা ব। ডিরি ডিরি, ডা য় রা ডা থ রা ডাঃঃ ডাএ রা,

তা। +। । । । ৩। । । । ০। ৩। ৩। ।
মু। নি নি ধ প প ধ প ম গ ম গ ঋ ম ঋ সা
উ। ডা ডা র। ডা, ডা র। ডিরি ডিরি, ডা য় রা ডা য় রা ডাঃঃ

রামকেলী। মধ্যমান।

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। ধ বাদী। প সম্বাদী। ঋ, ধ,। প্রভাত ১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

১।
সা

তা। ডা
+। । ৩। । । । ০। । । ।
মু। সা সা ঋ ঋ ম গ প প ধ ধ
উ। ডা ডা, ডা রা ডিরি ডিরি, ডা রা ডাএ রা,
।
নি

রা

তা। । । । +। । । । ৩। । । ০। । ।
মু। নি ধ ধ প গ ম গ গ গ ঋ ঋ সা
উ। রা ডা রা, ডা রা ডা, ডা রা ডা, ডা রা ডা,

৩৮ । ব
সা সা সা ঋ সা

তা ॰ রা ডা ॰ য়
। । । +। । । ।
সা ঋ ঋ প ধ ধ নি নি
মু রা ডা রাঃঃ } ডিরি ডিরি ডা ডা, র
১।
উ নি
ডা

৬ ॥ ০। । ॥ । ॥
ঋ ঋ গ গ ঋ সা সা
তা রা ডায়, ডা রা ডা, ডিরি ডা,
১। । । । ।
মু নি নি নি নি ধ
উ ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা,

তা ৩। । । । ০। । । । ১। । ।
ধ প ম প গ গ গ ঋ ঋ সা সা
মু ডিরি ডা ডিরি ডা, ডা রা ডা ডিরি, ডা ডিরি রাঃঃ }
।
উ নি
ডা

ভৈরবী রাগিণী। দ্রুতত্রিতালী।

সম্পূর্ণ। ম গ্রহ, সা বাদী, ম সম্বাদী। গ ধ নি। প্রভাত ১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

তা +। । । । ৩। । । । ০। । । ।
ম গ ম ঋ গ ঋ গ সা সা গ ঋ ঋ
মু
উ ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি,

তা মু উ

। । । । । । । । ।
ঋ সা সা ঋ সা গ
গ ঋ সা নি ধ ০ ডা ডা, ডায় ডায় ডায়
ডা ডা রা নি ধ

ডা, ডাঃ

তা মু উ

। ১। । । । +। । । । ৩। । ।
ঋ গ ঋ সা রা সা ঋ গ ম প ধ ধ
রা, ডায় ডিরি ডা রাঃঃ ডা রা ডা রা, ডা রা ডা

তা মু উ

। ০। । । । ১। । ।
ধ প গ গ গ গ ঋ সা
রা, ডায় ডিরি ডিরি ডিরি, ডায় রা ডায় রা
।
নি
ডাঃঃ

বিরারী রাগিণী। দ্রুতত্রিতালী।

সম্পূর্ণ। নি গ্রহ, সা বাদী, গ সম্বাদী। ঋ, ধ। দিবাভাগ।

। ০।
সা সা

তা মু উ

রা, ডা
। । । ৩। । । । । ।
ম গ প ম ধ ধ ধ ধ প
ডিরি ডা ডিরি, ডা ডিরি ডা রা ডায় ডিরি,
+।
নি
ডা

তা

খ খ সা সা সা খ সা খ

মু ডা রা, ডা রা ডিরি, ডিরি ডিরি ডিরি;

নি ধ ধ নি নি ধ

উ ডার্ ডা, ডাএ ডা ডিরি ডা

তা / মু / উ

সা
ডা

\+ ৩০ ১

নি নি নি নি নি ধ ধ প প গ ম গ গ সা স

ডা রা, ডিরি ডা রা, ডারা ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি; ডাএ রাঃ

নি নি
ডাএ ডা

বিভাষ উপরাগ। তাল জলদ তেতালা।

খাড়ব। গ গৃহ। পঞ্চম বাদি। ম। ধ। প্রভাত ৬ দণ্ড অবধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা / মু / উ

সা ঋ সা
ডা রা, ডা

\+ ৩

গ ঋ সা ঋ গ ধ প ধ ধ নি নি ধ প

ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা ডিরি রা ডা রা;

অন্তরা।

ডা সা

ডিরি

মু নি রি ধ ধ প ম ম গ ঋ ম প

ডা ডিরি ডা, ডিরি ডা ডিরি ডা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি;

তা

মু ম গ ঋ সা

ডা রূ ডার্ ডাঃঃ

উ

খট্ বা খট্ উপরাগ। জলদ তেতালা।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। প বাদি। ঋ, ধ,। প্রভাত ১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা সা সা

ডা, রা

মু নি ধ ধ প প গ গ ম গ ঋ সা

ডাএ ডিরি ডাএ,ডিরি ডা ডিরি ডা, ডা রূ ডার্ ডাঃঃ

উ

অন্তরা।

সা সা
ডা রা

তা মু উ
+ গ গ ম প প ধ ধ ধ নি ধ ধ প প প
ডা রা ডা ডা, রা ডা রা ডা, ডা ডা; রা ডা রা রা,

তা মু উ
+ সা সা সা
ডা রা ডা
নি প প ম ম গ গ গ ঋ ঋ সা সা সা
ডা; রা ডা রা রা, ডা রা রা ডা; রা ডা রা রাঃঃ

যোগিয়া, উপরাগিণী। কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। ম বাদি। প্রভাত ১দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা মু
+ সা ম প ঋ প ধ নি ধ ম প ম প প
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা রা রা ডা, রা

অন্তরা।

সা সা ঋ সা
ডা রা ডাএ,ডা

তা

\+ ৩ ০ ১

ম ধ ধ নি নি নি ধ প ম প ঋ সা

মু ডা ডিরি ডা রা, ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রা ডা রা,

অন্তরা।

তা
+ ৩ ০ ১
ম প প নি নি ধ ধ ধ প প গ ম প ঋ সা স
মু ডা ডা রা ডা, রা ডাএ ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রা ডা রা,
উ

দেবগিরী বা দেওগিরা রাগিণী। তাল মধ্যমান।

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। ধ বর্জ্জিত। প্রভাত ৬ দণ্ড অবধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

+ ৩ •

সা সা ঋ গ প সা ঋ গ ম প প ম ধ

মু রা, ডা ডা ডা ডা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডা ডিরি ডা ডিরি,

উ

+ ৩

সা সা সা গ গ ঋ ঋ ঋ সা সা

তা ডা রা,ডাএ ডা রা ডা, রা ডাএ ডা রা;

১ • ১

নি নি নি নি প প ধ

মু ডা ডিরি ডা রা ডা রা,ডা

উ

তা

+ ৩ • ১

প প গ গ গ ঋ ঋ সা গ গ গ ঋ ঋ ঋ সা গ ঋ ঋ সা

মু ডা রা ডা, রা ডাএ ডা রা, ডা ডা রা রা; ডা রা রা রা, ডা রা ডা রা॥

উ

গারা উপরাগ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। প গ্রহ। সা বাদি। নি। দিনযাম।

আস্থায়ী।

অন্তরা।

ঋ ঋ ম প প ধ ধ নি ধ প ম গ ম গ ঋ সা

ডা রা ডা ডা, রা ডা রা ডা, ডাঞ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা র্ ডার্ ডাঃ

সুহা উপরাগিণী। তাল কাওয়ালী

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। প বাদি। ঃ ধ। প্রভাত দুই দণ্ডের পর।

আস্থায়ী।

তা

গ গ ঋ গ গ ম ম প গ গ ঋ ঋ সা ঋ

মু ডা রা ডা ডা, রা ডা রা ডাএ, রা ডা রা ডা, রা ডাএ

উ

তা

গ গ ম গ ঋ সা

মু ডিরি ডিরি, ডা র ডার ডাঃঃ

উ

অন্তরা।
সা সা ঋ সা
ডা রা ডাএ, ডিরি
ম ম গ গ প ম ধ নি ধ
ডা রা ডা ডা, রা ডা রা ডা, রা
ঋ গ ঋ
ডিরি ডিরি ডা,
নি নি নি ধ ধ প প প
ডা রা রা ডা, রা ডা রা রা,
ম গ গ ঋ ঋ সা সা সা
ডা রা রা ডা, রা ডা রা রাঃঃ

লুম্ । তাল কাওয়ালী ।

সম্পূর্ণ । ম গৃহ । গ বাদি । নি । বেলা দুই প্রহর অন্তে ।

আস্থায়ী ।

তা

১ +
ম গ গ ম ম গ গ ঋ সা সা
মু ডা রা ডা, ডা দা রা ডা, ডা ডা রা

উ
নি ধ
ডা, ডা

তা

১ + ৩
সা গ সা ঋ গ ম প ম ম গ ঋ সা
মু ডা ডা ডা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডিরি ডা র্ ডার্, ডাঃ

উ

অন্তরা ।

তা

১ + ৩
সা ঋ গ ম ম ম গ ম গ ধ মঁ প গ
মু ডা রা ডা, রা দা রা ডা, ডা ডাএ ডাএ ডা, রা ডা

উ

তা

১ + ৩

মু ম প ধ প গ ম গ ম গ ঋ সা।

রা। ডা, রা। ডিরি ডিরি ডিরি, ডিরি ডা র্ ডার্, ডা॥

উ

সুঘরাই রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। সা বাদি। ধ সম্বাদি। ঋ গ নি। দিবা এক প্রহর অন্তে।

আস্থায়ী।

ডা

সা ধ সা ধ গ প গ ধ সা

মু

ডা রা, ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রাঃঃ

নি নি

উ

ডিরি ডা

অন্তরা।

গুজ্জরী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। গ বাদি। প সম্বাদি। ঋ, গ, ধ, নি।
প্রভাত ১১ দণ্ড অবধি ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা
গ ঋ সা সা
মু ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্
নি নি নি ধ প
উ ডা, রা ডা র্ ডা॥

অন্তরা।

তা
সু
উ
সা সা সা সা সা ঋ
ডা ডা ডা, ডা রা ডা,
নি নি ধ ধ প ধ
রা রা ডা ডা রা, ডা

তা
সু
উ
গ প ম গ গ প প ধ নি
ডাঞ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা ডিরি ডা রা, ডা

তা
সু
উ
নি ধ ধ প ম গ ম ম গ ঋ সা
ডিরি ডা ডিরি, ডাঞ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা র ডার ডাঃ

সারঙ্গ রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

খাড়ব। সা গৃ। ঋ বাদি। ম সম্বাদি। দিবসের ৮ দণ্ড গতে।

তা

△ ১

গ ম ঋ ঋ সা সা সা সা

মু

ডা রা, ডা রা রা রা, ডিরি ডাঞ

+△ △

উ ধ নি

ডা রা,

তা

৩ • △ ১ △

সা ঋ ঋ ঋ সা প ম গ ম গ ঋ সা

মু

ডা রা ডা ডা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রু ডারু ডাঃঃ

* ——

উ

অন্তরা।

সা সা সা

তা | ডাঅ রা রা.

+△ △ △ △ ৩△

নি নি নি ধ ধ প প প

মু | ডা ডা রা ডা, রা ডা রা রা,

উ |

তা |

০ △ ১△

ম ম ম গ গ ঋ সা সা

মু | ডা রা ডাঅ ডা, রা ডা ডা রাঃঃ

উ |

বৃন্দাবনী সারঙ্গ। তাল মধ্যমান।

ঔড়ব। প গৃহ। ঋ বাদী। ম সম্বাদী। গ, ধ বিবাদী। নি।
প্রভাত ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা |

১ +

সা সা ঋ ঋ ঋ সা সা

মু | ডাঅ ডা ডা ডা ডা, রা ডা

● △

প প নি

উ |

তা

\+ ৩

ম ম ম ঋ সা ঋ সা সা সা

মু ডিরি, ডা রা ডা রা, ডাএ রা রা রাঃঃ

উ

অন্তরা।

সা সা

তা

ডা রা

\+ ৩ ০১

ঋ ঋ ম ম প ম ম ম নি

মু ডা রা ডা রা, ডাএ রা ডা রা, ডা

উ

১
ঋ সা ঋ সা সা

তা
ডাএ, রা ডা ডা রা,

+ ৩
নি প ম ঋ ম ঋ
মু
ডা রা ডা রা, ডা রা

উ

তা

সা সা প ম ঋ সা সা নি প
মু
ডা রা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্ ডাঃ

উ

মধুমাধবী বা মধুমাধ সারঙ্গ রাগিণী । তাল কাওয়ালী ।

ওড়ব । ঋ গৃহ । ম বাদী । গ, ধ বিবাদী । ঋ, নি ।

দিনমান ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত ।

আস্থায়ী ।

তা

+ ৩
ঋ ম ঋ ম ঋ ম প প ম প
মু
ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা রা ডা ডা, ডা রা

উ

তা

মু

উ

Δ Δ ১

নি নি প প ম ম সা

ডা! ডিরি ডা, ডিরি ডা ডিরি, ডাঃঃ

অন্তরা।

তা

মু

উ

Δ Δ ১ Δ

নি নি প ম ঋ সা সা

ডা ডা ডা, রা ডা! রা রাঃঃ

বেলাবলী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। ঋ। সম্বাদী। প্রভাত ৬ দণ্ড অবধি ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

অন্তরা।

তা

\+ ৩ ০৭ ৭

ধ ধ প প ধ গ ধ প প প

মু ডিরি ডা ডিরি ডা ডা রা ডা রা, ডা রা

উ

তা

১

গ গ ধ ধ সা

মু ডা রা, ডা ডিরি রাঃঃ

নি

উ

ডা

মুলতানী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। ম বাদী। গ,নি। দিনমান ২১ দণ্ড অবধি ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

\+ ৩ ০

সা সা প ম প ম ম প ম ধ

মু ডিরি ডিরি ডা, রা ডাএ রা রা, ডিরি ডা ডিরি

নি

উ

তা
সা সা
ডা রা,
মু
প প গ ম প ধ গ গ ম প ধ
ডা, রা ডা রা ডা, ডাএ রা ডা ডা, ডা রা
উ

তা
মু
নি নি প ম ম গ ধ সা
ডা রা ডিরি ডিরি, ডা র্ ডার্ ডাঃঃ
উ

অন্তরা।

তা
মু
সা সা গ ম ম প প ধ প
ডিরি ডা ডিরি, ডিরি ডা ডিরি ডিরি, ডা রা
উ
নি
ডিরি

সা সা

ডা রা,

গ ম ধ নি নি ধ প ধ ম প

ডা রা, ডা রা ডা ডা রা ডাঅ, ডা রা

ধ প ম গ ম গ ম গ ঋ সা

ডা রা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডা র্ ডার্ ডাঃঃ

ভীমপলশ্রী বা ভীমপলাশী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ম গ্রহ। গ বাদী। প, স সম্বাদী। ঋ,নি।

দিনমান ২১ দণ্ড অবধি ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

ম গ ঋ সা ঋ ম ম প গ প গ ম

ডা রা ডা রা, ডা ডা রা ডাঅ, ডা রা ডা রা,

তা

২। । ৩। । +। । । । ৩। । ২। ।
ম গ ঋ সা সা ম গ প ম ধ নি ধ

মু

ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা,

উ

০।
স।

তা

ডাএ

২। ২। । ২। । । ।
নি নি ধ ম প ম গ

মু

ডিরি ডাএ ডিরি, ডাএ ডিরি ডা রাঃঃ

উ

অন্তরা।

+। ৩। ৩। । । ।
সা ঋ ঋ সা সা সা

তা

ডা ডা রা ডাএ ডা রা,

। ৩।
ধ প

০৩। ।
নি ধ

মু

ডা, রা ডিরি ডিরি

উ

তা

মু

৯।	৯।	১।	।	।	।
নি	নি	ধ	প	ম	গ
ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা৪৪

উ

ধানসী বা ধানশ্রী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

খাড়ব। নি গৃহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ।

দিনমান ২৫ দণ্ড অবধি ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

| | ০| | | | ১০| | |
প প প প প গ ঋ সা সা
ডা রা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডাএ ডাএ রাঃঃ

মু

|
নি
উ
ডা

অন্তরা ।

| |
সা সা
তা
ডিরি ডিরি,

+| | ৩| | | |
গ নি নি ধ ধ প
মু
ডা ডা ডা ডিরি ডা ডিরি,

উ

তা

০| ৭| | | ১০| | |
প ম গ গ ঋ সা সা
মু
ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডাএ ডাএ রাঃঃ

|
নি
উ
ডা

বসন্ত রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ। দিবা দ্বিপ্রহরের পর।

আস্থায়ী।

ত

+। । । । ৩। । । । ০১। । । ।

মু সা ম ম ম প প প ম ঋ ধ ধ প

ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা রা,

উ

+। ।১ । ১।

সা ঋ সা ঋ

তা

০। । । । ১। । ১। ।

মু গ ম প ম প গ ঋ সা

ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা ডাঃঃ

উ

অন্তরা।

সা
রা,

+। । । । ৩। । । । ০। । ।
ধ ধ ধ ধ নি নি নি নি প ধ নি
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা

১৲। । ৲। । +। । ৲। ৲। ৩।
ঋ গ ঋ গ গ গ ঋ ঋ সা
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা রা, ডা

। । ।
নি ধ প
ডিরি ডা রা,

০। । । । ১। । ৲। ।
ম প ম ম ম গ ঋ সা
ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা॥

গৌরসারঙ্গ রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গ্রহ। ঋ বাদী। ম সম্বাদী।

দিনমান ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

১৭। । । । +। । । । ৩। । । ।
ম প ম গ গ ঋ ঋ গ গ ঋ সা সা

মু

ডা ড্যা ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা রা,

উ

তা

০। । । । ১। । ।
সা ম গ ম গ ঋ সা

মু

ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্ ডাঃঃ

উ

পুরবী বা পৌরবী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। ধ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ, ধ।

দিনমান ২৫ দণ্ড অবধি ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

। ^। । ১। । ^। । +। ।
সা ঋ গ গ সা ঋ গ প প
মু
ডিরি ডা রা, ডাএ ডা রা ডা, রা ডা

০।
নি
উ
ডা

তা

। । ৩। । । । ১। ^। ^। ।
প প প গ ম ম গ ঋ ঋ সা
মু
ডা রা, ডাএ ডা রা ডা, রা ডা রা ডা,

উ

তা

+। । । । ৩। △। ।
সা ম প প ম গ ঋ সা
মু
রা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা র্ ডার্ ডাঃঃ

উ

অন্তরা।

তা / উ

+।	।	৭।	।	৩।	৫।	১।	।	০।	।	।
গ	প	ম	প	নি	ধ	ধ	প	প	ম	গ
ডা	রা	ডাএ	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডাএ	ডিরি	ডিরি

তা / মু / উ

।	১।	৬	।	৫৬	।	+।		।	।		।
গ	ম	গ	গ	ঋ	সা	সা		সা	সা		গ
ডিরি,	ডা	র্‌	ডা	র্‌	ডা,	ডা		ডা	ডা,		ডা
							।			৩।	
							নি			নি	
							রা			রা	

তা / মু / উ

৫।	।	০।	।	।	।	১৭।	।	৫।	।
ঋ	গ	সা	প	ম	প	ম	গ	ঋ	সা
রা	ডা,	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রাঃঃ

পুরিয়া রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ঋ গৃহ। ঋ বাদী। গ সম্বাদী। গ। দিনমান২৫দণ্ডঅবধি২৮দণ্ডপর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা
+। । ৭। । ৩৺। । । । ।
ঋ প ম প গ ঋ সা সা ঋ
মু ডাএ ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা ডা
। ০।
নি নি
উ
রা, ডা

তা
৺। ১৺। ৺। । । +৺। । । । ৩।
গ গ গ প প গ ধ ধ ধ প
মু রা, ডা রা ডা রা, ডাএ রা রা ডাএ, রা
উ

অন্তরা ।

	সা	সা						
তা	রা	রা						
+। সা			।নি	তা। নি	। ধ	। প	। ধ	০। নি	। প
ডা			ডা,	রা	ডা	রা	রা,	ডা	রা

							সা	সা	
তা							রা	রা	
। প	। প	১। প	৩। গ	৩। গ	৩। গ	+। ঋ			। নি
ডা	রা,	রা	ডা	রা	রা,	ডাএ			ডা,

তা। নি	। ধ	। ধ	। ধ	০। প	। প	। প	৩। গ	১। গ	। ঋ	। সা	। সা
রা	ড্রা	রা	রা,	ডা	রা	রা	ডা,	রা	ডা	রা	রাঃঃ

হিন্দোল বা হিণ্ডোল রাগ। তাল কাওয়ালী।

৮ ৭

ওড়ব। নি গৃহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ, প বিবাদী। ধ, ম।

দিনমান ২৬ দণ্ডের পর ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা
মু
উ

+। । ৮। । ৩। । ৮। ৮। ০৭। ৭। ৮।
নি নি ধ নি নি নি ধ ধ ম ম ধ
ডা রা ডাএ র়া, ডা রা ডা রা, ডা রা ডা

১। । । ।
সা সা সা গ

তা
মু
উ

ডা রা ডা ডিরি,
৮।
ধ
রা,
+। ৭। ৭। ৮। ৩৮।
গ ম ম ধ ঋ
ডা রা ডা রা, ডা

তা
মু
উ

৭। । ৮। ০৭। ৭। । । ১। । । ।
ম নি ধ ম ম গ গ সা সা সা সা
রা ডা ডিরি, ডা রা ডা রা, ডা রা রা রা॥

তা

০৭।	৭।	।	।	১।	।	।	।
ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা।
ডা	রা	ডা	ডিরি,	ডা	ডিরি	ডা	রাঃঃ

মু

উ

ধানশ্রী পুরিয়া রাগিণী । তাল কাওয়ালী ।

সম্পূর্ণ । গ গৃহ । গ বাদী । প সম্বাদী । ঋ ।
দিনমান ২৫ দণ্ডের পর ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত ।
আস্থায়ী ।

০৪।	।
ঋ	সা।
ডা	ডিরি

তা

+।	।	৭।	।	৩।	।	।	।
গ	প	ম	প	প	ধ	ধ	নি
ডা	ডিরি	ডা	ডিরি,	ডা	ডিরি	ডা	রা,

মু

উ

।
সা।
ডা

তা

।	১।	।	।	।	+৭।	৭।	।	।	৩০।
নি	ধ	ধ	প	প	ম	ম	গ	গ	ঋ
রা,	ডা_	ডিরি	ডা	রা,	ডাএ_	ডিরি	ডা	রা.	ডা

মু

উ

ঝিঞ্ঝারমল্লার। তাল কাওয়ালী।
সম্পূর্ণ। ঋ গৃহ। প বাদী। গ সম্বাদী। দিবাভাগ।
আস্থায়ী।

+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।	।
ঋ	ঋ	ম	গ	ম	প	গ	ম	গ	ঋ	ঋ
ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডাঐ	ডিরি	ডা

।	১।	।	।	।	+।				
সা	ঋ	ঋ	সা	সা	সা				
রা,	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডাঐ				
						।	।	।	৩।
						নি	নি	ধ	ধ
						ডিরি	ডা	রা,	ডাঐ

					।	।			।	।	।
					সা	সা			সা		ঋ
					ডা	রা,			ডা		রাঃঃ
।	।	।	০।	।			১।	।			
প	প	প	ধ	নি			নি	নি			
ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডিরি			ডা	ডিরি			

অন্তরা।

তা	+।	।	।	।	৩।	।	।	।
মু	সা	ঋ	গ	ম	প	গ	ঋ	সা
ড	ডা	ডিরি	ডা	,,	ডা	ডিরি	ডা	রা,

ত	০।	।	।	।	১।	।	।	।
মু	সা	ম	প	প	ম	গ	ঋ	সা
ড	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রঃ।

শ্রীরাগ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। সা বাদী। প সম্বাদী। ঋ, ম।
দিনমান ২১ দণ্ডের পর ৩০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

									০।	৩।
									সা	ঋ
তা									ডা	ডিরি
	+।	।	৭।	।	৩।	।	৭।	।		
মু	সা	প	ম	প	প	প	ম	ধ		
	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডা	ডা	রা,		

তা

| | ১৭| | ৫| | ৫| ৫| |.
ধ প ম গ ঋ সা ঋ ঋ সা

মু

ডা রা, ডাএ ডিরি ডা রা, ডিরি ডা রা,

+|.
নি

উ

ডা

তা

৩| | |. | ০| | | | ১৫| ৫| | |
সা ম গ গ গ গ ম গ ঋ ঋ সা সা

মু

ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা রা ডা রা॥

উ

অন্তরা।

তা

+| | | | ৩| | | |
গ প প ধ ধ নি ধ প

মু

ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা ডিরি ডা রা,

উ

তা

মু

০।	।	।	।	১।	।	৪।	।
ধ	ধ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	ডা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রাঃঃ

উ

শ্রীগৌরী রাগিণী । তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ । প গৃহ । সা বাদী । ঋ সম্বাদী । ঋ, ধ, নি ।
দিনমান ২১ দণ্ডের পর ৩০ পর্য্যন্ত ।
আস্থায়ী ।

তা

মু

।	৭।	+।
সা	ঋ	সা
ডিরি	ডা,	রা

উ

০।	।	৭।	৭।	১৭।	৭।
প	প	ম	ধ	নি	নি
ডিরি	ডাএ	রা	ডিরি,	ডাএ	ডা

তা

মু

।	৪।	৩।	।	৭।	।	১৭।	৭।	।
সা	ঋ	সা	গ	ঋ	সা	ঋ	ঋ	সা
রা	ড.,	রা	ডা	রা	ডা.	ডা	ডিরি	ডা

উ

০।
নি
ডা

তা
মু
উ

সা
রা,

নি ধ নি ধ প প প প
ডা রা ডা রা, ডা রা রা রাঃঃ

অন্তরা।

তা
মু
উ

গ গ ঋ সা সা সা ঋ প ম
ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্ ডা, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি,

। । ১।
সা সা ঋ
ডা ডা রা,

৩১। ০১। ১। ১। । ২। । । ।
নি নি ধ ধ প প গ গ সা
ডা ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা রাঃঃ

গৌরী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। সা বাদী। নি সম্বাদী। ঋ, ধ, নি, ম।
রাত্রি
আস্থায়ী।

তা, মু, উ

৩।	।	।	।	০।	৭।	।	।	১।ঁ	।ঁ	।
গ	গ	প	প	প	ম	গ	গ	গ	ঋ	সা
ডা	রা	ডা	রা,	ডাঞ	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডার্	ডার্	ডাঃঃ

অন্তরা।

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ঋ	গ	প	ধ	নি	নি	ধ	প
ডা	ডা	ডা	রা,	ডা	ডা	ডাঞ	রা,

তা, মু, উ

০।	।	।	।	১।ঁ	।ঁ	।
প	প	গ	গ	গ	ঋ	সা
ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডার্	ডার্	ডাঃঃ

ইমনারাগিণী । তাল কাওয়ালী ।

৭

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। গ বাদী। ম। রাত্রি ৬ দণ্ডের পর ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০৭।	।	।
সা	ঋ	গ	প	ধ	প	প	গ	ম	গ	প
ডা	রা	ডা	রা,	ডাএ	ডিরি	ডা	রা,	ডাএ	ডিরি	ডা

মু

উ

তা

।	১।	।	।	।	।	৩
ঋ	ঋ	সা	সা	সা	সা	ঋ
রা,	ডা	ডিরি	ডা	ডিরি	রা,	ডা

মু

।	+।	।
ধ	ধ	নি
রা,	ডা	ডা,

উ

তা

।	।	।	০।	৭।	।	।	১৭।	।		।
ঋ	গ	গ	প	ম	গ	গ	ম	গ	ঋ	সা
ডা	রা	রা,	ডাএ	ডিরি	ডিরি	ডিরি.	ডার্	ডা	র্	ডাঃ

মু

উ

অন্তরা ।

সা সা সা

তা ডিরি ডিরি, ডা

গ ম গ ঋ ঋ সা সা সা নি

মু ডিরি ডিরি, ডা র্ ডা র্ ডা, ডা ডা

উ

ঋ

তা রা

ধ ধ প গ গ সা ঋ সা সা

মু ডা ডিরি, ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা ডিরি ম্বাঃ

উ নি

ডা

তা								
	।	△।	।	১।	△̐	△।	ʼ	।
মু	নি	ধ	প	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	র্	ডা	র্	ডাঃঃ
উ								

কল্যাণ রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

৭ ৭

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। ম বাদী। ঋ সম্বাদী। ম। রাত্রি ৬দণ্ডের পর ১০দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা										
	।	।	৩।	৭।	৭।	।	•।	।		
মু	সা	ধ	ঋ	ম	ম	গ	প	ধ		
	ডিরি	ডিরি,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা		
	+।	।								
উ	নি	ধ								
	ডা	ডা								

তা											
	।	।	১।	।	।	।	+।	।	।	।	৩।
মু	ধ	নি	ম	প	প	প	প	গ	গ	ঋ	সা
	ডা	ডিরি,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা
উ											

তা
মু
উ

। । ।
ঋ সা সা
রা ডা রা,

০। । । । ১। । । ।
নি নি ধ ধ প প ধ নি
ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা রা ডা রাঃ

অন্তরা।

তা
মু
উ

০। । ৭। । ১। । ।
ম গ ম গ ঋ ঋ সা
ডাঅ রা ডা রা, ডা রা ডা

।
নি
রাঃঃ

চিত্রাগৌরী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋ,ধ,। প্রদোষ সময় সন্ধ্যাকাল।

আস্থায়ী।

তা								
মু		।	△।	।	৩।	।	।	।
		সা	ঋ	গ	গ	ম	ম	গ
		ডা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,
উ	।							
	নি							
	ডা							

তা								
মু	০।	।	।	।	২।	৩	△।৩	
	গ	প	ম	গ	ম	গ	ঋ	
	ডাএ	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	র্	ডার্	
উ								।
								নি
								ডা,

অন্তরা।

তা								
মু	+।	△।	△।	।	৩।	△।	।	।
	সা	ধ	ধ	প	প	ধ	প	ম
	ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডিরি	ডাএ	ডা	রা,
উ								

তা
০৭। । । । ১। । ৫।
ম ম গ গ ম গ ঋ
সু
ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রূ ডারূ
।
নি
উ

ডাঃঃ

বাহার খাম্বাবতী বা খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। প সম্বাদী। নি।
রাত্রি ১১দণ্ডের পর ১৫দণ্ড পর্য্যন্ত।
আস্থায়ী।

তা
০। । । । ১। । । । +। । ।
সা ঋ গ ম প গ ম প ধ ধ প
সু
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা রা ডা, রা ডা রা
উ

+। ।
সা সা

তা
ডা ডিরি
। ৩। । । ০। ১। ৫। ৫। ।
গ গ ধ ধ ধ প নি নি প
সু
ডা, রা ডা ডা ডা, রা ডিরি ডা রা,
উ

সা সা

তা ডা ডাঐ

ধ নি নি নি প গ ম ম প

মু রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা,

উ

অন্তরা।

+। । ।
ধ সা সা
ডিরি ডা ডিরি

। ১। । । । ৪। ৩৪।
ম প ম গ গ নি নি
রা, ডিরি ডা রা রা, ডা, ডিরি

তা
মু
উ

। । । । । । । । । । ।
ধ প ম ম ম প প গ ধ সা সা
ডা ডিরি ডা, ডা রা ডা রা, ডা রা ডা রাঃঃ

তা
মু
উ

ভূপালী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

খাড়ব। ম গৃহ। ধ বাদী। সা সম্বাদী। নি বিবাদী।

রাত্রি ৬ দণ্ডের পর ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

। । ৩। । । । ০। । ।
সা ধ সা গ ধ গ প প প
ডিরি ডিরি, ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা

+। ।
ধ ধ
ডা ডা

তা
মু
উ

তা

মু

উ

ধ প ম গ ম গ ঋ সা

ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রু ডারু ডা॥

কারুপাঝিঁ ঝিঁটি । তাল কাওয়ালী ।

সম্পূর্ণ । ধ গৃহ । গ বাদী । ম সম্বাদী । নি । নিশীথ সময় ।

আস্থায়ী ।

তা

মু

উ

সা ঋ গ ঋ ম ঋ গ গ ঋ সা

ডিরি ডা রা, ডাএ ডা ডা রা, ডা ডিরি ডা

ধ

ডা।

তা

। । ০। । । । ১। । ।

গ ম ম গ ঋ গ ঋ সা সা

মু

ডা রা, ডাএ ডিরি ডা রা, ডাএ ডিরি ডা

।

উ ধ

রাঃঃ

অন্তরা।

।

সা

তা রা,

+। । । । ৩। । ৫।

সা ঋ গ ম প ধ নি

মু

ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা

উ

০।

সা

তা ডা

।৫ । । ১। । । ।

নি ধ প প ম গ ঋ সা

মু

ডিরি ডা রা, ডাএ ০ ডিরি ডা রাঃঃ

উ

ঝিঁঝিটি খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। ম বাদী। প সম্বাদী। নিশীথ সময়।

আস্থায়ী।

তা
সা নি সা ঋ সা গ
মু
ডিরি] রা, ডা ডা, ডাএ ডিরি
নি নি ধ ধ
উ
[ডা ডা ডা রা

বন্ধনীর অন্তর্গত দুইটী বোল খরচের তারে বাজাইতে হইবেক।

তা
প ম গ সা ঋ গ প ম গ ঋ সা
মু
ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা রা, ডা ডিরি ডা রাঃঃ

অন্তরা।

তা									
	০।	।	।	।	২।	˘	।	˘	।
মু	ধ	ম	গ	ঋ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
	ডাও	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	র্	ডা	র্	ডাঃঃ
উ									

অহংবাহার। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। প সম্বাদী। দিবারাত্রি।

আস্থায়ী।

তা											
	+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।	।
মু	সা	ঋ	গ	ম	গ	ম	ম	ঋ	গ	প	প
	ডা	রা	ডা	ডা,	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা
উ											

তা

। ১। । । । +। । । । ৩। ।
গ প গ প ম সা ঋ গ প ধ ধ

মু

রা, ডিরি ডা ডিরি ডা, ডা ডা ডা ডা, ডা ডিরি

উ

। । ১। । ।
সা সা ঋ সা সা

তা

ডা ডা, ডা ডিরি ডা

। ৭। ১। । ।
ধ প ধ ধ প

মু

ডা রা, ডিরি ডিরি রাঃঃ

উ

অন্তরা।

+। । ।
ঋ ঋ সা

তা

ডিরি ডিরি ডা

। ৩। । । ।
ধ ধ প ম গ

মু

রা, ডা ডা ডা ডা,

উ

অন্তরা।

গ সা গ সা

তা ডিরি ডা ডিরি ডা,

ধ ধ নি প

মু ডা ডিরি ডা রা,

উ

তা

প ধ প ম গ ঋ সা সা

মু ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা রাঃঃ

উ

হাম্বির বা হম্বীরা। তাল কাওয়ালী।

৭

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। প বাদী। সা সম্বাদী। ম। রাত্রি ১ দণ্ডের পর ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

+। সা রা

সা প ম প ন ম ধ নি নি

ডাএ ডিরি ডা রা, ডা ডা রা ডা. ডা

সা সা সা

ডিরি ডা, রা.

নি ধ প ম গ ঋ

ডা. রা ডা, রা ডা রা

সা ঋ ঋ সা সা সা সা

ডা, ডিরি ডিরি, ডা রা রা রাঃঃ

+। নি নি

ডা ডা.

ছয়ানট উপরাগ। তাল ঢিমে মধ্যমান।

সম্পূর্ণ। সা গ্রহ। ধ বাদী। ম সম্বাদী। রাত্রি ১ দণ্ডের পর ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা										
মু	+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।
	সা	ধ	ধ	ধ	প	প	ম	গ	গ	ঋ
	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডাএ	ডাএ	ডাএ,	ডিরি	ডা
উ										

তা										
মু	।	।	১।	।	।	।	+।	।		
	গ	ম	প	গ	ঋ	সা	সা	সা		
	ডিরি	ডা,	রা	ডা	রা	ডা,	ডিরি	ডিরি		
উ					।				।	৩।
					নি				ধ	ধ
					ডাএ				ডা,	রা

অন্তরা।

	+।	।	।	।	৩।	।	।	।
	সা	সা	সা	ঋ	ঋ	নি	ধ	প
তা	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা			
মু						ডা	রা	ডা,
উ								

তা									
	০।	।	।	।	১।	।		।	।
	ঋ	সা	ঋ	গ	প	ম	গ	ঋ	সা
মু	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডা	এ	ডা	রা৷ঃঃ
উ									

ইমনপুরিয়া। তাল মধ্যমান।

৭০

সম্পূর্ণ। গ গৃহ। গ বাদী। প সম্বাদী। ম, ধ। রাত্রি৬দণ্ডের পর ১০দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা						
	+	।	।	।	৩।	।
	গ	ঋ	সা	ঋ	সা	সা
মু	ডা	রা	ডাএ	রা,	ডা	রা,
					০।	০।

ভা

মু

০। । । । ১০। । । ।
সা ঋ গ প ধ নি প গ
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রাঃঃ

উ

অন্তরা।

তা								
	+১	।	।	।	৩১	।	।	।
মু	ম	প	প	ম	গ	ঋ	সা	সা
	ডা	রা	ডা	ক্লা,	ডা	বা	রা	রা॥
উ								

বারোঁয়া রাগিণী । তাল কাওয়ালী ।

সম্পূর্ণ । সা গ্রহ । ম বাদী । প সম্বাদী । গ, নি । দিবারাত্রি ।

আস্থায়ী ।

তা										
	+।		।	।	৩।	Δ।	Δ।	।	•।	।
মু	সা		সা	ঋ	গ	গ	গ	ম	প	প
	ডাএ		ডা	ডা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডাএ	ডিরি
		Δ।								
উ		নি								
		রা								

তা											
	।	।	১।	Δ।	।	।	+।	।	।	।	৩।
মু	প	ম	ম	গ	ঋ	সা	সা	প	ম	ম	ম
	ডিরি	ডা,	ডাএ	ডিরি	ডিরি	ডা,	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা,	ডিরি
উ											

তা

মু

উ

△	।	।	০	।	।	△	১	△	।	।
গ	ঋ	সা	সা	প	ম	গ	ম	গ	ঋ	সা

ডিরি ডিরি ডা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রু ডারু ডাঃঃ

অন্তরা।

তা

মু

উ

+	।	।	।	৩	।	।	।
ম	প	প	প	প	ধ	ধ	ধ

ডিরি ডিরি ডা ডিরি, ডিরি ডা ডিরি ডিরি,

তা

মু

উ

০	।	।	△	১	△	।	।
ধ	প	ম	গ	ম	গ	ঋ	সা

ডাঅ ডিরি ডিরি ডিরি; ডা রু ডারু ডাঃঃ

কানড়া উপরাগ। তাল মধ্যমান।

সম্পূর্ণ। গ গৃহ। ম বাদী। গ সম্বাদী। গ, ধ, নি রাত্রিকাল।

আস্থায়ী।

গ গ ম ঋ ঋ সা

ডিরি ডিরি ডা ডা রা ডাএ

নি ধ প নি ধ

রা ডা, রা ডাএ রা

সা

রা

ধ ধ ধ প ধ প প ধ ধ নি

ডা, রা [ডা রা ডা,] ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা

বন্ধনীর অন্তর্গত দুইটী বোল খরজের তারে বাজাইতে হইবেক।

সা

ডা

সা ম ঋ প গ ধ নি নি ধ প

ডা রা, ডা রা ডা রা, ডিরি ডা রা, ডাএ

তা

মু

নি ধ প প প গ গ ঋ সা সা সা

ডা ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডাএ ডা রা রাঃঃ

উ

অন্তরা ।

সা ঋ সা

তা ডাএ ডিরি ডিরি

মু

নি নি ধ ধ প গ

ডিরি, ডা রু ডা রু ডাঃঃ

উ

দেশজয়জয়ন্তী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। প গৃহ। ধ বাদী। ঋ সম্বাদী।
রাত্রি ৬ দণ্ডের পর ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত।
আস্থায়ী।

।	।	০।	।	।
ঋ	ঋ	ঋ	সা	সা
ডা	ডা,	ডিরি	ডা	ডিরি

+।	।	।	।	৩।	।
প	প	ধ	প	ধ	প
ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডাএ

।	১।
ধ	প
ডা,	রা

।	।	।	+।	।	।	।	৩।
প	গ	ঋ	ঋ	গ	গ	সা	ঋ
ডাএ	ডাএ	ডা,	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা

।
ধ
ডাএ

।	।	০।	।	১।	।
ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	সা	সা
ডা	ডা,	ডিরি	ডা	রা	ডা

।	।	।	।
ধ	ধ	নি	ধ
ডিরি	ডা,	ডা	রাঃঃ

অন্তরা।

তা							
		।	।	৩।			
		সা	সা	ঋ			
		ডিরি	ডা,	রা			
মু	+।	।			।	।	।
	সা	সা			নি	ধ	প
	ডিরি	ডা			ডা	রা	ডা,
উ							

তা								
মু	০।	।	।	।	১।	।	।	।
	প	ধ	ধ	ম	প	গ	ঋ	সা
	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডাএ	ডাএ	ডাঃঃ
উ								

জয়জয়ন্তী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ঋ গৃহধ বাদী। ঋ। সম্বাদী। ঋ, নি। রাত্রি ৬ দণ্ডের পর ১০ দণ্ডপর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা										
মু	+১।	১।	।	।	৩।	।	।			।
	ঋ	ঋ	সা	সা	গ	সা	সা			সা
	ডা	ডা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	রা,			ড
উ							১।	০১।	১।	
							নি	নি	নি	
							ডা	ডা	ডিরি	

অন্তরা।

+। ।
সা সা

তা ডিরি ডিরি

মু
।। ।। ৩। । । ।
নি নি ধ ধ ধ ধ
ডিরি ডিরি, ডা ডিরি ডিরি ডা,

উ

তা

মু
০। । । । ১। । । ।
প প প ম নি গ গ গ
ডা রা রা ডাএ, ডিরি ডিরি ডিরি ডিরিঃ

উ

পরজ বা পরাজিকা রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

৭
সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। নি বাদী। গ সম্বাদী। ম.।
রাত্রি ১১ দণ্ডের পর ১৫ দণ্ডপর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

। । । +। ।
সা সা সা ধ সা
তা ডা ডা ডা, রা ডা

মু
০। ৭। ৭। । ১।
গ ম ম ধ নি
ডাএ ডিরি ডা রা, ডা

উ

তা

।	।	৩।	।	।	।	১।	।	৭।
নি	ধ	প	ধ	প	প	ধ	প	ম
রা	ডা,	রা	ডাএ	ডিরি	ডা,	রা	ডা	রা

মু

উ

তা

।	+।	।	।	।	৩।	।		
গ	গ	ঋ	সা	সা	সা	সা		
ডা,	ডাএ	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডিরি		
							।	।
							নি	নি
							রা	রাঃঃ

মু

উ

অন্তরা ।

তা

০।	।	।	।	১।	।	।	।
সা	ঋ	গ	প	প	ধ	ধ	নি
ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা	ডিরি,

মু

উ

+।
'সা।

তা	ডাএ					
		।	।	।	৩।ঁ	।ঁ	।
মু		নি	ধ	প	ধ	প	গ
		ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডার্	ডার্	ডাঃঃ
উ							

গৌড় বা গৌঁড় উপরাগ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ম গৃহ। প বাদী। ম সম্বাদী। ঋ, গ, ধ, নি। দিবারাত্রি।

আস্থায়ী।

তা										
	•।	।	△।	△।	১।	△।	।	।	+।	।
মু	ম	গ	ঋ	গ	প	ধ	প	ম	প	ম
	ডাএ	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডা	রা	ডা,	রা	ডাএ
উ										

তা									
	△।	△।	৩।	।	△।	△।	১।	△।	।
মু	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	ঋ	প	ধ	প
	ডা	ডা,	রা	ডা	ডিরি	ডা,	রা	ডা	ডিরি
উ									

তা
মু
উ

ঌ। +। । ঌ। ঌ। ৩ঌ। । ঌ। ।
গ ম প গ ঋ ঋ সা। ঋ ম
ডা, রা ডাএ ডা রা, ডা ডিরি ডা রা।ঃঃ

অন্তরা।

০। ।
সা। সা।

তা
মু
উ

ডিরি ডা
ঌ। ঌ। ১ঌ। । । ।
নি নি ধ প ম ম
ডিরি ডা, ডিরি ডা ডা রা।ঃঃ

অন্তরা।

তা

মু

প প গ ম ম প প প ম গ

ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রা

উ

তা

মু

ম গ প ধ ম গ ঋ সা।

ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা রা

উ

ধ ন

রা রা।ঃ

তা

মু ম সা ঋ গ
রা, ডাএ ডাএ ডাএ,

উ প ধ ম নি
ডা ডিরি ডা ডাএ

তা

মু গ প ম ঋ গ সা
ডা ডাএ ডা রা, ডাএ ডা

উ ধ প
ডা রাঃঃ

সিন্ধুড়া রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। প গৃহ। ঋ বাদী। ম সম্বাদী। গ, নি।
রাত্রি ১১ দণ্ড অবধি ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।
আস্থায়ী।

তা

মু প ম গ সা ঋ গ ম প প
ডাএ ডাএ ডাএ রা, ডা ডা ডিরি ডা, রা

উ

০। । । ।
ঋ সা ঋ সা

তা ডা ডিরি ডিরি ডিরি,

১৩। । । ।
নি ধ প ম

মু ডাএ রাডা এরা ডাঃঃ

উ

কেদারী রাগিণী। তাল কাওয়ালি।

সম্পূর্ণ। ম গৃহ। প বাদী। সা সম্বাদী। ম।

রাত্রি ১ দণ্ডের পর ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

০ ৭। । । । ১। । । । +।
ম গ গ সা সা সা সা সা সা

মু ডা রা ডা ডিরি, [ডা] ডা ডা রা, রা

। ।
উ নি ধ

ডা রা

তা

। ৩। । । । ১। । । +। ।
প প প প প প সা সা সা গ

মু ডা রা [ডা রা] ডা, রা ডাএ রা, ডা ডিরি

।
উ নি

ডা

বন্ধনীর অন্তর্গত কয়েকটী বোল খরচের তারে বাজাইতে হইবেক।

।	।	০।
সা	সা	সা

তা
ডা রা, ডা

মু

৭।	।	৩।	।	।	।	।	১।
ম	প	ধ	র্নি	নি	ধ	প	প
ডা	রা,	ডা	রা	রা	ডা	রা,	ডা

উ

তা

মু

।	।	।	+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ম	গ	প	প	প	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	ডা,	ডা	রা	ডা	রাঃঃ

উ

অন্তরা।

তা

মু

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
সা	ঋ	গ	প	ধ	ঋ	গ	প
ডিরি	ডিরি	ডা	ডিরি,	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি,

উ

|
ধ ধ ধ

তা | ডিরি ডা রা,

+| | | | ৩| | | |
নি নি ধ ধ প গ গ গ
মু | ডিরি ডা ডিরি ডা, ডিরি ডাএ রা রাঃঃ

উ |

অন্তরা।

তা |

•| | | | ১| | | |
প প ধ গ ধ সা সা সা
মু | ডাএ ডিরি ডা রা, ডাএ রা ডা রাঃঃ

উ |

সাহানা উপরাগ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। গ বাদী। ধ সম্বাদী। গ।

রাত্রি ১১ দণ্ড অবধি ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

+১| | | | ৩| | | | ০| | |

গ ম প প ম প প প প প ধ

মু

ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা

উ

তা

| ১| | ৪| ৪| +১| | | | ৩| |

ধ প প গ গ গ ঋ ঋ সা সা ঋ

মু

রা, ডা রা ডা রা, ডা ডিরি ডা ডা, ডা ডিরি

উ

ত

| | ১| ৪| | |

সা সা সা গ ঋ স

মু

রা, রা, ডা ডিরি ডা রা৪৪

| ০| | |

নি ধ নি নি

উ

ডা . ডা ডিরি ডা

অন্তরা।

ঋ ঋ

তা। ডা ডা

নি ধ প ম গ গ

মু। ডা রা, ডা রা ডা রাঃঃ

উ।

সাহানা উপরাগ। প্রকারান্তর।

আস্থায়ী।

তা।

গ প ধ প প ম ধ প প ম প

মু। ডা রা ডাএ ডিরি, ডা রা ডাএ ডিরি, ডা রা ডা

উ।

তা

মু

উ

| ১| | | | +| ২| ২| | ৩| |
প ধ ধ প প ঋ গ গ ঋ সা সা
রা, ডা ডিরি ডা ডিরি, ডা রা ডা ডিরি, ডা ডিরি

তা

মু

উ

০| | | | ১| | |
সা নি প ধ ধ প গ
ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্ ডাঃঃ

| |
নি নি
ডা রা,

অন্তরা।

| | ৩| | | |
সা সা ঋ ঋ ঋ ঋ

তা

ডা ডা, ডা রা ডা রা,

+১| |
গ প
ডা ডিরি

মু

উ

০।
সা

তা	ডাএ					
মু	। নি	। গ	। প	১। ধ	। প	। গ
	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডার	ডার	ডাঃঃ
উ						

শঙ্করা রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নি গৃহ। সা বাদী। ম সম্বাদী।
রাত্রি ১৬ দণ্ডের পর ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।
আস্থায়ী।

তা											
মু	০। নি	। নি	। ধ	। নি	১। ধ	। গ	৭। ম	। প	+। প	। সা	
	ডা	রা	ডা	ডাএ,	রা	ডা	রা	ডা,	রা	ডাএ	
উ											। নি
											রা

তা	৩। সা					। সা	। সা	+। সা	
মু	রা					রা	রা,	ডা	
উ	। নি	। ধ	। নি	। ধ	১। নি	। নি			। ম
	ডা,	ডা	ডিরি	ডা,	ডাএ	ডা			ডিরি

তা
মু
উ

প ম প ম সা ঋ গ ঋ সা সা

রা ডা রা, ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা রা রাঃঃ

নি

ডা

অন্তরা।

সা ঋ

তা

ডাএ ডা

মু

ঋ ম ম প নি নি ধ ধ নি

ডা ডাএ ডা রা, ডা রা ডা রা, ডা

উ

তা

গ সা ঋ সা সা সা

রা, ডা রা ডিরি, ডা রা

মু

নি নি ধ ধ প নি

ডা ডা, ডা রা ডা ডিরি

উ

তা

মু

ধ প ম গ সা ঋ সা ঋ

ডিরি, ডিরি ডাএ ডিরি ডিরি, ডিরি ডা রাঃঃ

উ

নি

ডাএ

সুরট রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। প গ্রহ। ঋ বাদী। প সম্বাদী। ঋ, ধ, নি।

রাত্রি ১৫ দণ্ডের পর ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

তা

মু

সা

ডিরি,

উ

ধ প প প প প প নি ধ ধ প

ডিরি, ডা রা রা রা, রা ডিরি ডা ডা রা ডা

অন্তরা।

তা
মু
উ

। ১△। △। । । +△। △। । । ত। ।

গ ঋ ঋ সা সা ঋ ঋ গ প প ম

রা, ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা. ডা রা

অন্তরা।

।	।	।	০।	।
সা	সা	সা	নি	নি
ডাঞ	ডা	রা,	ডিরি	ডিরি

তা

+।	।	।	।	৩।
ম	প	ধ	নি	নি
ডাডা		রা	ডা,	রা

মু

উ

।
সা
রা,

তা

।	।	১।	।	।	।	+।	।	।
ধ	ধ	ম	ম	গ	গ	গ	ঋ	ম
ডিরি	ডিরি,	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	ডিরি	ডা

মু

উ

।
সা
রা

তা

৩।	।	।	০।	।	।	।	।	।
নি	নি	ধ	গ	গ	ঋ	সা	সা	সা
ডা	ডা	রা,	ডিরি	ডিরি	ডাঞ	রা,	ডা	রা।ঃঃ

মু

১।	।
নি	নি
ডা	রা

উ

বাহার রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ম গ্রহ। ম বাদী। প সম্বাদী। গ, ধ, নি। দিবা রাত্রি।

আস্থায়ী।

+				৩	০			০০	০	০
ম	প	ম	প	ম	গ	ম	প	ধ	ধ	নি
ডা	রা	ডা	ডাএ,	রা	ডা	রা	ডা	ডা	রা	ডা

০	১	০	০		+	০		০	৩	
নি	সা	ধ	নি	প	প	ধ	ম	ধ	ম	ম
রা,	ডা	ডা	রা	ডা,	ডা	ডিরি	ডা	ডাএ,	রা	ডা

	০	০		০		১০	০		
প	গ	ম	প	ধ	ম	গ	গ	ঋ	সা
রা	ডা,	রা	ডা	রা	ডা,	ডা	রা	ডাএ	রা৷৷

অন্তরা।

। । । । ।
সা সা সা সা ঋ

তা | ডা ডিরি ডিরি, ডা রা

+১। ১। ১। ১। ৩১। •১।
ধ ধ ধ নি নি নি

মু | ডিরি ডিরি ডা ডিরি, ডিরি ডা

উ |

। ১। । ৩১। ।
সা ঋ সা গ গ

তা | ডা, রা ডা, রা ডা

১। ১। । +১। ১। ১।
নি ধ প ধ ধ নি

মু | ডা রা ডা, রা ডা রা

উ |

। । ০।
ঋ সা সা

তা | রা ডা, ডাঃ

১। ১। । ১১। । ।
নি ধ ধ ধ প ম

মু | ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্ ডাঃঃ

উ |

সোহিনী রাগিণী। তাল কাওয়ালী

খাড়ব। ধ গৃহ। সা বাদী। গ সম্বাদী। প বিবাদী। ঋ।

রাত্রি ২৬ দণ্ড অবধি ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত।

আস্থায়ী।

সা। সা। ঋ
ড্রিরি রা, ডিরি

+। । । । ৩। । ০।
ধ ধ ধ নি নি নি নি
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা

। ১। । । +। । । । ৩।
সা। ঋ সা। ধ সা। গ গ ম গ
ডা রা, রা ডা ডা ডা ডা রা, ডা

১। ।
নি নি
ডা রা,

। ১। । ০। ২। । । ১২। ।
গ ঋ সা। সা। ঋ সা। সা। ঋ সা।
রা ডা রা, ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডার্ ডার্

।
ধ
ডাঃঃ

অন্তরা।

তা

মু

উ

। । ৩। । । ১।
সা গ ঞ ম গ ঋ
ডা ডিরি, ঝাঁরি ডিরি ডা ডা,

।
ধ নি
ডাএ ডিরি

তা

মু

। । ১১। ঁ
সা সা ঋ সা
ডিরি ডিরি, ডা র্

উ

০। ১। ঁ। ।
নি ঋ নি ধ
ডাএ ডিরি ডার্ ডাঃঃ

কামোদ রাগিণী। তাল কাওয়ালী।
সম্পূর্ণ। প গ্রহ। ধ বাদী। প সম্বাদী।
রাত্রি ২৬ দণ্ডের পর ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত।
আস্থায়ী।

তা

মু

। । । +। ।
সা সা সা সা সা
ডাএ ডাএ রা, রা রা

উ

০। । । । ১। ।
প ধ প ধ নি নি
ডা ডিরি ডা ডাএ, রা ডা

অন্তরা।

তা মু উ

+। । । । ৩। । । । ০। । । ।
সা ঋ ঋ প গ গ ঋ ম ঋ গ গ প
ডা ডা রা ডা, ডা রা ডাএ রা, ডা ডা রা ডাএ

। । ৩। । ।
সা সা গ ঋ সা
ডা রা, ডা ডা ডা

তা মু উ

১। । । । +। ।
প ম প প ধ নি
ডা ডিরি ডিরি ডিরি, ডা ডা

। ০। । । ।
সা গ সা ঋ সা

তা মু উ

রা, ডিরি ডিরি ডিরি ডা,

১ँ ।ँ ।
নি ধ প
ডার্ ডার্ ডাঃঃ

সুরটমল্লার। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ঋ গৃহ। নিবাদী। ম সম্বাদী। রাত্রি দুই প্রহরের পর।

আস্থায়ী।

তা	০।	।	।	।	১।	।	।	।	+।	।
সু	ঋ	ঋ	ম	প	ধ	ধ	প	ধ	প	প
	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডা	রা	ডা,	রা	ডা
উ										

তা	।	।	৩।	।	।	।	১।	০।	০।	।
সু	গ	ঋ	সা	ঋ	ঋ	প	প	ম	গ	ঋ
	ডিরি	ডা,	রা	ডা	ডিরি	ডা,	ডিরি	ডা	রা	ডা,
উ										

তা	+।	।	।	।	৩।	।	।	।
সু	ঋ	ঋ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা	রাঃঃ
উ								

অন্তরা।

৩।					
সা	সা	ঋ	ঋ		গ
তা ডা	রা,	ডা	ডা		ডিরি

+।				০।
ঋ	নি	ধ	প	নি
মু ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা

উ

		১।			
ঋ	ঋ	সা	সা	ঋ	ঋ
তা ডা	ডিরি,	ডা	ডা	ডা	রা,

+।				৩।
নি	ধ	প	ম	গ
মু ডাএ	ডিরি	ডাএ	ডিরি,	ডা

উ

তা

			০।				১।			
প	ম	প	ধ	ধ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
মু ডিরি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা।৪৪

উ

মালব বা মারোয়া রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। গ গৃহ। গ বাদী। ম সম্বাদী। ঋ, ম। প্রদোষ সময় সন্ধ্যাকাল।

আস্থায়ী।

তা

+। । ৭। । ৩। ৯। । । ।
গ প ম প গ ঋ সা সা সা
ডা ডিরি ডা রা, ডা ডিরি ডা রা ডা

মু

। ০।
নি নি
রা, ডা

উ

৩। ৯।
সা ঋ
ডা রা

তা

৯। ১। । । । +৭। । ৭। ।
ঋ গ গ প প ম প ম নি
রা, ডা রা ডা রা, ডাঞ ডাঞ ডাঞ রা,

মু

উ

। । ০।
সা গ সা
ডা রা, ডা

তা

। । । ১। । । ।
নি ধ ধ প প গ গ
ডিরি ডা রা, ডা ডা ডা র৪৪

মু

উ

অন্তরা।

						।	৯।
						সা	ঋ
তা						ডা	রা
	+।	৯।	।	।	৩।	।	
	সা	ঋ	গ	প	ধ	নি	
মু	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ড়িরি	
উ							

	০।							
	সা							
তা	ডা							
		।	।	।	১।	।	।	।
		ধ	ধ	প	প	গ	গ	গ
মু		রা	রা	ডা,	রা	ডা	রা	রা৪৪
উ								

নট মল্লার। তাল কাওয়ালী।
সম্পূর্ণ। নি গৃহ। ঋ বাদী। প সম্বাদী। বর্ষা ঋতু।
আস্থায়ী।

তা									
		।	।	।	১।	।	।	+।	।
		সা	ঋ	সা	ঋ	সা	ঋ	সা	ঋ
মু		রা	ডা	রা	ডা	ডা	ড়িরি	রা	ডা
	০।						।		
উ	নি						নি		
	ডা						ডা		

মুকুন্দ দেব

তা
মু
উ

। । ৩। । । । ১। । । ।
গ ম প ঋ গ ম প ম গ
রা ডা, রা ডা ডিরি ডা, রা ডা রা ডা.

তা
মু
উ

+। । । ।
ঋ সা সা সা
ডা ডিরি ডা রাঃঃ
*—
। ৩। । ।
ধ ধ নি নি
রা, ডা ডিরি ডা
*—

অন্তরা।

তা		+।	।	।	।	তা	।
	সা	সা	ম	ম	প	গ	গ
মু		রা,	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডিরি

।	৲।	।	।
ধ	ধ	ধ	নি
রা,	ডা	ডিরি	ডা

উ

তা

।	।	০।	।	।	।	৲।	।	।	।
প	প	ধ	ধ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
ডা	ডিরি,	ডা	ডা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা	রাঃঃ

মু

উ

মেঘ রাগ। তাল কাওয়ালী

সম্পূর্ণ। স গ্রহ। ম বাদী। প সম্বাদী। বর্ষাঋতুর শেষ রাত্রি

আস্থায়ী।

।
সা
ডিরি

তা

+।	।	।	।	তা	।	।	।	০।	।
সা	ম	গ	ম	ঋ	প	ম	প	ধ	ধ
ডা +	ডিরি	ডা	রা,	ডা +	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডা

মু

উ

তা

মু

।	১।	।	।	।	+।
প	ম	গ	ঋ	র্সা	সা
ডা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা

উ

।	।	।	৩।	।	।
ধ	ধ	নি	ধ	ধ	প
রা	ডাএ	ডা,	ডা	ডিরি	ডা

তা

মু

।	৩।	।	।	।	০।	।	।	।	১।	।	।	।
ম	গ	গ	ম	প	ম	ম	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
ডিরি,	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা	ডা	ডা	রা,	ডা	রা	রা	রাঃঃ

উ

অন্তরা।

তা

+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।
সা	নি	নি	প	প	ধ	ম	প	গ	প
ডাঞ	রা	ড়া	রা,	ডা	ডিরি	ডা	ডিরি,	ডা	রা

মু

উ

১।	।	।	।	+।
সা	ঋ	ঋ	গ	সা
ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডা

তা

।	।	।	।	।	৩।
ধ	নি	নি	ধ	প	গ
ডা	রা,	ডিরি	ডা	রা,	ডা

মু

উ

তা

।	।	।	০।	।	।	।	১।	।	।	।
ম	প	ধ	ধ	ধ	প	প	ম	গ	ঋ	সা
ডিরি	ডা	ডিরি,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রাং

মু

উ

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। প সম্বাদী। ঋ, ধ : মধ্যরাত্রি।

আস্থায়ী।

তা									
মু	০।		।	২।	১।	।	২।	।	+।
	সা।		সা।	ঋ	গ	গ	ঋ	গ	প
	ডা		ডা	রা,	ডা	ডা	রা	ডা,	ডিরি
উ		।							
		নি							
		রা।							

তা										
মু	৭।	।	৩।	২।	।	।	২।	১।	৭।	।
	ম	প	প	ধ	নি	নি	ধ	প	ম	প
	ডা।	রা।	ডা,	ডিরি	ডা	রা	ডা,	রা	ডাঞ	ডাঞ
উ										

তা										
মু	২।	।	+।	।	।	।	৩১।	২।	।	।
	ধ	প	প	প	গ	গ	ঋ	ঋ	সা।	সা।
	• ডা.	রা	রা	ডা	ডিরি,	ডা	ডিরি	ডা	রাঃঃ	
উ										

অন্তরা।

তা

মু

+।	৭।	৭।	।	৩।	।	।	১।
প	ম	ম	প	ধ	প	প	ধ
ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,

উ

তা

মু

০১।	১।	।	।	১।	।		
গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা		
ডা	ডিরি	ডা	ডিরি,	ডা	রা		
						১।	।
						ধ	প
						ডা	রাঃঃ

উ

মল্লার রাগ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। ধ বাদী। ঋ সম্বাদী। বর্ষাঋতু।

আস্থায়ী।

তা

মু

+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।	।
সা	ঋ		সা	ঋ	গ	প	প	ধ	প	গ
ডা	ডিরি		রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা
	।									
	নি									
	ডা									

উ

গ
রা,

১।	।	।	।	+।	।	।	।	৩।
ধ	ধ	প	প	ধ	প	গ	গ	ধ
ডা	রা	ডা	রা,	ডা	ডিরি	ডা	ডরি,	ডা

।	।	।	০।	।	।	।	১।	।	।	।
ধ	প	প	গ	গ	ধ	ধ	সা	সা	সা	সা
রা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,	ডা	রা	রা	রা ঃঃ

কর্ণাট রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ধ গৃহ। প বাদী। ধ সম্বাদী। শেষরাত্রি।

আস্থায়ী।

+।	।	।	।	৩।	।	।	।	০।	।	।	।
ধ	ধ	প	ধ	ধ	প	ম	ম	প	প	প	প
ডা	রা	ডা	ডা,	রা	ডা	ডা	রা,	ডাঅ	ডা	রা	ডা,

। ৩। । । । ০। । । । ১। । । ।
প ম ম ম ম ধ ধ ধ ধ সা সা সা সা
ডিরি, ডা রা রা রা, ডা রা রা রা, ডা রা রা রাঃঃ

অন্তরা।

। । । ০। । । ।
সা সা সা গ ধ ধ সা
ডা ডিরি ডিরি, ডা রা ডা রা,

+। । । । ৩।
ম ম ধ ধ নি
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি, ডা

১। । । । ।
সা ধ ধ ধ সা
ডা রা ডা রা, ডা,

+। । । । ৩। । ।
নি নি নি ধ ধ ধ নি
ডিরি ডিরি ডা ডিরি, ডিরি ডা ডিরি,

তা												
মু	০				১				+			
	ধ	ধ	ধ	প	ম	প	ধ	ধ	ধ	প	ম	ঋ
	ডা	রা	ডা	ডা,	রা	ডা	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,
উ												

তা												
মু	৩				০				১			
	ঋ	ঋ	প	প	প	ধ	ধ	ধ	ম	গ	গ	গ
	ডা	ডিরি	ডা	ডিরি,	ডা	ডা	রা	রা,	ডা	রা	রা	রা॥
উ												

ভারকহিংগোস। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। গ গৃহ। সা বাদী। ম সম্বাদী। ম। শেষরাত্রি।

আস্থায়ী।

তা										
মু	+				৩					
	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা				
	ডা	ডিরি	ডা	রা,	ডাঃ	ডিরি				
উ									০	
							নি	নি	ধ	প
							ডা	রা	ডা	রা

তা
মু
উ

+। । । । ৩।
সা ধ গ গ গ
ডা ডিরি ডা রা, ডা

৭। ৭। ১। । । ।
ম ম ধ ধ নি নি
রা রা, ডা ডিরি ডা রা।

তা
মু
উ

৭। ৭। । ০। । । । ১৭। । । ।
ম ম ধ ধ নি ধ ধ ম গ ধ সা
রা ডা ডিরি, ডা ডিরি ডা রা, ডা রা ডা রা॥

অন্তরা।

আনন্দভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ম গৃহ। সা বাদী। ম সম্বাদী। ঋ, গ, ধ, নি। উষাকাল।

আস্থায়ী।

ভা

ধ সা গ ম নি ধ ধ নি ধ ধ প ম

মু ডিরি ডা রা, ডাএ ডিরি ডিরি ডিরি, ডা র্ ডা র্ ডাঃ

উ

অন্তরা।

গ সা ধ সা

ভা রা, ডাএ ডিরি ডাএ

নি ধ ধ প প ম

মু ডিরি, ডা রা ডা রা ডা

উ

ম	গ	গ	ধ	সা	সা	ধ	গ	গ	ম	ম
রা	ডা	রা	ডাএ	ডিরি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রাঃঃ

ভটিহারী বা ভটিয়ারী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। ঋ গ্রহ। সা বাদী। ম সম্বাদী। উষাকাল।

আস্থায়ী।

সিন্ধু ভৈরবী । তাল কাওয়ালী ।

আস্থায়ী ।

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ঋ	গ	ঋ	সা।	সা।	ঋ	গ	প
ডাঞ	ডিরি	ডা।	রা,	ডা	ডা	ডা	ডা,

০।	।	।	।	১।	।	।	।
প	নি	ধ	সা।	সা।	নি	ধ	প
ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	রা	ডা	রাঃঃ

অন্তরা ।

+।	।	।	।	৩।	।	।	।
ধ	প	গ	ঋ	সা।	ঋ	গ	ম
ডাএ	ডিরি	ডা	রা,	ডা	রা	ডা	রা,

০।	।	।	।	১।	৺	।৺	।
ধ	প	ম	প	প	ম	গ	ঋ
ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি,	ডা	রু	ডার্	ডাঃঃ

গৌরী রাগিণী । সম্পূর্ণ । সা বাদী । নি সম্বাদী ।(ঋ, ধ, নি । ম)

।	।	।	।	।	।	।	৴।
সা	গ	ম	গ	গ	গ	সা।	ধ
তাএ	না।	না।	তাএ	না।	না।	তো	ম

৴।	৴।	।	৭।	৴।	৴।	৴।
নি	নি	সা।	ম	ধ	নি	নি
তাএ	না	না।	তাএ	না	না।	নাএঃঃ

৴।	৭।	৭।	।	৭।	৭।	৴।
নি	ম	ম	সা।	ম	ম	ধ
তাএ	না	না।	তা।	না	না।	না

কালাংড়া। খাড়ব। ঋ বাদী। ম সম্বাদী। (নি, ঋ, ম)

△।	।	△।	।	△।	।	△॥
ঋ	সা	নি	ধ	নি	সা	ঋ
তাএ	নাএ	তাএ	তাএ	না	না	তো ম

।	△।	△।	।	△।	▲।	।
সা	ঋ	ঋ	সা	নি	নি	ধ
তাএ	না	না	তাএ	না	না	নাএঃঃ

△।	।	।	।	।	।	।
ঋ	ম	ম	গ	গ	গ	ম
তাএ	না	না	তা	না	না	না

।	△।	।	।	।	▲।
ম	ঋ	সা	সা		ঋ
না	তাএ	না	না	তা	রেঃঃ

।	△।	।	।	।	।	△।	▲।	।	△।	।
ম	নি	ধ	গ	গ	স	ঋ	ঋ	সা	ধ	ম
তা	না	তা	না	না	তা	না	না	তা	না	নাএঃঃ

৭।	।	।	△।	△।	।	।	▲।
ম	ধ	ধ	নি	ঋ	ধ	সা	ঋ
তা	না	না	দেরে	দেরে	তা	না	তোম

বেলাবলী। সম্পূর্ণ। গ বাদী। ধ সম্বাদী। (ম)

।	।	।	।	।	।	।	।
গ	গ	ম	নি	ঋ	ঋ	গ	গ
তাএ	না	না	তা	না	না	তো	ম

ঋ সা সা ধ গ ম গ
তা না না তা না তোএ নাএঃঃ

ঋ নি নি ধ ধ ধ
তাএ না না তা না না

সা সা ম গ গ ঋ সা
না না তাএ না না তা নাএঃঃ

* *

ধ নি নি সা ঋ গ গ ঋ নি নি ধ
তাএ না তা না না তো ম তাএ না না নাএঃঃ

*

ম সা সা ধ ধ নি নি সা
তাএ না না না না না না তো মঃঃ

পুরবী। সম্পূর্ণ। গ বাদী। ম সম্বাদী। (ঋ, ধ, ম)

সা নি ধ সা ঋ ঋ গ ম
তাএ নাএ নাএ তা না না না না

* র *

প ঋ ঋ সা ম ম গ
তাএ না না তাএ না না নাএঃঃ

সা ধ সা নি নি ঋ ঋ ম
তাএ না না তা না না তো ম

*

গ ম প প ম
তাএ না না না নাএঃঃ

ঋ ম প নি নি সা ঋ সা গ গ সা
তাএ না তাএ না না তো ম্‌ তাএ না না নাএঃঃ

নি প প গ প ম ম সা ম
তাএ না না না না না না নাএ নাএঃঃ

শ্রীরাগ। সম্পূর্ণ। সা বাদী। গ সম্বাদী। (ঋ, ধ, ম)

ম প প ধ ধ নি সা
তাএ না না তাএ না না তোম

নি নি গ ম নি নি ম
তাএ না না তাএ না না নাএঃঃ

ধ ধ ঋ সা ঋ ঋ গ
তাএ না না তাএ না না না

গ ম গ গ সা নি
না তাএ না না তা রেঃঃ

হিন্দোল। ওড়ুব। গ বাদী। সা সম্বাদী। (ধ, ম)

ধ	ম	ম	ম	ধ	নি	সা	সা
তাঞ	নাঞ	নাঞ	তাঞ	না	না	তো	ম

সা	নি	নি	ধ	সা	সা	নি
তাঞ	না	না	তাঞ	না	না	নাঞঃঃ

সা	গ	গ	ম	ধ	ধ
তাঞ	না	না	তাঞ	না	না

নি		ম	গ	গ	গ	সা
তো	ম	তাঞ	না	না	তা	নাঞঃঃ

......

গ	ম	ধ	নি	নি	সা		গ	গ	গ	সা
তা	না	তা	না	না	তো	ম	তা	না	না	নাঞ

গ	নি	নি	ধ	ধ	ম	গ	সা
তাঞ	না	না	না	না	তা	না	তোমঃঃ

*

টোড়ী। সম্পূর্ণ। গ বাদী। সা সম্বাদী। (গ, ধ, নি)

গ	ধ	গ	ম	প	প	ধ
তাঞ	না	না	তাঞ	না	না	তোম

....

গ গ গ ঋ সা
তাএ না না তা নাএঃঃ

ধ ধ সা নি ঋ ঋ গ
তা না না তাএ না না তোম

ঋ ঋ ঋ ধ গ গ সা
তা না না তাএ না না নাএঃঃ

সা ধ ধ নি নি ম গ ঋ ঋ ধ সা
তাএ না না না না তাএ না না না তা য়েঃঃ

নি প প ম ম গ গ ঋ সা
তাএ না না না না না না তাএ নাএঃঃ

৭

কেদারী । সম্পূর্ণ । ম বাদী । প সম্বাদী । ম ।

সা গ সা সা ঋ ঋ
তাএ নএ তাএ তাএ না না

ম ম গ গ গ ঋ সা
তো ম তাএ না না তাএ নাএঃঃ

নি ধ ধ প ধ ধ ম প
তাএ না না তা না না তো ম

নি গ গ ম প প ম
তাঞ না না তা না না নাঞঃঃ

গ ধ ধ প সা সা নি নি গ সা ম
তাঞ না না তাঞ না না তা না না তা নাঞঃঃ

সা সা গ ম ধ ধ প গ গা
তা না না তা না না তাঞ নাঞ নাঞঃঃ

৫

সোহিনী। খাড়ব। (ঋ)।

গ ঋ সা ধ নি নি সা
তাঞ নাঞ নাঞ তা না না তোম

নি নি সা ঋ গ গ সা
তা না না তা না না নাঞঃ

ধ নি সা ধ নি নি
তাঞ না না তা না না

সা সা সা ঋ ঋ সা নি
না না তাঞ না না তা য়েঃঃ

গ ধ সা গ গ ম ঋ সা সা ধ
তাঞ না তা না না তোম তাঞ না না নাঞঃঃ

নি সা সা ঋ গ ঋ সা নি ধ
তাঞ না না দেরে দেরে তাঞ নাঞ তাঞ নাঞঃঃ

সাহানা। সম্পূর্ণ। গ বাদী। ধ সম্বাদী। গ।

গ	ঋ	সা	সা	ঋ	ম
তাঞ	নায়ু	নাঞ	তা	না	না

প	ম	ধ	ধ	প	প	প
তা	না	না	না	তা	না	নাঞঃঃ

গ	গ	প	প	ম	ম	ধ	ধ
তা	না	না	তাঞ	না	না	তো	ম

ধ	প	প	গ	গ	ঋ	সা
তাঞ	না	না	না	না	তা	নাঞ ঃঃ

ধ	সা	সা	গ	গ	প	সা	ঋ	ঋ	গ
তা	না	তা	না	না	তো ম	তা	না	না	নাঞঃঃ

সা	নি	নি	ধ	ধ	ম	গ	সা
তাঞ	না	না	না	না	তা	নাঞ	তাঞঃঃ

খাম্বাজ। সম্পূর্ণ। গ বাদী। প সম্বাদী। নি।

সা	নি	ধ	প	প	নি
তাঞ	নাঞ	তায়ু	তা	না	না

সা	ঋ	নি	নি	নি	ধ	প
তো	ম	তা	না	না	তা	নায়ু ঃঃ

প সা সা ঋ ঋ ঋ নি
তা না না তা না না তোম

ঋ ঋ সা ধ ধ ধ নি
তা না না তা না না নাএঃঃ

সা ম ম গ গ ঋ ঋ সা প প নি
তা না তা না না না না তা না না নাএঃঃ

গ সা প গ ঋ সা সা প ম
তা না না না তাএ না না তো ম

৭ ৭
শঙ্করা। সম্পূর্ণ। সা বাদী। ম সম্বাদী। (গ, ম)

গ নি নি ধ নি নি
তাএ না না তাএ না না

গ ম ম ম সা সা নি
তো ম তা না না না নাএঃঃ

সা ধ প গ ধ ধ নিম
তাএ নাএ তাএ তা না না তোম

গ ঋ ঋ সা ধ ধ সা সা
তাএ না না তাএ না না তা নাএঃঃ

। ।৭ । । । ॥ । । । ।
সা ম ধ সা ঋ গ প ঋ ঋ সা
তাএ না তা না না তোম তাএ না না নাএঃঃ

*

৭। । । । । । । ॥
ম গ গ ঋ ঋ ধ সা সা
তা না না না না তা না তোমঃঃ

সারঙ্গ। খাড়ব। ঋ বাদী। প সম্বাদী।

। । । । । । ॥
ম ঋ সা নি সা ঋ ম
তাএ নাএ তায় তা না না তো ম

* * —

। । । ৭। । । ।
ম ঋ ঋ ম ঋ নি সা
তাএ না না তা না না নাএঃঃ

। । । । । ।
নি ঋ ঋ ম প প
তা না না তা না না

* *

। । । । । ।
নি প প ম তা সা
তো ম তাএ না না তা য়েঃঃ

* —

। । । । । ॥ । । । ।
ম প প নি নি ঋ সা ঋ ঋ ম
তা না তা না না তো ম তা না না য়েঃঃ

* *

। । । । । । । । ।
প নি নি সা প প ম ঋ সা
তা না না তা না দের দের তা নাঃঃ

বেহাগ। সম্পূর্ণ। গ বাদী । প সম্বাদী ।

ধ	ম	প	নি	সা	ঋ	ধ	ধ
তাএ	নাএ	তাএ	তা	না	না	না	না

সা	সা	নি	ম	ম	ম	গ
তা	না	তা	না	না	না	নাএঃঃ

গ	প	ম	তা	ম	ম
তা	না	না	তা	না	না

গ	সা	ম	গ	ঋ	সা
তোম	তা	না	ডা	না	নাঃঃ

গ	ম	প	নি	নি	গ	সা	নি	ধ	গ
তা	না	তা	না	না	তোম	তা	না	না	নাএঃঃ

প	নি	সা	ঋ	সা	ঋ	নি	গ
তা	না	না	দের্	দের্	তা	য়ে	তোমঃঃ

ভৈরব। সম্পূর্ণ। গ বাদী। ধ সম্বাদী।(ঋ, ধ, ম)

ম	গ	গ	ম	গ	গ
তাএ	না	না	তা	না	না

ঌ	ঌ	ঌ	৺।	৺।	৭।	।
সা	সা	নি	ধ	ধ	ম	গ
না	না	তা	না	না	তা	নাএঃঃ

।	।	।	।	।	।	৺।।
গ	নি	নি	নি	ম	ম	ধ
তাএ	না	না	তা	না	না	তোম

৺।	৭।	।	।	।	।	;
ধ	ম	গ	গ	ম	গ	সা
তা	না	না	না	তাএ	নাএ	তায়ঃঃ

।	।	।	।	।	৺।।	।	।	।	।
সা	ম	ম	গ	গ	ধ	সা	গ	গ	ধ
তা	না	তা	না	না	তোম	তাএ	না	না	নাএঃঃ

৺।	।	।	।	।	৺।	।	।।
ধ	সা	সা	গ	ম	ধ	গ	সা
তা	না	না	দের্	দের্	তা	য়ে	তো মঃঃ

মালকোশ। খাড়ব। সা বাদী। গ সম্বাদী। প বাদী। নি, ধ।

।	৺।	৺।	৺।	৺।	।	।	।
সা	নি	ধ	ধ	নি	সা	গ	ম
তাএ	নাএ	তাএ	তা	না	না	তো	ম

।	।	।	।	।	।	।
গ	গ	গ	ম	গ	ম	সা
তা	না	না	তা	না	না	নাএঃ

৺।	।	।	৺।	৺।	৺।
ধ	সা	সা	ধ	ধ	নি
তা	না	না	তাএ	না	না

॥ । । । । ।
সা সা ম গ ঋ সা
তোম তা না না না য়েঃ
*

। । । । । । । । । । ।
গ ধ নি সা সা গ ম ম গ ঋ সা
তা না তা না না তো ম্‌ তা না না নাঃ
*

। । । । । । ॥
সা ম গ গ ম গ ঋ সা
তা না না না না তা য়ে তো মঃ
* * *

ললিত। খাড়ব। ধ বাদী। প সম্বাদী।

। । । । । । ॥
সা ঋ নি সা গ গ ম
তাঅ না না তা না না তো ম
*

। । । । । । ।
ধ নি নি ধ ধ ম ধ
তা না না না না তা নাঅঃ
* * * *

। । । । । ।
সা গ গ ম ম নি
তা না না তা না না
* *

। । । । । । ।
ধ ধ সা গ গ সা ধ
না না তা না না তা নাঃ
* * * *

।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ধ	সা	সা	গ	গ	ম	গ	গ	গ	ঋ	সা
তাএ	না	তা	না	না	তোম	তাএ	না	না	তা	নাএঃঃ

।	।	।	।	।	।	পা	।	।
ম	ধ	গ	সা	নি	ধ	ম	গ	সা
তা	না	দের্	দের্	তাএ	নাএ	না	য়ে	তোমঃঃ

দেশ। সম্পূর্ণ। ধ বাদী। ঋ সম্বাদী।

।	।	।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	গ	প	ধ	ধ	প	ম
তাএ	না	না	তা	না	না	তা	না

।	।	।	।	।	।	।
ম	ধ	ম	গ	ঋ	সা	ঋ
না	তোম	তা	না	না	তা	নাএঃঃ

।	।	।	।	।	।	।
ম	প	ধ	ম	প	প	ধ
তা	না	না	তা	না	না	তাএ

।	।	।	।	।	।
ম	গ	গ	ঋ	সা	ঋ
না	না	না	তা	না	তাএঃঃ

।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	প	সা	ঋ	ঋ	সা	সা	ঋ	সা	ধ	ঋ
তা	না	তাএ	না	না	না	না	তোম	তা	না	নাএঃ

।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	নি	নি	ধ	ধ	সা	প	সা	ঋ
তা	না	না	না	না	তোম	তা	না	য়েঃঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যন্ত্রাধ্যায়।

সংগীতে চারি প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—তত, শুষির, আনদ্ধ বা বিতত, ঘন। চর্ম্ম নির্ম্মিত যন্ত্র সকলের আনদ্ধ সংজ্ঞা; শিঙ্গা, শংখ, মুরলী প্রভৃতি যন্ত্রের নাম শুষির; মন্দিরা, করতাল ঘণ্টাদি যন্ত্র সমূহের ঘন সংজ্ঞা; আর বীণা, রবাব, তাম্বুরাদি তার যন্ত্র সকলের সংজ্ঞা তত।

তত যন্ত্র দুই প্রকার। যে সকল যন্ত্র ছড়ের দ্বারা বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুযন্ত্র কহে; এবং যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয়, তাহাদিগকে অঙ্গুলিত্র তত কহে।

ঘন যন্ত্র ও দুই প্রকার। যে সকল যন্ত্র গীতাদির সহিত ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অনুরক্ত যন্ত্র কহে; এবং যে সকল যন্ত্র গীতাদির সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, তাহাদিগকে বিরক্ত যন্ত্র কহে।

ভারতবর্ষে সচরাচর যে কয়েকটী বাদ্যযন্ত্রের নাম শুনা যায়, সেইগুলি নীচের লিখিত শ্রেণীমতে উল্লিখিত হইল।

স্বরসহায়ী।

যে সসল যন্ত্র ফুৎকার বা বায়ুর সঞ্চালনে বাদিত হয়।

বংশী, শিঙ্গা, রামশিঙ্গা, তুরী, ভেরী, শঙ্খ, সানাই বা পনব, রওসনচৌকি, তুবড়ী, ভেপু বা ভোরং, মহাশঙ্খ, নুই, কলম, আলগোজা, গোমুখ, হুড়ুক্ক, রণশৃঙ্গ।

যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলির পীড়নে অথবা রজ্জুর ঘর্ষণে বাদিত হয়।

বীণা, পিনাক, বেহালা, কানুন, রবাব, শরদ, সেতার বা ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, সারঙ্গ, সুরসারঙ্গ, সারিন্দা, স্বরশিঙ্গা, তাউস, তানপুরা বা তাম্বুরা, একতারা, মুচঙ্গ, সপ্তস্বরা, জলতরঙ্গ, গোপীযন্ত্র।

একতারা

রবাব

গোপীযন্ত্র

সমরসহায়ী।

কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত।

মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ, তবলা, খোল, ঢোলক, জোড়খাই, ঢাক, জয়ঢাক বা কাহাল, দামামা, দগড়া, দুন্দভী, নাগ্‌ড়া, নহবৎ, তাসা, কাড়া, জগঝম্প, দাদরা, ডিণ্ডিম, খঞ্জনী, ডমরু, মাদল, ডম্ফ।

ধাতুনির্ম্মিত।

কাঁসর, কাঁসি, ঝর্ঝর, মন্দিরা, করতাল, খরতাল।

উপরিউক্ত বাদ্য যন্ত্রসকলের মধ্যে কেহ কেহ মাঙ্গল্য বাদ্য, কেহ কেহ রণবাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

বীণা, ত্রিতন্ত্রী কানুন, বংশী, মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক, ডম্ফ, মন্দিরা, খরতাল, সারঙ্গী, তাম্বুরা, মুচঙ্গ, এসরার, বেহালা, পিনাক, সুরসারঙ্গ, সুরশৃঙ্গার, স্বরবীণ, এইগুলি সর্ব্বদা সভাতে বাদিত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে সভ্য যন্ত্র কহে। সভ্য যন্ত্র দুই প্রকার, স্বয়ংসিদ্ধ ও অনুগতসিদ্ধ। যে যন্ত্র কোন গীত বা অন্য যন্ত্রের অনুগত না হইয়া বাজে, তাহাকে স্বয়ংসিদ্ধ কহে, আর যে যন্ত্র গীত বা কোন যন্ত্রের অনুগত হইয়া বাজে, তাহাকে অনুগত সিদ্ধ কহে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, সানাই প্রভৃতি বাদ্য সকল মঙ্গল বা উৎসব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহাদিগকে মাঙ্গল্য যন্ত্র কহে। দুন্দভি, দামামা, জয়ঢক্কা, রণশৃঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন কালে রণ ক্ষেত্রে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাদিগকে রণবাদ্য

বলা যায়। মর্দ্দল, সরমঙ্গল, একতারা, গোপীযন্ত্র, আনন্দলহরী, খোল, ডমরু, ভুরভুড়ী, রামশিঙ্গা প্রভৃতি যন্ত্রকে গ্রাম্য যন্ত্র কহে; এবং রওসনচৌকী, আলগোজা, কলম, ডঙ্কা প্রভৃতি ধনাঢ্য লোকদিগের বহির্গমন সময়ে অর্থাৎ সওয়ারীর সহিত বাদিত হয় বলিয়া, উহাদিগকে সওয়ারী যন্ত্র কহে।

মৃদঙ্গের অপর নাম মুরজ। মৃদঙ্গ বিশেষের নাম, অঙ্ক বা আলিঙ্গী। ঢক্কার নাম যশঃপটহ। বৃহৎ ঢক্কার নাম ভেরী বা দুন্দুভি। পটহ বাদ্যের নাম আনক।

বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী, করতালী, এই চারি বাদ্যের নাম বাদিত্র বা আতোদ্য।

বীণা যন্ত্রের অপর নাম বল্লকী বা বিপঞ্চী।

যে কাষ্ঠাদির দ্বারা বীণাদির বাদ্য হয়, তাহার নাম কোণ।

বীণাদণ্ডের নাম বীণাদণ্ড বা প্রবাল।

বীণার অগ্রস্থিত বক্র কাষ্ঠের নাম ককুভ বা প্রসেবক।

বীণার সমুদায় শরীরের নাম কোলম্বক।

বীণার* তারবন্ধন কাষ্ঠের নাম উপনাহ বা নিবন্ধন।

বীণার লাউয়ের নাম অলাবু বা তুম্বী।

তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি।

গান, বাদন, নর্ত্তন প্রভৃতি ক্রিয়ার কালের পরিমাণ আছে। করতালি কিম্বা বাদ্যাদি দ্বারা ঐ কাল বিভাগ করণের নাম তাল(১)। তালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করণের নাম লয়। লয়ের গতি নানাবিধ, তন্মধ্যে "বিলম্বিত" অর্থাৎ ঢিমা বা ঠা, "মধ্য," "দ্রুত" অর্থাৎ জলদ বা দূন্, বৈষম্য অর্থাৎ আড়ি, এবং অণুদ্রুত অর্থাৎ চৌদূন্।

কতকগুলি মাত্রার মিলনকে একটী পদ কহে। এবং কতকগুলি পরিমিত মাত্রাবিশিষ্ট পদ যদি এরূপ নিয়মে সম্বদ্ধ থাকে, যে তাহা শ্রবণে মন ও কর্ণ পরিতৃপ্ত

---

* বীণাযন্ত্রের অপরাপর বিবরণ উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য।

(১) অমর নগরে সুরপতি সভায় দেব দেবীদিগের নৃত্য সময়ে তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষদিগের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব, স্ত্রীলোকদিগের যে নৃত্য তাহার নাম লাস, ঐ তাণ্ডব এবং লাস উভয় শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তালা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপে তালা শব্দ তাল বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হয়, তাহার নাম "ছন্দ"। ঢিমেতেতালা, চৌতাল, খ্যাম্টা ইত্যাদি সঙ্গীতের তাল সকল এক একটী ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ।

তাল অসংখ্য। তালের অন্তর্গত বহু সংখ্যক ক্রিয়া আছে। যথা—কাল বা মাত্রা, মার্গ, অঙ্গ, ক্রিত, লয়, জাত, প্রশ্ন।

মাত্রা বিবরণ।

ক অবধি হ পর্য্যন্ত ৩৩টী হল বর্ণ, ১৬টী স্বর বর্ণের মধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম ও ৯ম হ্রস্ব এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ঠ, ৮ম ও ১০ম দীর্ঘ। হ্রস্বস্বর এবং হ্রস্ব স্বরযুক্ত বর্ণকে লঘু বলা যায়। দীর্ঘ স্বর, দীর্ঘ স্বরযুক্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের আদি অক্ষর, লঘু বর্ণ অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত হইলে গুরু বলা যায়। সংযুক্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি লঘুবর্ণও গুরু হয়। পদের অন্ত্য বর্ণ বিকল্পে লঘু ও গুরু হয় (১), অর্থাৎ স্বভাবতঃ লঘু হইলে ছন্দোঽনুসারে ইচ্ছামতে লঘু বা গুরু রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং গুরু হইলেও ইচ্ছানতে গুরু বা লঘু কল্পনা করা যাইতে পারে। এক লঘু বর্ণ উচ্চারণের দ্বিগুণ সময়ে এক গুরু বর্ণ উচ্চারিত হয়। অ, ই, উ, ঋ, ৯, প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ যখন অধিক কাল স্থায়ী হয়, যথা, দূরাহ্বানে, গানে, রোদনে (২), তখন এই সকল বর্ণকে প্লুত বলা যায়।

সচরাচর হ্রস্বস্বরকে এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বরকে দ্বিমাত্রা ও প্লুতকে ত্রিমাত্রা কহে। অর্থাৎ একটী হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল, দুইটী হ্রস্ব স্বর বা একটী দীর্ঘ স্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে দ্বিমাত্রা কাল, এবং তিনটী বা তদধিক স্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে ত্রিমাত্রা কাল কহে।

হল বর্ণ কোন স্বরের সহযোগ ব্যতিরেকে স্ফুট উচ্চারিত হইতে পারে না। স্বর যখন কোন হলবর্ণে যুক্ত না থাকে, তখন ঐ বর্ণের নীচে হসন্ত নামক (্) এই চিহ্ন প্রদত্ত হয়, এবং এই চিহ্নবিশিষ্ট হল সামান্যতঃ হসন্ত বর্ণ বলা যায়। হসন্তবর্ণকে অর্দ্ধ মাত্রিক বা ব্যঞ্জন কহে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও ব্যঞ্জন এই চতুর্বিধ মাত্রা অস্মদ্দেশীয় সংগীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ণানুযায়িক কাল নিরূপণ ভিন্ন, অক্ষিনিমেষ দ্বারাও কাল নিরূপিত হইয়া থাকে।

---

(১) সানুস্বারশ্চ, দীর্ঘশ্চ, বিসর্গীচ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগ পূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্ত গোঽপি বা।
" (২) দূরাহ্বানেচ গানেচ রোদনেচ প্লুতো মতঃ।"

যথা।	অষ্ট ক্ষণে	১ লব	
	৮ লবে	১ কাষ্ঠা	
	৮ কাষ্ঠায়	১ নিমেষ	
	৮ নিমেষে	১ কলা	
	৮ কলায়	১ মুহূর্ত্ত	
	২ মুহূর্ত্তে বা ৪ বিরামে	১ অণ	—ক্রান্তি। বট।
	২ অণে	১ দ্রুত	০ শূন্য।
	২ দ্রুতে বা ৪ অণে	১ লঘু বা মাত্রা	১ এক
	২ লঘুতে	১ গুরু	২ দুই।
	৩ লঘু বা ১॥ গুরুতে	১ প্লুত	৩ তিন।

মাত্রা নিরূপণের আরও একটী উপায় আছে।

নাড়ীর গতি পরিমাণে মাত্রা নিরূপণ হইয়া থাকে। যৌবন কালে সুস্থশরীরে মনুষ্যের নাড়ীর এক একটী আঘাতকে এক মাত্রা কাল বলিয়া গণনা করা যায়। সেই এক মাত্রা কাল স্থির করিয়া তাহারই দীর্ঘ ও প্লুত করিয়া এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি কাল মাত্রা নিরূপণ হইয়া থাকে।

ঘটিকা যন্ত্রের আঘাত দ্বারাও মাত্রা নিরূপণ হইতে পারে। অস্মদ্দেশে গায়ক ও বাদকগণ স্ব স্ব ইচ্ছাধীন অর্থাৎ গলার ও হস্তের ওজোন অনুসারে কাল স্থির করিয়া থাকেন। গায়ক বা বাদক এক মাত্রা কাল মনে করিয়া যে সময় স্থির করিবেন, দ্বিমাত্রা কাল স্থির করিতে গেলে, সেই নির্দ্দিষ্ট এক মাত্রা অপেক্ষা দীর্ঘ মাত্রা স্থির করিতে হইবে। ত্রিমাত্রা, চতুর্মাত্রা প্রভৃতিও এইরূপে ধরিয়া লওয়া উচিত।

আটটী মাত্রা একত্র করিলে এক মার্গ হয়।

অঙ্গ সাত প্রকার, যথা—বিরাম, মুহূর্ত্ত, অণ, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত অণ অণ, দ্রুত, লঘু, গুরু প্লুত, বিরাম, লঘুবিরাম।

গ্রিহা চারি প্রকার—বিষম, সম, অতীত, অনাঘাত।

তালকে তুল্য রূপে বিভাগ করার নাম লয়।

লয়ের গতিকে জিত কহে।

জিত পঞ্চ প্রকার, যথা—সমা, সরিৎ, পিপীলিকা, গোপুচ্ছ, মৃদঙ্গ।

যে ছন্দের আদ্য অন্তে তুল্য লয়, অর্থাৎ প্রথম ও শেষে দ্রুত, তাহাকে সমা কহে।

যে ছন্দের প্রথমে দ্রুত, শেষে মধ্য, অথবা আরম্ভে মধ্য, অন্তে দ্রুত, তাহাকে সরিৎ কহে।

যে ছন্দের আদ্য অন্তে বিলম্বিত ও মধ্যস্থলে দ্রুত, তাহাকে পিপীলিকা কহে।

যে ছন্দের আদিতে মধ্য, মধ্যে দ্রুত, অন্তে বিলম্বিত, তাহাকে গোপুচ্ছ কহে।

যে ছন্দের আদ্য অন্তে দ্রুত ও মধ্যে মধ্য, তাহাকে মৃদঙ্গ কহে।

যে কয়েকটী কাল্পনিক বোল লইয়া তাল বিস্তৃত হয়, তাহাকে জাত কহে।

কোন্ তালে কত মাত্রা ও তাহা লঘু বা গুরু ইত্যাদি বর্ণনাকে প্রস্ত কহে।

এক মাত্রা কাল পরিজ্ঞাপক বোলে নানা প্রকার মাত্রা সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সে গুলিকে বর্ণানুযায়িক পূর্ণ মাত্রা না বলিয়া কালের পরিমাণানুসারে ঠেকা দেওয়া উচিত।

হিন্দুসঙ্গীতে কতকগুলি তাল আছে, যাহাদের প্রতি পদে সমান সংখ্যক যুগ্ম যুগ্ম মাত্রা থাকে, সুতরাং সকল পদই সমান দীর্ঘ হয়, ইহাদিগকে সরল তাল কহে। যথা, চৌতাল, কাওয়ালী, ঢিমেতেতালা, মধ্যমান ইত্যাদি। কতকগুলির প্রত্যেক পদের মধ্যগত মাত্রার সংখ্যা বিষম থাকাতে, তাহাদিগকে আড়া তাল কহে। যথা—একতালা, খাম্‌টা ইত্যাদি। অপর, কতকগুলি তাল আছে, যাহাদের প্রত্যেকের পদগুলি পরস্পর সমান দীর্ঘ নহে, অর্থাৎ প্রতি পদে সমান সংখ্যক মাত্রা না থাকাতে, ঐ সকল তালের লয় অত্যন্ত কঠিন; ইহাদিগকে বক্র তাল কহে, যথা—যৎ, পোস্ত, রূপক ইত্যাদি। ইউরোপীয় সংগীতে এরূপ তালের ব্যবহার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সংগীতের কালের পরিমাণ করিতে হইবে বলিয়া তালের প্রয়োজন, অর্থাৎ কোন্ গীতের কোন্ পদ কতক্ষণ চলিবে, এবং কোন্ কথার কোন্ অক্ষরের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক জোর দিয়া কতক্ষণ অন্তর কোন্ কথা বলিতে হইবে, এইসমস্ত তাল অভ্যাস দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

তাল অভ্যাস করিতে হইলে বাদ্যের ফাঁক, সম ও অবশিষ্ট তাল জানা আবশ্যক। তিন তাল বিশিষ্ট বাদ্যে একটী করিয়া ফাঁক থাকে, চৌতাল নামক বাদ্যে চারিটী তাল ও দুইটী ফাঁক আছে। ঐ তালগুলির মধ্যে একটী তালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হয়, সেই তালকে সম কহে।

তাল দিবার দুইটী উপায় আছে, এক করতালি, তুড়ি কিা কোন সাদা আঘাত দ্বারা লয়টী মাত্র দেখান। অপর, যন্ত্রাদিতে তালের ছন্দানুসারে বোল বাজাইয়া তাল দেওন। গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত অথবা ঠেকা কহে।

বাদ্যের দুই অঙ্গ, লয় ও মান। বাদ্যের প্রকৃত বোল নিয়ত এক রূপ বাজাইলে

লয় দেওয়া হয়, ঐ বাদ্য রূপান্তর ও অলংকারযুক্ত করিয়া বাজাইলে মান অথবা পরণ দেওয়া কহে। তাল অর্থাৎ বাদ্য অনেক প্রকার আছে; তন্মধ্যে কতকগুলির প্রাচীন সংস্কৃত নাম পরিবর্ত্ত করিয়া আধুনিক বাদকেরা স্বতন্ত্র নাম প্রদান করিয়াছেন, যেমন গীতাঙ্গীকে তেওরা কহে। কতকগুলি আবার সেই প্রাচীন সংস্কৃত নামে এখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে, যেমন রূপক। কতকগুলির নাম একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যেমন রঙ্গবিদ্যাধর। অপর, কতকগুলির ব্যবহার অতি বিরল, যেমন রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, কাওয়াখট্, পঠতাল ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আধুনিক বাদকেরা আবার কতকগুলি নূতন তাল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন খাম্সা, খয়রা, দোবাহার ইত্যাদি।

চৌতাল, ধর্ম্ম বা ধামার, তীব্র বা তেওরা, ঝম্প বা ঝাঁপতাল, রূপক বা মাত্রাই, সুরফাক বা সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, গণেশতাল, নবগ্রহতাল, বিষ্ণু, নারায়ণ, সূর্য্য, দোবাহার, সাত্তি, রাস, খাম্সা, বীরপঞ্চ, মোহন, ঢিমেতেতালা, পঠ প্রভৃতি ধ্রুপদের তাল বলিয়া ব্যবহৃত আছে।

মধ্যমান, কাওয়ালী, একতালা, আড়া, তেওট, সওয়ারি, ফোরদস্ত, আড়াচৌতাল, প্রভৃতি তালকে খেয়ালের তাল কহে।

যৎ, পোস্ত, আদ্ধা, ছেপ্কা, ঠুংরী, খেম্টা, আড়খ্যাম্‌টা প্রভৃতি টপ্পার অনুযায়িক তাল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

তেতালাই হউক আর চৌতালই হউক, সকল তালের সম আছে। রূপক ও তেওরা ছাড়া ধ্রুপদ মাত্রেরই সম প্রথম তালে। রূপকের ও তেওরার সম তৃতীয় তালে। কাওয়ালীর সম দ্বিতীয় তালে। চৌতাল, একতালা, ধামার, যৎ, ঢিমেতেতালা, মধ্যমান ইহাদিগের প্রথম তালে সম।

মধ্যমানের অর্দ্ধেক কাওয়ালী। কাওয়ালীর অর্দ্ধেক ঠুংরী। রূপকের দ্বিগুণ তেওট। একতালার দুইফেরে চৌতাল, রূপক ও তেওরা প্রায় এক। তেওট ও ধামারে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কেননা উভয়ই ১৪শ মাত্রার তাল। ফাঁক না দিয়া তেওটের তাল দিলে ঠিক ধামারের মত হয়।

গীত কিম্বা বাদ্য একটী তাল হইতে ধরিয়া সমে ছাড়িতে হয়, সেই নিয়মকে ধরণ ছাড়ন কহে।

তালের সহিত ঐক্য করিয়া গীত গাইবার অনেক প্রকার নিয়ম আছে, এবং বাদ্যের লয় ও মান কোন্ কোন্ নির্দ্দিষ্ট তালে ধরা হয়, সেই নিয়মকে ধরণ কহে।

খেয়াল, টপ্পা, গীত প্রায় ফাঁকে, ১ম অথবা সমেও ধরা হয়। যদি কোন গীত এই নিয়মানুসারে ধরিলে সমে উত্তম রূপে মিলিত না হয়, তবে তাহাকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে।

রচনা অনুসারে কোন গীতের ১ম চরণ ফাঁকে ধরা হয়, অবশিষ্ট চরণ ১ম তালে,

সমে অথবা শেষ তালে ধরা হইতে পারে। এই রূপ অনেক গীতের অস্থির ধরণ হইতে পারে; কিন্তু তাল বোধ হইলে সেই অস্থির নিয়ম কিছুমাত্র কঠিন বোধ হইবে না। যদি কোন গীতের কোন পদ ফাঁকে ধরিলে মিলিত না হয়, তবে তাহাকে ১ম তালে, সমে অথবা শেষ তালেও ধরিবে। এই রূপ দেখিবে যে গীতের যে পদ যে তালে ধরিলে সমে মিলিয়া যায় সেই মত তাল দিবে।

তাল।

তাল কাহাকে কহে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ছন্দের ন্যায় তালেরও পদ আছে, যথা—বিষম, সম বা মান, অতীত, অনাঘাত বা ফাঁক।

প্রথমে যে স্থান হইতে তালের উদয় হয় তাহার নাম বিষম, উহাকে সাধারণে প্রথম তাল কহে। যেখানে তালের বিশ্রাম হয় তাহার নাম সম; ইহাকে দ্বিতীয় তাল কহে। তালের উদয় হইতে বিশ্রাম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বিষম এবং সম, এই উভয়ের মধ্যে যে কালটুকু, তাহার নাম অনাঘাত অর্থাৎ ফাঁক; ইহাকে ৪র্থ তাল কহে। বিশ্রামের স্থান হইতে পুনর্ব্বার বিষমে যাইতে হইলে, অর্থাৎ সম ও বিষম, এই দুইয়ের মধ্যে যে কালটুকু তাহার নাম অতীত; ইহাকে তৃতীয় তাল কহে।

চারিটী হ্রস্ব বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রা বিশিষ্ট একটী তাল প্রথমে সৃষ্ট হয়, ইহাকে পঠ বা আদি তাল কহে। পঠ তাল হইতে ঢিমেতেতালা, মধ্যমান প্রভৃতি তাল সৃষ্ট হইয়াছে।

মনেকর, এই পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রটীর গ খ ঘ ক বৃত্ত-পরিধি পঠ তালের গতিপ্রদর্শক রেখা। এই পরিধি গ, খ, ঘ, ক চারিটী স্থানে, চারি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পঠ তালে দুইটী আঘাত ও দুইটী শূন্য কাল ব্যবহার আছে। এই ক্ষেত্রটীর গ চিহ্নিত স্থানে পঠ তাল আরম্ভ করিয়া, খ চিহ্নিত স্থানে আঘাত না করিয়া, দ্রুত গতিতে এককালে ঘ চিহ্নিত স্থানে আসিলে, গ চিহ্নিত স্থানে তালের আরম্ভ জন্য, ঐ স্থানই পঠতালের বিষম হইল; এবং ঘ স্থানে বিশ্রাম হেতু ঐ স্থানটী সম হইল। কিন্তু গ হইতে ঘ স্থানে মৃদু গতিতে আসিলে, খ স্থানে আঘাত লাগিত; অতএব গ, ঘ মধ্যস্থিত স্থানকে পঠতালের অনাঘাত কহিতে হইবে। এই রূপে উক্ত নিয়মে ঘ হইতে গ-তে পুনর্ব্বার যাইতে হইলে, ঘ ও গ দুইটী স্থানের মধ্যস্থিত ক চিহ্নিত স্থানটীকে পঠতালের অতীত স্থান কহিতে হইবে। পঠতালের প্রথম আঘাত গ স্থানে, এবং দ্বিতীয় আঘাত ঘ স্থানে; খ স্থানে ইহার আঘাত হয় না, ঐ আঘাতের যে কাল টুকু, তাহা মাত্রার

সহিত লয় হইয়া যায়; কাযেকাযে খ স্থানে আঘাত না হওয়া ও ঘ স্থানে আঘাত হওয়া প্রযুক্ত, ঘ স্থানই পঠতালের সম স্থান হইয়া থাকে। কিন্তু কাওয়ালী তাল ৮ টী হ্রস্ব মাত্রা বা ৪ টী দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট; এজন্য উহা গ স্থানে আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হইয়া খ স্থানে পঠতালের ন্যায় অনাঘাত প্রযুক্ত মাত্রার লয় না হইয়া, ঐ খানে ইহার আঘাত ও কালের বিশ্রাম হয়; সুতরাং খ স্থানই ইহার সম স্থান। ঘ স্থান ইহার অতীত, ও ক স্থান ইহার অনাঘাত।

পঠতাল ও কাওয়ালীর সম স্থানের বিভিন্নতার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল শ্লথ ও দ্রুত গতি, অর্থাৎ মাত্রাভেদ জন্য এই রূপ বৈসাদৃশ্য দেখা যায়; বস্তুতঃ বিষম, সম, অতীত ও অনাঘাত সকল তালেরই এক রূপ।

দুইটী পঠতালে একটী কাওয়ালী, চারিটী পঠতালে একটী মধ্যমান ও ৮ টী পঠ তালে একটী ঢিমেতেতালা হইয়া থাকে।

চারটী মাত্রার ন্যূনে তাল হয় না। তালের যে কয়েকটী পদ থাকে, সেই কয়েকটীকে একবার বাজাইলে তালের এক ফের হয়।

গতে যেমন কতকগুলি বোল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই রূপ তালেও কতকগুলি বোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—ধে, ক, তে, রে, কেড়ান, খে, ত্বা, নে, থুন্, না, ধী, ত্বা, কা, থু, দিৎ, দ্বিং, থা, থি, গি, ঘি, কে, টে, ড়ি, ত্রে, কি, ধু, ম প্রভৃতি কয়েকটী বোল লইয়া তাল দেওয়া ও বিস্তার করা যাইতে পারে। এই বোলগুলি বাদকদিগের কল্পনা মাত্র। আঘাত দ্বারাই বাদ্য হয়, অতএব এক একটী আঘাতের এক একটী সংজ্ঞা কল্পনা করিলে প্রথম শিক্ষার্থিদিগের সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করা অনেক সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বাদকেরা মাত্রা এবং ছন্দ বিবেচনা করিয়া তদ্ভিন্ন আর-আর নানা প্রকার বোল কল্পনা করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত বোলগুলির মধ্যে মৃদঙ্গে ক, খ, গ, ঘ, ট, ড, ত, থ, দ, ধ, ন, ম, র, ল, এই বর্ণগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবলা মৃদঙ্গ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মৃদঙ্গের সমুদায় বোলগুলি তবলাতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

খোলে জ ও ঝ, ঢক্কায় অ, ক, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, ধ, ও রঁ এবং ডমরু যন্ত্রে ড ও ব ইত্যাদি বর্ণ সংযোগে বোল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথম শিক্ষার্থিদের বোধ সৌকর্য্যার্থে কতকগুলি ঠেকার সাধনের নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমে তবলার ডাহিনাটীর আটটী ঘাট, অর্থাৎ ডাহিনার চতুর্দ্দিকে যে আটটী আঁটি চর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সেই গুলি সমসুরে মিলান কর্ত্তব্য। পরে ডাহিনাটী দক্ষিণ দিকে এবং বাঁয়াটী বাম দিকে (মৃদঙ্গ হইলে আটটী আঁটি সমসুরে মিলাইয়া সম্মুখে) রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া যন্ত্রের

কিরণের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে নিং, হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মৃদঙ্গের পার্শ্বে চাটুর পার্শ্বভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকা সংযোগে আঘাত করিলে তা বা ন্না হইয়া থাকে। তবলায় এই দুই বোল বাজাইতে হইলে ডাহিনার পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত করিলে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মৃদঙ্গের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে দী, দিং, দিন্, থুন্ উৎপন্ন হয়। এই বোলগুলি তবলায় বাজাইতে হইলে ডাহিনার কিরণের পার্শ্বে তর্জ্জনীর ফুলা আঘাত করিলে উৎপন্ন হয়।

মধ্যমা ও অনামিকা এই দুইটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা শব্দ করিলে টে, টি, তে, ম, কি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে নে, না, ন্না ও ন্ হয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে ঈষৎ আঘাত করিলেও নে হয়। উভয় হস্ত খুলিয়া মৃদঙ্গে এক সময়ে ফুলা আঘাত দ্বারা ধা হয়। এই বোল তবলায় বাজাইতে হইলে বাম হস্তদ্বারা বাঁয়াতে ফুলা আঘাত ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা যন্ত্রপার্শ্বেতর্জ্জনীর আঘাত এক সময়ে করিতে হয়।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে না এবং ঐ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শাঘাত দ্বারা আন্ হয়। এই দুইটী বোল একত্র বাজাইলে নান্ হয়।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে আঘাত করিলে কে হয়, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে আঘাত করিলে ড়া এবং ঐ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রপার্শ্বে ঈষৎ আঘাত দ্বারা আন্ হয়। এই তিনটী বোল একত্রে বাজাইলে কেড়ান্ হয়; অথবা বামহস্তে কে ও দক্ষিণ হস্তে ড়ান্ বাজাইলে উপন্ন হয়। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে রে, ড়ি, টে হয়।

তেরে বোলটী দুইটী আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগে যন্ত্রের মধ্যে চাপা আঘাত করিলে তে এবং ঐ হস্তে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাতে রে হয়। তেরের দ্রুত আঘাত দ্বারা ত্রে বোলটী উৎপন্ন হয়।

দিন্তা শব্দটী দুইটী আঘাত দ্বারা হয়, যথা—দিন্ এবং তা।

ভিন্তা শব্দটী ভিন্ ও তা দুইটী যোগে উৎপন্ন হয়। এই রূপ গ ও দ্দী যোগে গদ্দী, ঘি ও না যোগে ঘিন্না, থু ও না যোগে থুন্না, ক ও ত্তে যোগে কত্তে, তে ও টে যোগে তেটে। ঘে ও নে যোগে ঘেনে, না ও গ্ যোগে নাগ্। ধা ও গে যোগে ধাগে। বাম হস্তে ধি ও দক্ষিণ হস্তে ন্ এক সময়ে বাজাইলে ধিন্ হয়। এই রূপ ঐ সকল বর্ণ সংযোগে বহুতর বোল উৎপন্ন হইতে পারে।

বামহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করিয়া বামদিকে চাপা আঘাত করিলে, খি, খে, ক, কা, কে, খু হয়। আর বামহস্ত খুলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে গ, গি, দি, ঘে, গে, ঘি, ধু, ধে হয়।

নির্দ্দিষ্ট বোলগুলি পৃথক পৃথক ডাহিনা এবং বাঁয়াতে সাধনা করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী বোল সাধনা কর, পরে যখন উভয় হস্তের জড়তা দূর হইবে, তখন পশ্চাৎ লিখিত ঠেকা গুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং বোল অনুযায়িক করিয়া সাধনা করিবে।

+। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । । ।

(১) ধা ধা তেরে কেটে, ধা ধা দিন্ তা, তাকে তাকে তেরে কেটে, ধা ধা দিন্ তা

(২) ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে, কেটে তাগ্ তেটে কেটে, তাগ্ তেটে ঘেঘে তেটে, কেটে তাগ্ তেটে কেটে।

(৩) তেরে কেটে তাকে তাকে, তেরে কেটে তাগ্ দেৎ, কেটে তাগ্ তেরে কেটে, তাগ্ দেৎ তেরে কেটে

(৪) তাক্ তেরে কেটে তাক্, তাক দী কেটে তাক, তেরে তেরে কেটে তাক্, তাক্ দী কেটে তাক্

(৫) ধাগে তেটে, ধাগে তেটে, ধাগে ত্রেকেটে দিন্তা কত্তা, তাকেতেটে ধাগেতেটে, ধাগেত্রেকেটে দিন্তা কত্তা

(৬) ধা গে না ধা, তেরে কেটে ধা গে, না ধা তেরে কেটে, ধা ধা তেরে কেটে,
ধা গে না ধা, তেরে কেটে দিন্ তা, কেটে তাকে তেরে কেটে, তাকে তাকে তেরে কেটে।

৬ঠ উদাহরণটী দুই আওরাত অর্থাৎ দুইফেরা আছে; উহাকে এক আওরাত করিলে প্রতিপদে আটটী মাত্রা হইবে।

মধ্যমান। মধ্যগতি হেতু এই তালের নাম মধ্যমান। মধ্যমানের চারিটী পদ, ও প্রতি পদ চারিটী হ্রস্ব বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রায় বিভক্ত। এই মাত্রায় বিভক্ত বোল গুলিকে ধীরে ধীরে সমান ওজনে উচ্চারণ কর, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ, এই তিনটী পদের ১ম তিনটী বোলের উচ্চারণ কালে করতালি বা তুড়ি দাও, এবং ৩য় পদের ১ম বোলটীর উচ্চারণ কালে অনাঘাত বা ফাঁক দাও। এই রূপে ঐ চারিটী পদ শ্রেণীকে মনোযোগ পূর্ব্বক অবিশ্রামে বারম্বার উচ্চারণ করিলে, মধ্যমানের ছন্দ প্রতীয়মান হইবে। ইহার গতি, দ্রুত (জলদ) তেতালার ন্যায় দ্রুত, অথবা শ্লথ (ঢিমে) তেতালার ন্যায় শ্লথ নহে। গীতাদির প্রত্যেক পদে মধ্যমানের এক ফেরের অধিক কখনই হয় না।

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । । । । । । ।

ধা, ধাগে তেরেকেটে ধিন্ ধা, ধাগে তেরেকেটে ধিন্ ধা, ধাগে তেরেকেটে তিন্ তা, ধাগে তেরেকেটে ধিন।

ধা গে ঘে ঘে, ধা গে সে ঘে, তা কে কে কে, ধা গে ঘে ঘে।

ধা গে ধিন্ ধিন্, ধা গে ধিন্ ধিন্, তা কে তিন্ তিন্, ধা গে ধিন্ ধিন্।

---

(১) বাদ্যের বোল যথার্থই যে যন্ত্রের দ্বারা ঐ রূপ উচ্চারিত হয় এমত নহে, বাদ্যের বোল শিক্ষার সুবিধার জন্য ঐ সকল অর্থ শূন্য শব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শ্লথ (ঢিমে) তেতালা। ইহা ষোলটী দীর্ঘ মাত্রার তাল। এই ১৬টী মাত্রার মধ্যে প্রথম, পঞ্চম, ও ত্রয়োদশ স্থানে আঘাত ও নবম স্থানে ফাঁক। মধ্যমানকে দ্বিগুণ বিলম্বিত করিয়া বাজাইলে, অর্থাৎ দুইটী মধ্যমানে, একটী ঢিমে তেতালা হইয়া থাকে।

+ ৩ ০ ১

। । । । । । । । । । । । । । । ।

ধা তেটে ঘেড়ে নাক্, দেৎ দেৎ ঘেড়ে নাক্, গ দ্দী ঘেড়ে নাক্, গ দ্দী ঘেড়ে নাক্
ধেন্ দা ধেন্ ধা, দিন্ তা ধেন ধা, দিইন তাদি ইন তা, দিন্ তা ধেন্ ধা।

দ্রুত (জলদ) তেতালা। ইহা মধ্যমান হইতে কিঞ্চিৎ দ্রুত ও কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

+ ৩ ০ ১

। । । । । । । ।

ধা দাগি, দাধেন্ দেন, ধা তেটে, তাধেন্ ধেন্।
ধাধি ধিধা, ধাধি ধিধা, ধাতি তিতা, নাধি ধিধা।

আড়াঠেকা। ইহার চারিটী পদ, প্রতি পদে দুই মাত্রা ও একটী অণুমাত্রা। ইহার তালাঘাতের নিয়ম কিঞ্চিৎ আড়, অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক পদের ২য় মাত্রায় তালাঘাত।

+ ৩ ০ ১

। × । । × । । × । । × ।

ধা ধিন্ ধিন্ ধা, কেটে ধিন্ ধিন্ ধা, ধা তিন্ তিন্ তা, কেটে ধিন্ ধিন্ ধা।
তা ধিন্, তা ধিন্ ধিন্, তা কৎ, তা ধিন্ ধিন্।

কাওয়ালী। চারিটী পদে কাওয়ালী হইয়া থাকে। ইহার চারিটী পদ প্রত্যেকে একটী দীর্ঘ বা দুইটী হ্রস্ব অথবা চারিটী অতিহ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিয়া বাজাইলে কাওয়ালী হয়, অতএব মধ্যমানের অর্দ্ধেক কাওয়ালী।

১ + ৩ ০

। । । । । । । ।

না ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা তিন্ তিন্ তা।
তেৎ ধাগে ত্রেকেটেদিন্, ধা ধিন্ দিন্ তা, তেৎ ধাগে ত্রেকেটে দিন্, তা তিন্ তিন্ তা।

ধাত্রাকি ধেন্, ধা তুন্না, ধেন্ ধেন্, দাগা তুন্না।

১। +। ৩। ০।

ধিন্ ধিন্তা, ধিন্তাধিন্, ধাধিন্তা, তিন্ তিন্তা।
নাধিন্ধা, ধাধিন্ধা, ধাধিন্ধা, তাতিন্তা।

+ । ০ ।

পঠ তাল দুই মাত্রার তাল যথা— ধা ধিন্না।

চৌতাল ছয়টী পদের তাল। তন্মধ্যে ১ম, ৩য়, ৫ম, ও ৬ঠ, এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২য়, ও চতুর্থ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুই মাত্রায় পূর্ণ; তবেই চৌতালের বার অংশ। তুল্য সময় অন্তর দ্বাদশ বার তুড়ি দিলেই চৌতাল হয়। চৌতালের ১২ শ অংশের মধ্যে ১ম, ৫ম, ও ৯ম ১১শ স্থানে আঘাত লাগে বলিয়া ইহার চৌতাল নাম হইয়াছে।

+ ০ ১ ০ ১ ৩
। । । । । । । । । । । ।
ধা ধা, দি স্তা, কৎ তেটে, তেটে টা, তেটে কত্তা, গেদি ঘিনা।

ফোরদস্ত সাতটী পদের তাল। ইহার ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৬ষ্ঠ, এই পাঁচটী স্থানে আঘাত ও ৫ম, ও ৭ম, স্থানে ফাঁক। ফোরদস্তের পদ দুই মাত্রায় পূর্ণ ও ইহার সম ১ম তালে।

+ ৩ ১ ৩ ০ ১ ০
। । । । । । । । । । । । । ।
ধিন্ ধা, তি স্তা, ত্রেকেট্ তা, ধি ধা, ধি ধা, ধিন্ ধিন্, ধা ত্রেকেট্।

+ ১ ১ ১ ০ ১ ০
। । । । । । । । । । । । । ।
তা ধিনা, তেরে কেটে, দাদিন্না, তেটে ধেনা, তেটে ধেধে, ধেনা ধেধে, ধেনা ধা।

আড়া বা ছোট চৌতালের চারিটী পদ। প্রথম পদটী অপর প্রত্যেক তিনটী পদের অর্দ্ধ স্থায়ী ও তাহা একটী মাত্রার পূর্ণ। এই পদটীতেই ইহার সম। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পদগুলি সমান দীর্ঘ ও তাহারা প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ; অতএব আড়া বা ছোট চৌতাল সাতটী দীর্ঘ মাত্রার তাল।

+ ১ ৩ ১
। । । । । । ।
ধাগে, ধাধা দিস্তা, কৎতাগ্ তেটেকতা, তাগেতেটে, গেদিঘেনা।
ধিনি, ধাগে থুনা, তেটেকেটে ধেনা, তেটে কেটে ধেনা।

ঝাপতালের চারিটী পদ। প্রথম ও তৃতীয় পদ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব এবং প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রত্যেকে তিন মাত্রায় পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় ও অষ্টম স্থানে আঘাত।

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । ।
ধা গে, ধা গে কৎ, তা গে, ধা ঘে ঘে।
ধা গে, ধা গে তিন্, না ক্, ধা গে ধিন্।
ধা গে, ধা গে ক, ধা ক্, ধা ঘেড়ে না।

ধি ধি, দা দে দা, ধি ধি; দা তে তা।

ধামার তালের তিনটী পদ। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেকে আড়াই মাত্রা করিয়া পাঁচ মাত্রায় পূর্ণ, এবং তৃতীয় পদটী কিঞ্চিৎ হ্রস্ব ও দুইটী মাত্রায় পূর্ণ। প্রথম পদে ইহার সম।

\+ ১ ০ ।
। ৺ । । ৺ ।
কধে টেধেটে, ধাগে দীন্ দিন্ তা।
তা ধিন্ ধিনি, তা দা দিন, ধিনি তা।

সুরফাক্তা তালের তিনটী পদ। ইহাতে পাঁচটী মাত্রা আছে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ সমান দীর্ঘ ও প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ, এবং দ্বিতীয় পদটী অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ও একটী মাত্রা বিশিষ্ট। ইহার প্রথম তৃতীয় ও ৪র্থ স্থানে আঘাত। প্রথম পদে ইহার সম।

\+ ৩ ১
। । । । ।
ধা ঘেড়ে নাক্ ধি, ঘেড়ে নাক্, গদ্দি ঘেড়ে নাক্
তাকে তেটে, ধাগে, ধাগে তেটে।
তেরেকেটে তেরেকেটে, ধিন্ধা, তেরেকেটে দিস্তা।
তেরেকেটে ধেনা; ধিনি, ধাগে থুনা।

পঞ্চম সওয়ারী তালের আটটী পদ, তিনটী ফাঁক ও পাঁচটী তাল। ইহার প্রথম দুইটী পদ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ও প্রত্যেকে ডেড় মাত্রা করিয়া তিনটী হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। অবশিষ্ট ছয়টী পদ প্রত্যেকে দুই মাত্রা করিয়া বার মাত্রায় পূর্ণ। ইহার তৃতীয় পদে সম। আমীর খসরু দহলনবী এই তাল সৃষ্টি করেন।

১ ৩ \+ ০ ১
। ৺ । ৺ । । । । । ।
(১) ধিনা, ধিনা, তা দ্বি, ম্না ত্রেকেট্, তা ত্রেকেট্,
০ ১ ০
। । । । । ।০
তাতা তাতা, তেতা ধিধি, নাধি ধিনা।
(২) ধিন্ধাগ্, ধিন্ধাগ, তা ধিন্ধা, ধিন্দা ধিন্দা, তাকেটে তিস্তা,
তেরেকেটে তিন্তা, তিতিন নাধিন্, নেধা তেরেকেটে।
(৩) ধি দাগ্, ধি দাগ্, তাক্ দ্বিধা, তাক দ্বিধা, তিন্ তিতা;
তিতি তাক্, তেরে কেটে, তাক্ তেরেকেটে।

তেওরা তালের তিনটী পদ। ইহা সাত মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ। তৃতীয় পদটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও তিন মাত্রা বিশিষ্ট। তৃতীয় পদেই ইহার সম।

একতালার তিনটী পদ, ইহার ফাঁক নাই তিনটীই তাল। ইহার প্রত্যেক পদ হয় চারিটী অতি হ্রস্ব মাত্রা; কিম্বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। একতালার এক ফেরে চৌতালের এক ফেরের সহিত সমান। একতালা কখন কখন চারি পদে বিভাজিত হইয়া থাকে। চারি পদে বিভক্ত হইলে ইহার প্রতি পদে তিনটী অতি হ্রস্ব মাত্রা, কিম্বা দেরটী দীর্ঘ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+। ।　　। ।　　৩। ।　　। ।　　১।　　।　　। ।

(১) ধিন্‌ধিন্‌　ধা ধা,　তিন্তা　কত্তে, * ধাগে নাগে　ধিন্‌ ধা।

+।　　।　　৩।　　।　　১।　　।

(২) ধিনি　ধাগ্‌,　থুন্না　তেটে,　ধাগ্‌　থুন্না।

+। ।　　। ৩।　　। ।　　০। ।　　।　১।　　। ।

(৩) ধিন্‌ধিন্‌　ধা, ধা　থুন্না,　কত্তে　ধাগে, তেরেকেটে ধিন্‌ ধা।

রূপক তালের তিনটী পদ; দুইটী আঘাত ও একটী ফাঁক। প্রথম দুইটী পদ সমান স্থায়ী ও প্রত্যেকে দুই মাত্রার পূর্ণ এবং তৃতীয় পদটী তিন মাত্রা যুক্ত, সুতরাং রূপকে সর্ব্ব শুদ্ধ সাতটী মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১　　৩　　০+

।　　।　　।　　।　　।　　।　　।

(১) ধিন্‌　ধাগ্‌,　ধিন্‌　ধাগ্‌,　তিন্‌　তিন্‌　তাক্‌।

(২) তেটে　কত্তা,　গেদ্দি　ঘেনা,　ধা　দিনা　তা।

(৩) ধেনে　নাগ্‌,　ধেনে　নাগ্‌,　থুন্‌　থুন্‌　নাগ্‌।

তেওটের চারিটী পদ, তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ তিন মাত্রায় পূর্ণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ চারি মাত্রা যুক্ত। অতএব তেওট ১৪শ মাত্রার তাল। ঠেকার সময় কখন কখন তেওটে দুইটী সার্দ্ধ মাত্রা ও চারিটী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+　　৩

।　　।　　।　　।　　।　　।　　।

(১) ধিন্‌　ধা,　তেরেকেটে　ধিন্‌　ধিন্‌　ধা,　তেরেকেটে

০　　১

।　　।　　।　　।　　।　　।　　।

তিন্‌　তা,　তেরেকেটে　ধিন্‌　ধিন্‌　ধা,　তেরেকেটে।

(২) ধেন্‌　ধেন্‌　ধা,　ধেন্‌　ধেন্‌　দা　গি,

তকি　তা　দিন্তা,　ধিন্‌　ধিন্‌　দাগি　তেটে।

(৩) ধিন্ ধিন্ দা, ধিন্ ধিন্ দা দা,
তিন্ তিন্ তা ধিন্ ধিন্ দা দা।

আড়্‌খেম্‌টার চারিটী পদ। ইহার গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত। ইহার ১ম, ৩য় ও ৪র্থ প্রত্যেক পদের্দ্ধ স তিন মাত্রা ও ২য় পদে ৪ মাত্রা। ইহাতে সাকল্যে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+ ৩ ০ ১

। ।× । ।× । ।× । ।× । ।× । ।×

(১) ধা তেরেকেটে ধিন্, ধাগে নাকে তিন্, তা তেরেকেটে ধিন্, ধাগে নাকে ধিন্।
(২) ধা ত্রেকেট্ ধিনি, ধাগ্ তিনা তিন্, তা তেরেকেট্ ধিনি, ধাগ্ ধিনা ধিন্।
(৩) ধিনি ধাক্ ধিনা, ধিনি ধাক্ ধিনি, ধা কৃতি নি, তিনি ই তাক্।
(৪) ধেন দাগ, দাগি ধেন তা, ধেন দাগ, দাগি থুন্ তা।
(৫) ধা তিন্ তা, ধাক্ ধিন্ ধা, ধা তিন্ তা, ধাক্ ধিন্ ধা।

খেম্‌টারও চারিটী পদ। ইহার ছন্দ অবিকল আড়্‌খেম্‌টার ন্যায়। ইহার চারিটী পদ প্রত্যেকে ডেরটী দীর্ঘ মাত্রা অথবা তিনটী অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। খেম্‌টার গতি অতি দ্রুত, ইহার চারিটী পদে সাকল্যে ছয়টী মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+ ৩ ১

। ৺ । ৺ । ৺ । ৺

(১) ধাটে ধে, নাতে নে, তা টে ধে, না দে নে।
(২) ধাগ্ ধি, নাতিন, না ক্ ধি, না ধি ন্।
(৩) নাগ্‌তেটে, ধাত্রাকি, তাথুন্না কত্তে।
(৪) ধাগেধে, নাকত্তে, তাগেধে, নাকত্তে।

+ ১ +

। ৺ । ৺ । । ৺

কাশ্মিরী খেম্‌টা। ধিক্‌না ধাতিতা। দাদড়া। ধা গিন্।

+ ০

। । ৺ । । ৺

কাহারবা। ধিধি কাট্ নাক্ ধিন্।

যৎ চারিটী পদবিশিষ্ট। প্রথম ও তৃতীয় পদ প্রত্যেকে ডেড় মাত্রাযুক্ত এবং ২য় ও ৪র্থ পদ প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ।

+ ৩ ০ ১

। ৺ । । । ৺ । ।

(১) ধা ধিন্, ধাগে তিন্, না তিন্, ধাগে ধিন্

(২) ধা ধি, ধাক্ তি, তা তি, ধাগ্ ধি।
(৩) ধা দিন্, তাক্ তুন্ ক ত্তে ধাক্ দিন্।

পোস্তা পৌনেচারি মাত্রার তাল। ইহার দুইটী পদ। ১ ম পদটী অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ও সওয়া মাত্রায় পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় পদে সম।

১ +
। ৺ । । ×
(১) তাক্ তাক্, ধী ধা ধা।
(২) তে তাক্, ধী দা দা

ঠুংরি চারি মাত্রার তাল; দুই তাল এবং দুই শূন্য।

\+ ০ + ০
। । । ।
(১) ধে ধা কিটি , নেধা কিটি ।
(২) তাত্রাকি থুন্ , ধা থুন্না ।
(৩) ধাক্ ধিন্, দেধা গেদিন্।
(৪) ধাগে ধিন্ধিন্, ধাগে ধিন্ধিন্।

\+ ১
। । । । । ।
খয়রা। ধাক্ বিধা দিদি ধাক্ তিৎ।

ব্রহ্মতাল চতুর্দ্দশ পদের তাল। ইহাতে দশটী তাল ও চারিটী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+। ০। । । ০। । ০।
(১) ধাগেনা, ত্রেকেট্তা, ত্রেকেট্তা, থুন্না, থুন্থুন্, তেটেকেটে, খেটেতেটে,
। ০। । । । । ০।
খেটেতেটে, খিটিতা, খিটি, তা খিটি, তেরেকেটে, তেরেকেটে, গেদিঘিনি।

ব্রহ্মযোগ অষ্টাদশ পদের তাল। ইহাতে বারটী তাল ও ছয়টী ফাঁক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

। ০। । ০।
ব্রহ্মতালের শেষে আর দুইটী তাল ও দুইটী শূন্য (ধা, থুন, ধাগে, দিস্তা) ব্যবহার করিলেও ব্রহ্মযোগ হইয়া থাকে।

+। ০। । । ০। । । । ০।
(১) ধা দিন, তাদিৎ ধা ধা, তাদিন্, তাদিৎ, ধাধা, কেটে, ধাদিন্, তাদিৎ,
। । । । ০। । ০। । ০।
ধা ধা খিটিতাক্, গেদিঘিনি, ধা, থুন্, ধাগে, দিস্তা, তিজ্ঞাগে, দিস্তা।

লক্ষ্মী তালের নয়টী পদ। ইহাতে ১৮টী মাত্রা আছে। ইহার ১ম ছয়টী পদ সমান দীর্ঘ ও প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ, সপ্তম ও অষ্টম পদদ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও সার্দ্ধদ্বিমাত্রায় পূর্ণ এবং শেষ পদটী অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ও এক মাত্রায় পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের অন্তে ও নবম পদে ফাঁক।

+। । । ০। । । । ০। । । । ।

(১) ধা ধা, দিন্ তা, ধিৎ ধাগে, দিন্ তা, ধুমা কিটি, কেটে ধা,

। ৬। । ৬। ০।

গে দেন্তা, গেদেন্তা, দিৎ।

রুদ্রতাল। ইহাতে একাদশ আঘাত ও পাঁচটী শূন্য ব্যবহার আছে।

+। ০। । । ০। । । ।

(১) ধাদিৎ, থুন্না, কেটেতাক্, গেদিঘিনি, কেতাক্, ধিন্নাক্, থিটিতাক্, দিন্তা,

০। । ০। । । । । ০।

কেড়ান্, ধা, তাদিৎ, নাক্দিৎ, তাগিকেড়ান্, তেরেকেট, ধাধা, দিন্তা,

দোবাহার। ইহাতে নয়টী আঘাত ও তিনটী ফাঁক। সমের তালটী দ্বিমাত্রা কাল স্থায়ী।

+॥ ।০ । । । ০। ।

(১) ধা, ধিন্নাক, তেরেকেটে, গেদিঘিনি, থিটিতাক, ধিন্নাক, ধুমাকিটি,

। । । ০।

থুন্থুন্, নাক্দিৎ ধাধা, থিটিতাক।

সাত্তি তালে সাতটী আঘাত ও তিনটী শূন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+ । ০। । । ০। । । । । ০।

(১) ধা তেটে তাক্ গেদি ঘেনি, তাক্ তেটে তাক্ গেদি ঘিনি।

(২) ধা ধিন্ ধা তেটে কেটে ধুমা কিটি তাক্ গেদি ঘিনি।

রাস তালে আটটী আঘাত ও পাঁচটী শূন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+ । ০। । । ০। । । । ০। । ০। । ০।

(১) ধা কেটে তিন্ নাক্ থুন্ না কেটে তাক্ তেরেকেটে তাক্গেদি ঘেনি।

থাম্সা তালে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী শূন্য ব্যবহৃত হয়।

+। ০। । । ০। । । ০।

ধা কেটে নাগ্ দিৎ থুনা কেটে তাগ্ থুন্না।

বীরপঞ্চ তালে ৫টী আঘাত ও ৩ টী শূন্য ব্যবহৃত হয়।

+। ০। । ০। । ০। । ।

ধা কেটে তাক্ থুন্না তেটে কেটে তাক্ থুন্না।

মোহন তালে ৭ টী আঘাত ও ৫টী শূন্য ব্যবহৃত হয়।

+। । ০। । ০। । ০। । । ০। । ০।

(১) ধা ধা ধিন্ নাক্ তা দিৎ থুন্ না তেটে কেটে নাক্ দিৎ।

পড়েন।

তেতালা।

(১) +। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । ।

ধা দিন্ তা ধা, দিন্ তা ধা ধা, দিন্ তা ধে তা,কেটে তাক্ গেদি ঘেনি।

(২) ধা তিৎ ধা গে, না ধা তেরে কেটে, ধা গে না ঘে, না ঘে না কেটে,

তাকে তাকে তেরে কেটে, তেরে কেটে ঘে না, ধা গে না ঘে, না ঘে না ধা।

(৩) ধাগে দিং ঘে না, ধাগে না থুন্ না, ত্রেকেট্ তাক্ ত্রেকেট তাক্, ত্রেকেট তাক্ থুন্ না,

কৎ ধা গে তেটে, ঘে নে নাগ্ তেটে,ত্রেকেট তাক্ ত্রেকেট তাক্,ধা নে ধা নে।

(৪) ধা তিৎ ধা গে, না ধা তেরে কেটে, ধা তিৎ ধা গে, না গে দীন্,

তা তিৎ ধা গে, না ধা তেরে কেটে, ধা তিৎ ধা গে, ধা গে দীন্।

(৫) ধা কেটে ধা কেটে, তা কেটে ধা কেটে, তগা থুন্ থুন্ গে, দীন্ তান ধা কেটে,

তকা গে দীন তান, ধা ঘে ঘে তেটে, তগা থুন্ থুন্ গে, দীন্ তান ধা ধা।

(৬) ধা গে তে টে, ঘে নে না ক্, ধা গে তেরে কেটে, দীন্ তা ক তা।

ধা গে তে টে, ঘে নে না ক্, ধা গে তেরে কেটে, দীন্ তা ক তা।

(৭) ধা কেটে নাগ্ দিন্,নাগ তেরে কেটে তাক্, তা কেটে নাগ ধিন্, নাগ্ তেরে কেটে তাক্।

(৮) ঘে ঘে তেটে ঘে, ঘে তেটে তা কেটে, থু কেটে তাক্ থুম, কেটে গে দীন তান,

ধা কেটে তা কেটে, গে না না ন্, তাক্ থুম কিটি দি, গ্ না না নে,

দি গ্ না না, নে দি গ্ না ,না নে তক্ দী, দী ক তা গে,

দীন্ তান্ ধা ঘে, ঘে তেটে তকা থুন, তকা থুন্ থুন্ গে, দীন্ তান ধা ধা।

+। । । । ৩। । । ।

(৯) ঘেড়ান্ ধাধা ত্রেকেট্ নাগ্ দিৎ, ঘেড়ান্ ধাধা দিন্তা কত্তা,

০। । । । ১। । । ।

ত্রেকেট তাকেতাকে ত্রেকেট নাগ্ দিৎ, ঘেড়ান্ ধাধা দিন্তা কত্তা।

চৌতাল।

+। । ০। । ৯। । ০। ।
(১) ধা কেটেতাগ্, ধা ধাধা, দিন্তা কেটেতাগ্, তাগ্ তেরেকেটে তাক্,
৯। । ৯। ।
তেরেকেটেতাগ্ ধা, তেটেকেটে গেদিঘিনা।

(২) +। । ০। । ৯। । ০। ।
কত্তিন্ দিন্তা, তেটেতেটে ঘেঘেতেটে, গেদিন্ তান্ধাগ্, তেটেকত্তা গেদিন,
৯। । ৯। ।
ধাগেতেটে তেটেঘেঘে তেটেকত্তা গেদিঘিনি।

+। । ০। । ৯। । ০। ।
(৩) ধুমকিটি ধুমকিটি, ধুমকিটি ধুমকিটি, তক্ধুম কিটিতক, ধুমকিটি ধুমকিটি,
৯। । ৯। ।
তক্ধুম কিটিধুম, কিটিতক্ গেদিঘিনি।

+। । ০। । ৯। ।
(৪) ঘেঘে তেটে ঘেঘেতেটে, ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে, কত্তাঘেঘে তেটেকত্তা,
০। । ৯। । ৯। ।
ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে, কত্তাঘেঘে তেটেধুম, কিটিকত্তা গেদিঘিনি।

+।। । । ০। । । । ৯। । ।
(৫) ধাধা তেরেকেটে ধা, তেটেতেটে তাকিট ধাকেটে তক, থুনথুন্ গেদিন্ তান্,
০। । ।। ৯। । । । ৯। । । ।
ধাকেটে তক্ থুনথুন, গেদিন্ তান্ ধাগেদিন, তান্ ধাগেদিন্ তান

ছোট চৌতাল।

+। ৯। । ৩। ।
(১) তাকেতেটেতেটে, ধাগেধাগেতেটে তাক্ত্রেকেটত্তাক্, তাক্ত্রেকেটতাক্ ধুমকিটি,
৯। ।
ধুমকিটি কেটেতক।

+। ৯। । ৩। । ৯। ।
(২) দী, ঘেড়েনাগ্ ঘেড়েনাগ্, ঘেড়েনাগ্ তেরেকেটেতক, তেরেকেটেতকঘেড়েনাগ।

+। । ৯। । ৩।
(৩) দি তেরেকেটেতক্, তেরেকেটেকেটেতক্ তাকেতেরেকেটেতক্, তেরেকেটেকেটেতক্
। ৯। ।
তেরেকেটেকেটেতক্ধা, তেরেকেটেকেটেতক্ধা তেরেকেটেকেটেতক্ধা।

ধামার্।

+ । । । । । ৩। । । । । ০। । । ।
(১) ধাগে দিন্ ধাগে, দিন্তা তাক তেটেতেটে, ধুমকিটি গেদিঘেনি।

+ । । । । । । ৩। । । । । । ০। ।
(২) ধাড়া ঘেঘে নাগ্ দিন্ নাগ, তেরেকেটে তক্ তাড়া ঘেঘে নাগ, দিন নাগ

। ।
তেরেকেটে তক্।

+। । । । । ৩। । । । ।
(৩) দী তেরেকেটে দিন্ তা কেটে; তাক্ তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে,

০। । । ।
তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে।

সুরফাক্তা।

+। । ৩। ১। ।
(১) তাক্ তেরেকেটতাক্, ধুমকিটি, ধুমকিটি থিটিতাক্।

+। । ৩। ১। ।
(২) ধাত্রেকেট তক্‌তা, ধেত্তা, কেটেতক্ গেদিঘিনি।

+। । । । । । ৩। । । ১। ।
(৩) তাক্ কেটেকেটে তাক্ ধা ধা, তা ধা তেটেকত্তা, গেদিঘিনি ধা

। । । ।
কেড়ান্ ধাধা তেটেকত্তা গেদিঘিনি।

তেওরা।

+। । ৩। । ১। । । +। । ৩। । ১। । ।
ধাগ্ তেটে, ঘেঘে, তেটে গেদি ঘিনি, তাক্ তেটে ঘেঘে তেটে গেদি ঘিনি।

একতালা।

১। । । । +। । । । ৩। । । ।
(১) দীকেটে তক্ দীকেটে তক্, কেটেতক্ ত্রেকেট তক্, ত্রেকেটে তক্ কেটে তক্।

১। । । +। । । ৩। । ।
(২) তক ধুমকিটি ধুমকিটি, ধুমকিটি তক্ ধুমকিটি, ধুমকিটি তক্ গেদিঘিনি।

১। । । +। । । ৩। । ।
(৩) দী ঘেড়েনাগ ঘেড়েনাগ, ঘেড়েনাগ তেরেকেটে তক্, তেরেকেটেতক্ ঘেড়েনাগ।

১। । । +। । । ৩।
(৪) ধিংধাগেনা ধাগেনাত্রেকেট, ধাগেনা ধাগেনা তাত্রেকেট, তক্ত্রেকেটতক্

। ।
ত্রেকেটতক্কা গেদিঘিনি।

তিওট।

+। । । । । । । ০। । ।
(১) ধিন্ ধাগে ত্রেকেট, ধিন্ ধিন্ ধাগে ত্রেকেট, তিন্ তাগে ত্রেকেট,

১। । । ।
ধিন্ ধিন্ ধাগে ত্রেকেট।

+। । । ৩। । । । ০। । । ১। । । ।
(২) তাক্ ধিনা ধিনা, ধিন্ দা নিন্ দা, দাগ্ ধিনা ধিন্, ধিন্ ধা তিন্ তা।

+। । । ৩। । । ।
(৩) ধা ধাগেনা ধাগে, না তেরেকেটে ধাগেনা ধাগে,

০। । । ১। । । ।
না তাতেরেকেট তক্তেরে, কেটেতক্ তেরেকেটে তক্তা গেদিঘিনি।

+। । । ৩। । । ।
(৪) ধাত্রেকেট ধাত্রেকেট ধাত্রেকেট, নাকদিৎ ধাত্রেকেট ধাত্রেকেট ধাত্রেকেট,

০। । । ১। । । ।
নাক্দিৎ কেটেতক্ ত্রেকেটতক্, তাকত্রেকেট্ তাকেটে তক্ ত্রেকেট তাক্তাক্।

রূপক।

৩। । ১। । +। । ।
(১) তেতাক্, তাকিট্, তাক্ ধেনা কিট্।
(২) দিগ্দাগ্, তেটেকেটে, থুনাং তেটে কেটে।

যৎ।

+। ৺ ৩। । ০। ৺ ১। ।
ধা ধিদ্ধা, নেতা ধিন্ তা ধিদ্ধা, নেতা ধিন্।

আড়া ঠেকা।

+। ×। ৩। ×। ০। ×। ১। ×
ধিক্দা, ধিনিতা, ধিক্দা, ধিনিতা।

কাওয়ালী

১। । +। । ৩। । ০। ।
নিতাক ধিনা, ধিন্ তা, নিতাক ধিনা, ধিন্ তা।
ধাত্রেকেটতাক্, ধিন্ধিন্ধা, ধাত্রেকেটতাক্, তিন্ তিন্তা।

আড়খ্যাম্‌টা।

```
+।  ৬   ।   ।    ।   ×   ।   ।
ধাক্‌ধি ধা তিন্‌, তাক্‌ দি দা দিন্‌।
```

পোস্ত।

```
১।          ৬    +।   ।    ×
তেরেকেটে তাক্‌  দীন  তা   না।
```

মধ্যমান।

```
+ ।  ।     ।   ।   । ।   ।    ।    ৩ ।   ।   ।   ।   ।   ।   ।
ঘেড়ানে  ধা  ধা  দিন্তা কেটে তাগ, ঘেড়ানে ধা ধা দি স্তা কেটে তাগ,
০ ।  ।    ।   ।    ।    ।   ।   ।   ১।   ।   ।   ।   ।   ।   ।   ।
তেরেকেটে তাগে তাগে তেরকেটে তাগ্‌ দেৎ, ঘেড়ানে ধা ধা দিন্তা কেটেতাগ্‌।
```

পূর্ব্বোক্ত বোলগুলি যথা নিয়মে সাধনা করিলে, বোধ করি, ঐ সকল বোল সংযোগে, বাদক আপন ইচ্ছানুসারে, বহুতর নূতন বোল ও ঠেকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

স্বরযোগে গীত লিপিবদ্ধ করিবার ধারা।

বেহাগ উপরাগ। তাল কাওয়ালী।

```
                                              +॥    ।    ।
                                              সা   সা   সা
   তা |                                       সং   কট   নি,
      | ০।  ।  ।  ।  ১॥        ১।  ।
      | সা  গ  গ  গ  ম         প   প
   মু  |---------------------------------------------
      | {তু  মি  বি  না,  কে  এ(১)  প্র  ভু,
   উ  | {ধ   ম   গ   গ    পুনরাবৃত্তিকালে
```

---

(১) এই গীতটী অভ্যাস করিতে হইবে। তু, মি, বি, না, এই কয়েকটী অক্ষর তুল্য সময় অক্ষর উচ্চারণ কর, এবং তু-র স্থানে সা, মি-র স্থানে গ, বি-র স্থানে গ, ও না-র স্থানেও গ সুর লাগাও; তাহা হইলে গীতের ঐ অংশটী অভ্যাস হইল। পরে "কেএ প্রভু" অভ্যাস করিতে

তা	৩॥	॥	০।	।	।	।	১।	।	।	।
সু	নি	প	ধ	প	ম	গ	ম	গ	গ	গ
উ	বা	রে,	কে	এ	স	হা,	আ	য়	ভ	ব,

তা	+।	।	॥	৩।	॥	।	০।	।	।	।
সু	ম	প	ম	গ	গ	স।	প	প	প	সা
উ	অ	অ	ন্ধ,	কা	আ	রে },	(র	যে	ছি	ব,

হইবে। পাঠক দেখিবেন যে, কে-র পরে এ অক্ষরটী আছে, তাহার কারণ এই, বি হইতে না-র অন্তর যত, অথবা না হইতে কে-র অন্তর যত, কে হইতে প্র-র অন্তর তাহার দ্বিগুণ, এই নিমিত্ত সুবিধার নিমিত্ত কে ও প্র-র মধ্যে এ দেওয়া হইয়াছে। কে প্রভু ইত্যাদি অক্ষরগুলি মাত্রানুসারে উচ্চারণ কর, এবং কে-র স্থানে ম, প্র-র স্থানে প, ভু-র স্থানে প ইত্যাদি লাগাও, তাহা হইলেই এই গীতটী অভ্যাস হইবে।

সকল গীতের তাল ও রাগিণী আছে, ও যে সমুদায় গীত মুদ্রিত হয়, তাহার উপরে তাল এবং রাগিণী লেখা থাকে, কিন্তু তাহা দেখিয়া গীতের সুর অবগত হওয়া যায় না। তাল এবং রাগিণী সুরের সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ এক তাল ও এক রাগিণীতে বহুতর সুর প্রস্তুত হইতে পারে। লিপিবদ্ধ সুর দেখিয়া গীত অভ্যাস করিলে আপনি আপনি রাগিণী হইয়া যাইবে।

এই গীতটীর তাল কওয়ালী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কওয়ালী ১৬ টী অতি হ্রস্ব মাত্রার তাল ও ইহার সম ২য় তালে। কিন্তু এই গীতটী আরম্ভ ৪র্থ তালে যাহাকে ফাঁক বলে। যাহা হউক পাঠকের এক্ষণে তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই। অক্ষর গুলি মাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট সুর দিয়া উচ্চারণ কর, তাহা হইলেই গীতটী অভ্যাস হইবে ও আপনি আপনি কাওয়ালী তাল ও বেহাগ উপরাগ হইয়া যাইবে।

১। । । । +। । । ।
সা সা সা সা সা সা ঋ সা

তা
অ দ্দি স ম, মো হে র আ,
মু
৩॥ ॥
নি প
উ
গা রে)

তা
০। । । । ১॥ । । +॥॥ ৩॥ ॥
মু
ধ ম ম গ ম প ম গ গ ম
উ
ক লু ষি ত, পা প বি, কা, আ রে,

। । +। । । ।
সা সা সা গ ঋ গ
তা
র ত, ত ব প্রে মা
মু
০। । । । ১॥
সা গ গ ম প
উ
বি ষ য় র, সে

৩। । । ।
গ ঋ সা সা
তা
আ মৃ ত ছাড়ি,
মু
০। । ॥ ১॥ । ।
নি নি নি প ধ নি
উ
ম ন ভু, ই ল বি,

তা	+॥	॥	৩॥	॥		০।	।	।	।
মু	নি	ধ	প	প		সা	গ	গ	ম
উ	হা	আ,	আ	রে,	}	(বি	ত	র	ক্ত,
	●———,								

তা	১।	।	।	।	+॥	।	।	৩॥	।	।
মু	প	প	প	প	ধ	ধ	ধ	ধ	প	প
উ	হ	পা	ত	ব,	যা	র	ঞ্জ,	নে	প্র	ভু,

তা	০।	।	।	।	১॥	৺	৺	।	+॥॥
মু	ম	ম	ম	ম	ম	প	ম	ম	গ
উ	মৃ	ত	দে	হে,	জী	ব	ন	স,	ঞ্চা,

				।	।	১।	।	।	।
				সা	সা	সা	সা	সা	সা
তা				প	তি,	ফি	র	না	শি,
	৩॥	॥	০॥						
মু	গ	সা	প						
উ	আ	রে,)	(পা						

শঙ্করা। আড়খ্যাম্‌টা। নবীন নাগরের স্থর।
বি রা জ হ, কি আ র
দয়ে আ সি,)
আ,
না ব অ ভ ব, স্বা আ, আ রে ::
"বি দ্যা
স ম র তু :: কি বা আ
আ ছে কি আর্‌ তু ম অ অ ও লেঃঃ

+। ।×। ৩।×
সা সা সা

তা
পা রে স
ই ষ্ট ক
৹॥× । ১।× । ।× ॥×
মু গ গ গ ধ নি
; জা নি বা রে বে,
মা ন বে র ত,
উ

ঝিঁঝিট। কাওয়ালী। চিত মম নিলয়ের সুর।

তা	।	।	১।॥	।	+॥	॥	৩॥	॥	০।	।	।	।
মু	ম	ম	ম	ম	ম	ম	গ	গ	গ	ঋ	সা	সা
উ	গু	ণি	গ	ণ	ক্র	মে	শূ	ন্য	অ	অ	অ	হ

তা	।	১।।	।	।	+।।।	৩।	।	।৺	।	১।।	।	।	+।।।
মু	সা	সা	ঋ	ঋ	গ	সা	ঋ	সা	সা	সা	ঋ	ঋ	গ
উ	স	ম	য়	দো	ষে!	চ	মৎ	কা	স	ম	য়	দো	ষে! ::

৺ ০।।।
নি ধ

আ র

তা		০।।।	।	১।	।	॥	+॥	॥	৩॥	॥	০।।।
মু			সা	সা	ঋ	ঋ	গ	গ	গ	গ	
উ	১ম ,	(সং	গী	ত	সু	ধা	র	ধা	র,		
	২য়	(ভা	র	ত	ভূ	মি	গো	আ	র,		

তা	।	১।	।।	।	+।।	।।	৩।॥		।।	০।।।	
মু	ম	গ	ম	প	ম	ম	গ		গ		
উ	না	ট	কে	র	র	স	সা		র)	;	
	খু	মা	বে	কি	অ	নি	বা		র)	;	

তা	।	১।।	।	।	+।।	।।	৩।।	।।	০।	।	।
মু	ম	ম	ম	ম	ম	ম	গ	গ	গ	ঋ	সা
উ	কো	থা	য়	না	দে	খি	আ	র	অ	অ	অ,
	চে	য়ে	দে	খ	এ	ক	বা	র	অ	অ	অ,

তা	।	১।	।।	।	+।	।।।	৩৮	৮	।	।।	০।।।
মু	সা	সা	সা	সা	সা	ঋ	সা	ঋ	গ	গ	
উ	দে	শ	পু	রি	ল	কু	র	তা	অ	সে::) ;	
	স	ব	দু	খ	যা	যে	কি	ই	ই	সে::)	

তা	।	১।।	।	।	+॥।	
মু	সা	সা	ঋ	ঋ	গ	
উ	স	ম	য়	দো	যে	::}

বেহাগ। একতালা। মঙ্গালে পাপনয়নেরসুর।

তা	৮	৩।	০৮	।	১৮	৮	৮	+।	৮	৩।৮
মু	সা।	সা।	সা।	গ	গ	প	ম	গ	গ	
	("র	জ	হ	লে।	অ	অ	ব	সান::)	০	
উ		নি								

নী

তা	৩।	৮	১৮	।	+৮	৮	৮	৩৮
মু	প	প	প	ধ	প	প	ম	ম
উ	হে	র	কি	বা	শা	খী	প	রে

তা	৮	৮	০৮	।	১৮	৮	৮	+।
মু	গ	গ	গ	গ	গ	প	ম	গ
উ	পা	খী	ক	রি	তে	এ	ছে	গান::

তা	৮	৩।	০৮	।	১।		৮	+।	৮		৩।৮		
মু	সা।	সা।	সা।	গ	গ	প	ম	গ	গ	সা।			
	(র	জ	হ	ল	অ	অ	ব	সা।	আ	ন)	;		
উ		নি											

নী

+৩ । ৩৩ । ০
সা সা সা সা
তা তলক ;
কু তূ হ ল
০৩ ১৩ ৩ ৩
মু প প নি নি
উ ১ম (শ বী র শী
২য় (হ য়ে জ তি

৩ ১৩ ৩ ৩
সা সা ঋ সা
তা ব হে বা য়ু
ব্য স্ত য ত +৩ । ৩৩ । ০
মু নি প প নি
ম নো হ র) ;
উ জী ব দ ল)

তা ৩ ১৩ ৩ ৩ +৩ । ৩৩ ।
মু নি নি নি নি প প ম গ
উ পূ র্ব দি কে দি বা ক র
উ ষা যে ন ন ব ব ল

তা ০৩ । ১। ৩ +৩ ৩
মু গ ম গ প ম গ ঋ
উ কি বা শো ও ভ মা ন্ ॥
ক রি ল অ প্র দা ন্ ॥

তা	৺	৩।	০৺	।	১।		৺	+।	৺		
মু	সা	সা	সা	গ	গ	প	ম	গ	গ	সা	
	(র	জ	হ	লো	অ	অ	ব	সা	আ	ন")ঃঃ	
উ			৺ নি								
			নী								

জংলা পুরবী। খ্যাম্‌টা। পাড়াতে দুধযোগাতের সুর।

তা	১।	৺	+৺	।	৩৺	।	০।
মু	ঋ	সা	সা	সা	ঋ	গ	
	কি	বা	শো	ভা	ম	রি !ঃঃ } ;	
উ							

তা	৬	১৬	।	+৬	।	৩৬	।	৩৬	৬	৬
সু	প	প	প	ম	ধ	প	প	গ	ম	গ
উ	হ	রি	যে	গৃ	হে	সু	খে	থা	য়	গো,

তা	১।	৬	+৬	।	৩৬	।	০।
সু	ঋ	সা	সা	সা	ঋ	গ	
উ	কি	বা	শো	ভা	ম	রি !	;

						।	৩৬	।	০।
						সা	স	সা	
তা	৬	১৬	৬	৬	+৬	শা	হে	ন	;
সু	গ	গ	প	ধ	ধ	না	র	বে	;
উ	১ম (আ	কা	শে	র	দূ				
	২য় (পা	খী	দ	লে	না				

	৬	১৬								
	সা	সা								
তা	সু	ব								
	আ	বা	৬	৬	+৬	।	৬	।	০।	
সু			নি	ম	ধ	নি	ধ	প		
উ			র্গে	র	ঞ্জি	ত	যে	ন)	;	
			সে	আ	সি	ছে	স	বে)		

তা	৩	১৩	৩	৩	+৩	।	৩৩	।	০।
মু	গ	গ	প	প	প	প	ধ	নি	
উ	নি	র	খি	ন	য়	ন	ম	ন	;
	স্ব	ভা	ব	নী	র	বে	র	বে	

তা	৩	১৩	।	+৩	।	৩৩	।	০৩	৩	৩
মু	প	প	প	ম	ধ	প	প	গ	ম	গ
উ	মো	হি	ল	বি	চি	ত্র	বি	ভা____য়		গো,
	এ	ভা	ব	স	বা	রে	জা	না____য়		গো,

তা	১।	৩	+৩	।	৩৩	।
মু	ঋ	সা	সা	সা	ঋ	গ
উ	কি	বা	শো	ভা	ম	রি" ! ::

রামকেলী তাল কাওয়ালী।

তা	০॥	॥	১॥	॥	+॥	।	।	৩।	।	।	।	০॥	॥
মু	ধ	ধ	ধ	প	ধ	ম	প	ম	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
উ	{"হে	করু	ণা	কর	দী	ন	স	খা	আ	তু	মি	আ	গত

রামকেলী। তেতালা খেয়ালভাঙ্গাসুর।

তা মু উ	ম ম ম ম গ ম প ধ ধ ঃ প
	“ত ব রূ পা আ গু ণ ভা সি তে ছে

তা মু উ	প প ম নিধ প প প প ম নি ধ ধ ধ
	ভু ব অ নে।); ও হে দ য়া আ আ আ ম য়,

তা
মু
নি ধ ধ প প ম ম ম ম ঋ ঋ সা
উ
পা আ র অ গ ম ন ব চ অ অ নে। }

সা ঋ সা সা
তা
আ র সে তি,
মু
ধ ধ ধ ধ প ম প ধ নি নি
উ
(দি ন ক র তে এ জ তো মা জ্যো

সা সা সা সা ঋ সা সা
তা
ব নো হ ন আ আ
মু
ধ ধ নি নি নি নি ঋ
উ
, ফু ল ত ও তা তি ই)

| — / | +॥।
সা ঋঁ সা

তা
তো তা নুম;
| | ০| | | | ১| — |
মু সা সা ঋ ম ম প প নি
তা না না দের্ দের্ দী ম ম
উ

তা
| ৩| | | | ০॥ ১| | | | +| | ॥
মু নি ধ প ম গ ঋ ঋ ঋ প ম গ ঋ ঋ
তা না না দে রে না, ও দের তা না দে রে না,
উ

|
সা
তা
৩| | | ০৮ ৮ | | ১| | | |
মু নি ধ নি ধ নি নি ধ প ম গ ঋ
দের না তা দে র না তা না না দের্ দের্,
উ

তা
+॥ | | ৩| | | | ০| | | | ১|
মু ঋ প ম গ ঋ সা সা ঋঁ গ ম প প
তা রে তা দা রে দা নিঃঃ না দের্ দের্ দী ম
উ

	।	।	+।।।।			
	সা	ঋ	সা			
তা	ভো	তা	নুম ॥			
মু	— — ।			৩।। ।	।	
	নি			সা	সা	
উ	ম			তা	না ::	

রাগিণী বেলেওয়ার। আড়াঠেকা।

তা	।X	+।।X	৩।।X	০।৺	৺X	১।	।X	+।	।	X	৩।
মু	ম	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	ঋ	ঋ	গ	ঋ	ম
উ	ভ	রে	এ	এ	দী	ঈ	ন	হী	ঈ	ঈ	ঈ

সা সা সা সা সা সা ঋ

এ আ আ কু ল রো ও

প ধ ধ

শো ও কে

ঝিঁঝিট। তাল ঠুংরি।

ঋ ঋ ম ম গ ঋ ঋ ঋ গ গ

, "ক র তাঁ র নাঁ আ আ ম (গা ন্

তা
০৺ × × ১৺ × × +। ৩× ×
সা সা সা সা ম গ সা সা সা

মু
দি ম্ র হে দে হে প্রা আ ণ।
৩৺ × × ●—

উ
ধ ধ

,, য ত

তা
× × × × ১× × × ×
ধ ধ সা সা স ঋ সা ঋ

মু
ক র আ র না আ আ ম ইত্যাদি
০× ×

উ
ধ ধ

তাঁ আ

তা
× ১ ১× × ৺ ৺ × ৩৺ ৺
সা সা সা সা স সা সা সা সা

মু
র হে ম হি ম ল স্ত জ্যো তি
০৺ +×

উ
ধ ধ

যাঁ জ্ঞ

তা
০× × × × ১× ৺× +৺ ৺ ৩।
গ গ গ গ সু সা ঋ ঋ ঋ

মু

উ
জ গ ত ক রে রে আ লো ও

তা	০৬	×	×	১৬	×	×	+৬	×	×	৩৬	৬
মু	গ	গ	গ	প	প৷	প	ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
উ	শ্রো৷	ত	ব	হে	প্রে	ম	পী	য়ূ	ষ	বা	রি

তা	০×	×	×	×	১×	×	×	×	+৬	৬	৩৬
মু	প	প	প	প	ল	ম	গ	গ	গ	গ	ম
উ	স	ক	ল	জী	ঈ	ব	সু	খ	কা	রী	হে"
										✱—	

তা	×	×	০৬	×	×	১×	×	×	·×
মু	ম	ম	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	গা	ঋ
উ	ক	র	তাঁ	আ	র	না	আ	আ	ম ইত্যাদি
			✱——						

রাগিণী জয়জয়ন্তী। কাওয়ালী।

তা	০।।।	।	১।	।।	।	+।।।।	৩।	।	।	।	০।।।
মু		ঋ	গ	ঋ	সা	সা	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ	ঋ
উ	,	{ "ক	ত	যে	তো	মা	আ	র	ক	ক	ণা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নৃত্যাধ্যায়।

তাল, মান, রসাশ্রয়, বিলাসযুক্ত হাব ভাব প্রকাশসহকারে আঙ্গিক ক্রিয়াদির নাম নৃত্য। নৃত্য দৃশ্য সংগীত মধ্যে পরিগণিত, কারণ নৃত্যের দর্শন প্রত্যক্ষ ব্যতীত শ্রবণ-গোচর হয় না। ভগবান মহাদেব কর্তৃক নৃত্যের আদি সৃষ্টি হয়। সংগীত দামোদর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নৃত্য দুই জাতীয়, তাণ্ডব ও লাস্য। পুং নৃত্যের নাম তাণ্ডব ও স্ত্রী নৃত্যের নাম লাস্য। তন্মধ্যে তাণ্ডব নামক নৃত্য পেবলী ও বহুরূপ এই দুই প্রকারে, এবং লাস্য নামক নৃত্য ছুরিত এবং যৌবত এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। শেষ দুইয়ের লক্ষণে লিখিত আছে, যে স্থলে অভিনয়ের পূর্ব্বে ভাব, রস, আশ্লেষ ও চুম্বনের সহকারে যুবক যুবতী রঙ্গে নৃত্য করে তাহা ছুরিত; এবং যেখানে বদ্ধলীলা হইয়া নটীরা নৃত্য করে সেই লাস্যের নাম বশীকরণনৃত্যবিৎদিগের মতে যৌবত। নৃত্য* বিষয়ক বিলম্ব গমনের নাম তন্ত্র, শীঘ্র গমনের নাম ওঘ, এবং মধ্য গমনের নাম তাল। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষের নাম ভ্রকুংস বা ভ্রুকুংস।

বরাহ পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করে সে রূপবান্, গুণবান্, শূর, শীলবান্ ও সৎপথেস্থিত ও বিষ্ণুভক্ত হইয়া ৩৩০০ বৎসর পুষ্করদ্বীপ সম্ভোগ করিয়া সংসারযাতনা হইতে মুক্ত হয়। ভাগবতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তিমান হইয়া প্রহৃষ্টভাবে হরির মন্দিরে নৃত্য করে, সে এক শত জন্মের পাপ দগ্ধ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু গৃহে নৃত্য করাইলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়; আর স্বয়ং নৃত্য দ্বারা পূজা করিলে তাহার অনুচর হয়।

---

* নৃত্যের অপরাপর বিবরণ উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট।

কতকগুলি প্রচলিত রাগের স্বরপ্রণালী ও কতিপয় মিশ্র রাগরাগিণী যাহাদের সচরাচর বড় প্রচলন নাই, তাহাদের কোন্ কোন্ রাগ সংযোগে রূপ সংস্থাপন হয়, তাহা নানাবিধ সংগীত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া নিম্নে উল্লিখিত হইল।

অংশী — ধবলশ্রী ও গৌড়।

অজয়পাল — গুজ্জরী, বিহাগ ও কেদারী।

অনন্তগৌড় — বসন্ত, গান্ধার ও হরশৃঙ্গার। ধ নি ০ ঋ গ ম প। ঋ (বা)।

অর্জ্জুন — গৌরির ঠাটের মত।

অরুণ — মল্লার, কানড়া ও নট।

অরুণবিহাগ — মল্লার, বিহঙ্গ ও কানড়া।

অহং বাহার — অহং ও বাহার।

অহং খাম্বাজ — অহং ও খাম্বাজ।

আনন্দভৈরব — শঙ্করাভরণ ও ভৈরব।

আড়ানা — সুঘরাই, কানড়া ও সারঙ্গ। কিম্বা কণ্ঠ বা মল্লার ও কানড়া। আধুনিক।

নি সা ঋ গ ম প ধ।

আভীরী — কল্যাণ, গুজ্জরী, শ্যাম ও দেশকার। সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা) দামোদর।

আভীরনট — আভীরী ও নট।

আলাহিয়া — ধ প ম গ ঋ সা নি। সা (বা) স (স)

আশিনীর — দেবগিরী, ভৈরব ও নট। ওড়ব।

আসাবরী — সিন্ধুরা, মল্লারী ও টোড়ী। প ধ নি সা ঋ গ ম। রাঃ নিঃ। ধ নি সা ০০ ম প।

ইমন — বেলাবলী ও কল্যান। কিম্বা সম্পূরণ, রেয়া ও বেলাবলী। সম্পূর্ণ। ম, গ (বা)। আধুনিক। খসুরুকৃত।

ইমনকল্যাণ	ইমন ও কল্যাণ।	সম্পূর্ণ। গ (বা) ম।
ইমনকেদার	ইমন ও কেদার।	
ইমনপুরিয়া	ইমন ও পুরিয়া।	সম্পূর্ণ। গ (বা) কিম্বা সা ঋ গ ম ০ ধ নি। আধুনিক।
ইমন ভূপালী	ইমন ও ভূপালী।	
ইমনবেলাবলী	ইমন ও বেলাবলী।	নি ধ প ম গ ঋ সা। অবঃ ম। আধুনিক।
ইমনি		সম্পূর্ণ। ম, গ (বা) প (স)।
কঙ্কন	শঙ্করাভরণ ঠাট।	গ ম ০ ধ নি সা ঋ। ম (বা)। নাঃ পুঃ।
কর্ণাট	ললত,পঞ্চম,গুজ্জরী ও বিভাস। কিম্বা ভৈরব দেশকার, গৌড় ও ললত। নি সা ঋ গ ম প ধ। মৃঃ জাঃ। নি সা ০ গ ম প ০। রাঃ বিঃ।	
কর্ণাটগৌড়	বেলাবলী, কর্ণাট ও গৌড়।	
কদম্বনট	ধানশ্রী, কানড়া, আহীরী, কেদারী, নট ও মধুমাধবী।	
কর্ণাট		নি সা ঋ গ ম প ধ।
কর্পূরগৌরী	জ্যোতিঃ, খাম্বাবতী, জয়তশ্রী, টঙ্ক ও বরাটী।	
কর্ম্মপঞ্চম	ললিতা, বসন্ত, হিন্দোল ও দেশকার।	
কলহংস	মধু, শঙ্করবিজয় ও আভীরী।	
কল্যাণ	ঐরাবত ঠাট মত।	ধ নি স ঋ গ ম প। নাঃ সং।
কল্যাণনট বা কল্যাণবিনোদ		কল্যাণ ও নট।
কল্যাণকামোদ	ইমন ও কামোদ।	
কানড়নট	নট ও কানড়া।	
কানড়গৌড়	কানড়া ও গৌর।	
কানড়া		নি সা ঋ গ ম প ধ। মৃঃ জাঃ।
কাফী	আসাবরী, ভৈবরী ও গুজ্জরী। সা ঋ গ ম প ধ নি।	
কামোদ	বেলাবলী ও গৌড়। ধনি সা ঋ গ ম প। সং দঃ। মৃঃ জাঃ। ধ (বা) প(স)।	
কামোদকল্যাণ	কামোদ ও কল্যাণ।	
কামোদ নট	কামোদ ও নট।	
কামোদী	সুরাষ্টক ও গৌরী। বা সুখরাই ও সুরঠ। সা ঋ গ ম প ধ ০। রাঃ বিঃ। ধ নি সা ঋ গ ম প। মৃঃ জাঃ।	

কালাংড়া রামকেলী ও পরাজিকা। নি সা ঋ গ ম প ধ। মতান্তরে নি সা ঋ গ ম ০ ধ।

কুমারী গৌরী ও মালশ্রী। ধ নি সা ঋ গ ম । ধ (বা)।

কুম্ভ সরস্বতী ও ধনাশ্রী।

কুল্যোয়ার বেলাবলী, কানড়া, নট ও মল্লার।

কেদারী বা কেদারা কোক, পূরবী, বেলাবলী। অথবা বাগেশ্বরী, শুদ্ধনট ও কামোদ।

নি সা ঋ গ ম প ধ। বাঃ বিঃ। নি সা ০ গ ম প ০। মূঃ জাঃ। অথবা সা

ম অথবা প বাদী।

কেদারনট কেদারী ও নট। নি সা ০ গ ম প ০।

কোকভ বা কুকুভ পূরবী ও শঙ্করাভরণ। কিন্তু কেহ কেহ বলেন বেলাবলী ও মায়া। অথবা

কেদারা, সারঙ্গ, দীপক ও বেলাবলী। ধ নি সা ঋ গ ম প। বাঃ বিঃ ও মূঃ জাঃ।

কোকিল কল্যাণের ঠাট মত। অথবা ম ও নি বিবাদী।

কোলাহল বিহঙ্গড়া, কল্যাণ ও কানড়া।

কৌশিকী পুরিয়া ও অজয়পাল। অথবা বসন্ত, সরস্বতী ও পঞ্চম।

কৌশিকীকানড়া কৌশিকী ও কানড়া।

খট্ বা ষট্ বরাটী, আশাবরী, গৌড়া, ললিত, বসন্ত ও গান্ধার; বা সিন্ধুরী, ধনাশ্রী,

টোড়ী, ভৈঁরো, রামকেলী ও মল্লার। সা ঋ গ ম প ধ নি সা ম (বা)।

খট্‌টোড়ী খট্ ও টোড়ী।

খাম্বাজ দীপকের পুত্র। ভৈরব, মালকৌশ ও বেলাবলী। সম্পূর্ণ গ (বা) প (স)।

খাম্বাবতী বা খাম্বাজ মালকৌশ রাগের পত্নী। মালশ্রী ও বেহাগড়া। সম্পূর্ণ বাঃ বিঃ।

নি। ধ নি সা ঋ গ ম ০। মূঃ জাঃ।

গম্ভীর নট কানড়া ও নট।

গান্ধার সিন্ধুরী, ধনাশ্রী, টোড়ী, বা দেবগিরী, আসাবরী, গৌরী, ভৈঁরো ও সিন্ধু;

অথবা ভৈরব, দেশী ও সিন্ধু।

গান্ধারনট গান্ধার ও নট।

গান্ধারী সুরাষ্টক বা সারঙ্গ এবং ধানশ্রী। গণেশ সংগৃহীত।

গারা কল্যাণ ও খাম্বাজ। সম্পূর্ণ। নি, সা (বা) গ (স)। আধুনিক।

গুর্জরী* ঋ গ ম প ধ নি। গ (বা) সং দাঃ ও মৃঃ খাঁঃ।
ললত ও রামকেলী। ঋ গ ম ০ ধ নি সা। রাঃ বিঃ।

গুজ্জরীটোড়ী গুজ্জরী ও টোড়ী।

গুণকেলী গুজ্জরী ও মালোয়া নি সা ঋ গ ম প। প (বা) ভৈরবরাগ পত্নী।
সা ঋ গ ম ০ নি। রাঃ রিঃ। নি সা। ০ গ ম প ০। মৃঃখাঃ মালকৌশরাগপত্নী।
আসাবরী, দেশকার, গুজ্জরী, দেশ, টোরী ও ললত।

গোপীকামোদী কামোদ ও কেদারী।

গৌড় বা গৌঁড় দেবগিরি ও গান্ধার। সম্পূর্ণ। প (বা) ঋ গ ধ নি। শিহ্লন।

গৌড়মল্লার গোড় ও মল্লার। ঋ গ ম প ধ নি সা। ঋ বা সা বাদী, প (স).

গৌড়নট গোড় ও নট। সম্পূর্ণ।

গৌড়সারঙ্গ গোড় ও সারঙ্গ। নি ধ প ম গ ঋ সা। ঋ (বা) ম (স) অবঃ ম। সংকৌঃ।

গৌরা গোড়। সা ঋ গ ম প ধ নি। প (বা) ধ (স)।

গৌরী আসাবরী ও জয়জয়ন্তী। নিধপমগঋসা। ম, সা (বা), ঋ(স)। কল্লিনাথ।
নিসাঋ০মপ০। রাঃ বিঃ। সা০গম০ধনি। মৃঃ খাঁ। সাঋগম০ধনি। সংনাঃ।

চক্রধর নটঠাটমত। সা ঋ গ ম ০ ধ নি।

চৈত্রী সামন্ত, ললিতা ও পূরিয়া। নি ধ প ম গ ঋ সা।

চৈত্রাগৌরী বা চিত্রাগৌরী চিত্রা ও গৌরী। নি ধ প ম গ ঋ সা। গ (বা)।

ছায়া হাম্বির ও শুদ্ধ নট। সম্পূর্ণ। প (বা) ঋ (স) অবঃ ম। সং রত্নাকর।
নি ধ ০ ম গ ০ সা। সং দাঃ।

ছায়াটৌড়ী টৌড়ী ও ছায়া। নি ও প বিবাদী।

---

* মালগুজ্জরী, রাহালগুজ্জরী, মঙ্গলগুজ্জরী। দক্ষিণগুজ্জরী, সৌরষ্ট্রী গুজ্জরী
মহারাষ্ট্রী গুজ্জরী।...

ছায়ানট	ছায়া ও নট। সা ঋ গ ম প ধ নি। অবঃ ম। সা (বা) গ (স)।
জয়কল্যাণ	জয়শ্রী ও শুদ্ধকল্যাণ।
জয়জয়ন্তী	কানড়া, শ্রী ও গৌরী; বা গৌরী ও বেহাগড়া; কিম্বা ধবলশ্রী, সুরট ও বেলাবলী। ঋ গ ম প ধ নি সা। ঋ (বা)।
জয়াবতী	ধবলশ্রী, বেলাবলী ও সরস্বতী।
জয়েৎ বা জয়ন্তপুরিয়া ও কল্যাণ।	গ ম ০ ধ নি সা ঋ।
জয়েৎ গৌরী	জয়েৎ ও গৌরী।
জয়তশ্রী	জয়েৎ, বিভাস, শঙ্করাভরণ। খাড়ব্ গ (বা) প (স)। সং ভঃ। নি ধ প ম গ ঋ সা। ধনিমঞ্জরী।
জয়েতী	গৌরী ও জয়ত শ্রী; বা সামন্ত, ললিত ও পুরিয়া; কিম্বা টৌড়ী, সাহানা ও বিভাস।
জলধরকেদারী	মেঘ ও কেদারী।
জোয়ানপুরীটোড়ী	টৌড়ী, কুকুভা ও সিন্ধুরা। আধুনিক।
জ্যোতিঃ গৌরী	ললিতা ও গৌরী।
ঝিঁঝিট।	সম্পূর্ণ। নি। আধুনিক।
টঙ্ক	শ্রী, কানড়া ও ভৈরব। সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ।
টৌড়ী	মালকোশ ও কানড়া। সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা)। রাঃ বিঃ। মৃঃ খাঃ। সং দাঃ। সা ঋ গ ম ০ ধ ০। নাঃ পুঃ।
ঠুংরী	মাক. খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও লুম, বা বারোয়া ও বেহাগ। সম্পূর্ণ।
ঢোল	বিরারী ও রেখভ্। ওড়ব।
তারকটৌড়ী	ধ নি সা ঋ গ ম ০।
তিলককামোদ	কামোদ ও বিচিত্রা, বা কানড়া, কামোদ ও নট। খাড়ব।
তারকহিণ্ডোল	হিণ্ডোলঠাট মত। গ ম ০ ধ নি সা ঋ। সা (বা) গ (স) ম।
ত্রিবেণী	শ্রী ও নটনারায়ণ বা শঙ্করাভরণ ও জয়েৎ।
ত্রিগুণ	দেশকার, ললিত বা বিভাস ও গৌরী।
দরবারীটোড়ী	টৌড়ী ও কানড়া। আধুনিক।
দক্ষিণনট	কুকুভা, বেলাবলী, পূরবী, কেদারী ও নট।

দীপক	সা ঋ গ ম প ধ নি সা। সা (বা)। রাঃ বিঃ ও মৃঃ খাঁ।
দীপাবতী	দীপক ও সরস্বতী।
দুর্গা	মালশ্রী, লীলাবতী, গৌরী ও সারঙ্গ।
দেওগান্ধার	গ ম প ধ নি সা ঋ। সা (বা)।
দেওগিরি বা দেওবিহাগ	কল্যাণ ও বেহাগ বা সারঙ্গ ও পুরবী। সম্পূর্ণ। নি সা ঋ গ ম প ধ।
দেওরালী	গান্ধারী, মালশ্রী ও সরস্বতী। আধুনিক।
দেওসাক	মল্লার, কানড়া ও শঙ্করাভরণ। গ ম প ধ নি সা ঋ।
দেশকার	সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা) কিম্বা ধ নি সা ঋ গ ম প। ধ (বা)।
দেশাকা	গ ম প ধ নি সা ০।
দেশ ও দেশমল্লার	সম্পূর্ণ।
দেশী	মধুমাত, সারঙ্গ ও পাহাড়ী বা টোড়ী ও খট। সম্পূর্ণ, ম (বা) প (স)। ঋ নি। সং তঃ। ঋ ০ ম প ধ নি সা। রাঃ বিঃ। ঋ গ ম ০ ধ নি সা। মৃঃ খাঁ।
ধবলশ্রী	নি ধ ০ ম ০ ঋ সা।
ধানশ্রী	নি ধ প ম গ ঋ সা। সং রঃ। সং তঃ। সং নাঃ। সা ০ গ ম প ০ নি। মৃঃ খাঁ।
ধানশ্রীপুরিয়া	ধানশ্রী ও পুরিয়া। গ ম প ধ নি সা ঋ।
নট	সা ঋ গ ম প ধ নি।
নটনারায়ণ	কল্যাণ, শঙ্করা, নট ও বেলাবলী। ম প ধ নি সা ঋ গ। ম (বা) সা (স) রাঃ বিঃ।
নটমল্লার	নট ও মল্লার। ঋ গ ম প ধ নি সা। ঋ (বা) প (স)।
নাগবরাটী	নাগধ্বনি ও বরাটী।
নাগধ্বনি	মল্লার ও কেদারা বা সুহা, কিম্বা কানড়া ও সারঙ্গ। নি সা ঋ গ ম প ০। মুনিমঞ্জরী
নাগধ্বনিকানড়া	কানড়া ও সারঙ্গ। নি সা ঋ গ ম প ০।
নাদারাম	গৌরীরঠাট মত। নি সা ঋ গ ম প ধ। সং তঃ।

নাচারিটোরী	টৌড়ি, ফোরদস্ত ও বঙ্গালী।	আধুনিক।
নাটিকা	নটনারায়ণ, হাম্বির ও আহীরী।	
নায়কীকানড়া	সা ঋ গ ম প ধ নি।	গোপাল নায়ক।
নারায়ণ-গৌড়	বেলাবলী, নট ও গৌড়।	
নারেস	বেলাবলী ও কানড়া।	আধুনিক।
পঞ্চম।	হিন্দোলরাগের পুত্র। হিন্দোল বা ললত ও বসন্ত, বা মনোহর গান্ধার ও হিন্দোল।	
ঐ	মতান্তরে ৪র্থ রাগ। সম্পূর্ণ। ম প ধ নি সা ঋ গ। ম (বা) গ (স)। সং দাঃ। মতান্তরে খাড়ব। প বিবাদী।	
পঠমুঞ্জরী	দেওগিরি, টোড়ী ও কর্ণাট, বা ধানশ্রী, মারুত ও গান্ধারী কিম্বা গান্ধার, ভৈরব, বিরারী ও আসাবরী। প ধ নি সা ঋ গ ম। প (বা) মৃঃ খাঃ। মতান্তরে সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা)।	
পরদীপকী	শ্রীরাগ, সারঙ্গ ও দীপক।	
পরমানন্দ	সারঙ্গ ও বেলাবলী।	
পলাস	দীপক ও গৌরা।	
পাখার	টোড়ী ও বঙ্গালী।	
পারাবতী	দেবগিরি পুরবী ও গোড়।	
পাহিড়া বা পাহাড়ী	ঋ গ ম প ধ নি সা।	
পিলু	ধ নি সা ঋ গ ম। ম। আধুনিক।	
পুরবী	গৌরী ও গুজ্জরী বা মারোয়া অথবা দেবগিরি, গৌরী ও গোঁড়। গ ম প ধ নি স ঋ। গ (বা) ম (স) অবঃ ম। সং দাঃ ও সংতঃ।	
পুরিয়া	গ ম ০ ০ নি সা ঋ। গ (বা) রাঃ সর্ব্বস্ব। মতান্তরে সম্পূর্ণ জাতি। গম প ধ নি সা ঋ।	
পুরিয়া-আসাবরী	পুরিয়া ও আসাবরী। সম্পূর্ণ।	
পুরিয়া-কানড়া	পুরিয়া ও কানড়া। সম্পূর্ণ।	
পুরিয়াধনাশ্রী	ধনাশ্রী ও পুরিয়া। গ ম প ধ নি সা ঋ। (বা) প (স) গ।	

প্রলুং	দেবগিরি, মালশ্রী ও কর্ণাট। আধুনিক।
ফুলমতী	গৌড়ঠাট মত। গ ম প ধ নি সা ঋ। প (বা)।
ফুলী	দেশকার, গুর্জ্জরী, রামকেলী, বঙ্গালী ও পঞ্চম।
ফোরদস্ত	পুরবী, গৌরী ও শ্যাম বা কানড়া। আধুনিক।
বঙ্গালী	ভয়রো ও বিরারী, বা বিরারী, গুর্জ্জরী ও গোড়। সা ঋ গ ম প ধ নি।
	রাঃ বিঃ ও মৃঃ খাঁ। মতান্তরে ওড়ব। সা ০ গ ম প ০ নি।
বড়হংস	সারঙ্গ, মালশ্রী ও মেঘ বা মালব। সা ঋ গ ম প ধ নি। প (বা)
	ম (স)।
বরাটী বা বিরারী	টোড়ী ও দেশী বা ধনাশ্রী। সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা) গ (স)।
	রাঃ বি ও মৃঃ খাঁ।
বরাটী নট	বিরারী ও নট। ধ নি সা ঋ গ ম প। প (বা)।
বসন্ত (শ্রীরাগপত্নী)	ললত ও বরাটী। সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ। ম (বা) প (স)।
ঐ মতান্তরে ২য় রাগ।	সা ঋ গ ম ০ ধ নি। ম (বা) সা (স)। রাঃ বিঃ।
বহুলী	রামকেলী, গুর্জ্জরী, দেশকার ও পঞ্চম।
বাগেশ্বরী বা বাগেশ্রী	ধনাশ্রী ও কানড়া। সা ঋ গ ম প ধ নি। ম (বা)।
বারোয়া	দীপক ও কানড়া। সম্পূর্ণ। গ নি। আধুনিক।
বাহাদুরীটোড়ী	টোড়ী, টঙ্ক ও কানড়া।
বাহার বা বিহারী	গৌরীর ঠাট মত। সা ঋ গ ম প ধ নি। আধুনিক।
বিচিত্রা	শঙ্করাভরণ, টোড়ী, গৌরী ও বিরারী, বা জয়েৎ, ত্রিবণ, গৌরী
	ও বিরারী।
বিজয়	টোড়ী, খাম্বাজ ও পুরিয়া।
বিভাস	বেলাবলী, গুর্জ্জরী ও ভৈরব। ঋ গ ম প ধ নি সা। ঋ (বা)।
	কিম্বা গ ম প ধ নি সা ঋ। গ (বা)। অথবা সা ঋ গ প ধ নি।
বিয়োগবিরারী	নায়কীকানড়া ও বিরারী।
বিহঙ্গড়া	সম্পূর্ণ। গ ম প ধ নি সা। প (বা) গ (স) সং ভাঃ।
বেলাবলী	ভূপালী, ভয়রো ও দেবগিরি। ধ নি সা ০ গ ম ০। রাঃ বিঃ।

বরাটী ৮ প্রকার যথা—শুদ্ধবিরারী, নাগবিরারী বিরাগবিরারী, প্রতাপবিরারী, বিয়োগ-বিরারী, শ্যামবিরারী, কল্যাণবিরারী, নটবিরারী।

	ধ নি সা ঋ গ ম প। মৃঃ খাঁ। গ ম প ধ নি সা ঋ। সং তঃ। অবঃ ম।
বিহাগ বা বিহগ।	নি ধ প ম গ ঋ সা। গ (বা) অবঃ ম। আরোঃ নি।
বৃন্দবনীসারঙ্গ	নি সা ঋ ০ ম প ০।
বেহাগ	সম্পূর্ণ। নি ধ প ম গ ঋ সা। গ (বা)। অবঃ ম, অথবা নি সা ০ গ ম প ০। আধুনিক।
ভরোষ্টী	পূরিয়া, গৌরী ও শ্যাম। ওড়ব।
ভীমপলশ্রী	ধনাশ্রী ও বারোয়া। ম প ধ নি সা ঋ গ। প (বা) ম (স)।
ভূপালী।	ধ ০ সা ঋ গ ম প। ধ (বা) সা (স)। সং তঃ।
	গ ০ প ধ ০ সা ঋ। অবঃ ম। রাঃ বিঃ। সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ।
ভাটিয়ারী, বা ভর্তৃহরি কিম্বা ভেটিয়াল।	ললিত ও পরজ। ঋ গ ম প ধ নি সা। সা (বা) ম (স)।
ভৈরব	ধ নি সা ঋ গ ম প। রাঃ বিঃ। ধ নি সা ঋ গ ম ০। ম বাদী স সম্বাদী বা গ বাদী ঋ সম্বাদী।
ভৈরবী	টোড়ি ও বরারী। সা ঋ গ ম প ধ নি, রাঃ বিঃ।
	ম প ধ নি সা ঋ গ। মৃঃ খাঁ। ম বা ধ বাদী।
মঙ্গল	সুরঠ ও ছায়া।
মঙ্গলগুজ্জরী	শ্যাম, গুজ্জরী ও গান্ধারী।
মঙ্গলাষ্টক	জয়শ্রী, কানাড়া, কেদারী, কল্যাণ ও মঙ্গল।
মঞ্জুঘোষা	শ্রী এবং ছায়ানট।
মধু	শুদ্ধ, বসন্ত, বেলাবলী ও নটনারায়ণ।
মধুমাধবী বা মধুমাধসারঙ্গ	মেঘ ও মালশ্রী বা মেঘ, সারঙ্গ ও মালশ্রী।
	ম প ধ নি সা ঋ গ। রাঃ বিঃ।
	ম প ধ নি সা ঋ গ। মৃঃ খাঁ। ম (বা)। নি সা ঋ ০ ম প ০। তাঃ তঃ।
মধুমিথুন	নটনারায়ণ, মল্লার, হাম্বীর ও মধুমাধবী। মহাবীর কর্ণ কৃত।
মনোহর	মারোয়া ও গোরী।

মল্লারী বা মল্লার	ধ ০ সা ঋ ০ ম প। রাঃ বিঃ। ধ নি ০ ঋ গ ম ০। মৃঃ খাঁ। ধ (বা) সম্পূর্ণ। সং তঃ। সং সাঃ। ধ (বা) ঋ (স)।
মল্লারনট	মল্লার ও নট।
মাযায়রী	টেড়ী ও রঙ্গালী।
মাঝ	পরজ,সুরট ও গৌরী বা সারঙ্গ সুরট,বেলাবলী ও গৌরী। আধুনিক
মালগুজ্জরী	গৌরী ও শরৎ বা মঙ্গলাষ্টক, রামকেলী ও শ্যাম। আধুনিক।
মারোয়া বা মালব	সা ঋ গ ম ০ ধ নি। সং নাঃ। নি সা ঋ গ ম প ধ। রাঃ বি। সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ।
মালকোশ	সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ। হনুমন্তমত সম্মত। সা ০ গ ম ০ ধ নি। সং সুঃ। সা ঋ গ ম ০ ধ নি।
মালশ্রী বা মালবশ্রী	ধনাশ্রী ভৈরবও মালকোশ। সা ০ গ ম প ০ নি। ম, প (বা) রাঃবিঃ। সা ঋ গ ম প ধ নি। মৃঃ খাঁ।
মালাবতী	পঞ্চম, কোমোদ, নট ও হাম্বির।
মালীগৌড়ী	গৌরী ও সুরট।
মিঞামল্লার	মল্লারও কানড়া। নি সা ঋ গ ম প ধ। প (বা) গ(স)।
মিঞাসারঙ্গ	সারঙ্গ, জয়জয়ন্তি ও কানড়া।
মুদ্রাকানড়া	নট, কেদারী ও কানড়া।
মুদ্রাটোড়ী	টোড়ী ও বাগেশ্বরী।
মুলতানী।	নি সা ঋ গ ম প ধ।
মেঘ	সম্পূর্ণ। রাঃ বিঃ। নি সা ঋ ০ ম প ০। মৃঃ খাঁ। ম (বা) প (স)।
যোগিঞা	সা ঋ গ ম প ধ নি। সা (বা) ম (স)।
রতিবল্লভ	নট, সারঙ্গ ও ভৈরব।
রতিবাহি	কল্যাণ ও পরাজিকা।
রম্ভাবতী	মালশ্রী ও মল্লারী।
রহস্যমঙ্গল	শঙ্করাভরণ, অরুণ ও সুরট।
বাওরাজি	ললিতা, লীলাবতী, ও চৈত্রী। আধুনিক।
বাগেশ্বর	ভৈরব, কানড়া আশাবরী ও গৌরী।
রাজনারায়ণনট	গাম্ভারী, পুরিয়া টোড়ী ও নট।

রাজবিজয়	ম প ধ নি সা ঋ গ।
রাজহংস	মালব, ও মনোহর।
রামকেলী	সা ঋ গ ম প ধ নি। রাঃ বিঃ। সা ০ গ ম প ০ নি। মৃঃ খাঁ।
রুদ্রাণী	ললত, লীলাবতী ও জয়েত।
রূপশ্রী	শ্রী ও বসন্ত।
রেগভ	ধনাশ্রী ও কানড়া।
ললত	ধ নি সা ০ গ ম ০।
ললতপঞ্চম	ললত ও পঞ্চম।
ললিত	ধ নি সা ঋ গ ম প। ধ (বা) সং দাঃ। সা ঋ গ ম প ধ নি। রাঃ বিঃ। ধ নি সা ০ গ ম ০। মৃঃ খাঁ।
লক্ষ্মীটোড়ী	সিন্ধু, টোড়ী ও ললিতা।
লীলাবতী	দেশকার, জয়শ্রী, ও ললিতা।
লুম	নি সা ঋ গ ম প ধ।
শঙ্করানন্দ	শঙ্করা, বিহাগ ও নট।
শঙ্করাভরণ	শঙ্করা, কেদারা ও মালকোশ। সা ঋ গ ম প ধ নি।
শঙ্করা	ধ নি সা ঋ গ ম প। অবঃ ম। রাঃ সঃ।
শঙ্করবিজয়	মালিগৌড়া, হাম্বির ও নটনারায়ন। ভগবান্ শঙ্কর কৃত।
শচীবল্লভ	গুণকেলী, গান্ধারী ও শ্যাম।
শশীরেখা	ললিতা, সারঙ্গ ও বেহাগ।
শিবরতিকা	বড়হস ও সিন্ধু।

শ্রীরাগ (১ম বা ৫ম রাগ) সা ঋ গ ম প ধ নি (রাঃ বিঃ ও মৃঃ খাঁ) সা বাদী, ঋ ধ ম।

শ্রীকবন্ বা শ্রীরমণ	শঙ্করা, শ্রী ও মালশ্রী। আধুনিক।
শ্রীসম্‌দ	ভীমপলশ্রী, টঙ্ক, শুদ্ধ ও মালশ্রী। আধুনিক।
শুদ্ধ	বঙ্গাল ও নট।
শুদ্ধনট	শুদ্ধ ও নট।
শোহিনী বা	ভয়রোঁ ও মালকোশ। সা ঋ গ ম ০ ধ নি বা সা ০ গ ম ০ প ধ নি। সা বাদী।
শুহিনী শ্যাম	বঙ্গাল ও ললত। ওড়ব সং তঃ। সম্পূর্ণ রাঃ বিঃ।

শ্যামকল্যাণ	শ্যাম ও কল্যাণ।
শ্যামপুরবী	শ্যাম ও পূরবী। সম্পূর্ণ।
শ্যামবিরারী	শ্যাম ও বিরারী। সম্পূর্ণ।
শ্যামরাম	শ্যাম ও রামকেলী। খাড়ব।
সংকীর্ণ	বেলাবলী ও কলিঙ্গরা।
সংকোচী	লীলাবতী ও ত্রিয়ণ।
সম্পাত	সারঙ্গ ও মল্লার।
সরফর্দা	নি সা ঋ গ ম প ধ। অবঃ ম।
সরস্বতী	নটনারায়ণ ও শঙ্করা বা মারোয়া এবং বিরারী।
সাজগিরি	পুরবী ও বিভাস। সা ঋ গ ম প ধ নি।
সামন্ত	কেদারা ও কানড়া। ওড়ব। নি বাদী।
সামন্তসারঙ্গ	সারঙ্গ ও মল্লারী।
সায়েরী	টোড়ী, মল্লারী ও গুণকেলী।
সারঙ্গ	ওড়ব।
সারঙ্গনট	সারঙ্গ ও নট,। ওড়ব।
সাহানা	কানড়া, মল্লার ও বাগেশ্রী। সম্পূর্ণ নি গ। আধুনিক।
সিন্ধুরা	সুরট ও মারোয়া। সম্পূর্ণ।
সুখন বেলাবলী	বেলাবলী, সাহা ও বিভাস। আধুনিক।
সুঘরণ	বেলাবলী ও ফোরদস্ত।
সুরমল্লার	সা ঋ ০ ম গ ধ প নি। আধুনিক।
সৈন্ধবী	সা ঋ গ ম প ধ নি। সং দাঃ ও মৃঃ ধা। সা (বা)। সা ঋ ০ ম প ধ নি। রাঃ বিঃ।
সুঘয়াই বা কুলাই	সাহানা ও বেলাবলী। সা ঋ গ ম প ধ নি।
সুরঠ	ঋ গ ম প ধ নি সা। ঋ (বা) সং রঃ। অথবা খাড়ব।
সোহা বা সুহা	বাগেশ্বরী, বিভাস ও আড়ানা বা ভৈরব বাগেশ্বরী ও মেঘ। বা সুঘারাই, কানড়া ও মল্লার। প ধ নি সা ঋ গ ম।
সোহাটোড়ী	সোহা ও টোড়ী। আধুনিক।
সৌদামিনী	সোহিনী ও ঝিঝিটি।
স্তম্ভ	মালশ্রী ও মল্লারী।

হংস	সারঙ্গ ও কলিঙ্গড়া।
হরশৃঙ্গার	পঞ্চম ও কৌশিকী।
হাম্বির বা হম্বিরা	শঙ্করাভরণ ও মারু। সা ঋ গ ম প ধ নি। অবঃ ম, প (বা) সা (স)। [৭]
হাম্বিরকল্যাণ	সাহানা, কেদারা ও ইমন। সম্পূর্ণ।
হাম্বিরনট	হাম্বির ও নট।
হারক্ষ	বেলবলী, দেওসাক, সারঙ্গ, শুদ্ধ মল্লারী ও গোড়।
হিণ্ডোল	ম ০ ধ নি সা ০ গ। (রাঃ বিঃ)। সা ০ গ ম প ০ নি। মৃঃ খাঁ। [৭] ম, সা (বা) গ (স)।
হোসেনীকানড়া	কানড়া ও ইরাক্ষ। আধুনিক।
ক্ষটাঙ্গ	জয়শ্রী, কেদারীও বিভাস।
ক্ষেম	কানড়া, সরস্বতী ও কল্যাণ।
ক্ষেমকল্যাণ	কানড়া, সরস্বতী, শুদ্ধ ও কল্যাণ।

পরিশিষ্টে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ।

ব,—বাদী।
অব,—অবরোহণ।
রা, বি,—রাগবিবোধ।
না, পু—নাদপুরাণ।
সং, ত—সঙ্গীততরঙ্গ।
সং, ভা—সঙ্গীত ভাষা।
সং, সা—সঙ্গীত সার।
রা, স, সা—রাগসর্ব্বস্বসার।
সং, কৌ—সঙ্গীত কৌস্তুভ।

স,—সম্বাদী।
আর,—আরোহণ।
মৃঃ খাঁ—মৃজা খাঁ।
ধ্ব, ম,—ধ্বনিমঞ্জরী।
সং, দা—সঙ্গীত দামোদর।
রা, স—রাগ সর্ব্বস্য।
তা, ত—তাণ্ডব তরঙ্গেশ্বর।
সং, র—সঙ্গীত রত্নাকর।

যে রাগ (১) বা রাগিণীতে যে কোন বিশেষ স্বর বৈরী অর্থাৎ বিবাদীরূপে ত্যক্ত হইবে, তাহার স্থানে (০) শূন্য দৃষ্ট হইবে।

(১) সামান্যতঃ রাগ বা রাগিণী উভয়কেই রাগশব্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		বাদি স্থলে	বাদী
।৵০	১২	ধুয়	ধুয়া
।৵০	২৭	মনমোহন	মনোমোহন
।।/	২ ও ৮	যোতীন্দ্র	যতীন্দ্র
১৯	১৮	ধ, নি, ঋ,	ধ নি ঋ
ঐ	২০	গা	গা
২০	১৭	ঋ—নি	ঋ—নি
ঐ	১৭	গ—গা	গ—গা
২১	৭	নি—পা	নি—পা
ঐ	১৩	নি—ঋ, ম—ধ,	নি—ঋ, ম—ধ
২৬	১৫	বোলেযোগে	বোলযোগে
২৯	১২	স্বররাগসহযোগে	রাগসহযোগে
১২	২	১২০ কে	২৫৬ কে
১৬	৫	নি	নি
৩৬	১	গঙ্গা	"গঙ্গা
ঐ	২	রাজঃ	রাজঃ"
৭৫		পঞ্চম বাদি। ম	গ বাদী
৭৬	১	ধ ধ	ম ম
৭৭		প বাদি	ধ বাদী, প সম্বাদী
৭৯		প বাদি	ম বাদী, প সম্বাদী
৮০		ম বাদি	সা বাদী, ম সম্বাদী
৮২		ধ বাদি	সা বাদী, ধ সম্বাদী
৮৩			গ সম্বাদী

৮৪		ম বাদি	ম বাদী, গ সম্বাদী
৮৭		বাদি	বাদী, নি সম্বাদী
৯৬		ধ বাদি	সা বাদী
ঐ		গ ধ নি	ঋ গ ধ নি
১০৩		গ বাদী, প স সম্বাদী	প বাদী, ম সম্বাদী
১০৮		খাড়ব	সম্পূর্ণ
১২০		ধ বাদী, সা সম্বাদী	গ বাদী, ম সম্বাদী
১২২		ঋ ঐ গ ঐ	গ বাদী, সা সম্বাদী
১২৪		গ ঐ। সা ঐ	সা ঐ, গ ঐ
১৩৪		নি সম্বাদী	ঋ সম্বাদী
১৫৭		ধ বাদী। গ সম্বাদী	সা বাদী, গ সম্বাদী
১৬৮		ধ বাদী। ঋ সম্বাদী	ঋ বাদী, ধ সম্বাদী
১৭০		ম	ঋ ধ ম
১৯০		সা বাদী	ঋ বাদী
২০৩			নি
২১৩		পিলু সিন্ধু	সিন্ধু
২১৯		সম্পূর্ণ। ম সম্বাদী	খাড়ব। গ সম্বাদী
২২১		সা বাদী। ম সম্বাদী	ম বাদী, সা সম্বাদী
২২৫		সিন্ধুভৈরবী	সিন্ধুভৈরবী। গ নি . .
২৫৪	২৭	ত্রেকেটে দিন, ধাধিনদিন,	ত্রেকেটে ধিন, ধা [illegible]ধিন,
২৫৬	৩৪		৩। । ১। । +। । । ঘেনেনাগ, ঘেনেনাগ, ধা ঘেনেনাগ।
২৫৮	৩	১ম, ৩য় ও ৪র্থ প্রত্যেকে পদে হ্রস তিন মাত্রা ও ২য় পদে ৪ মাত্র	১ম ও ৩য় প্রত্যেক পদে সওয়া তিন মাত্রা ও ২ ও ৪র্থ প্রত্যেক পদে সাড়ে তিন মাত্রা